স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

লেবার কন্ট্রাকটিং সোসাইটি (এলসিএস) ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

জুন, ২০২২

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

লেবার কন্ট্রাকটিং সোসাইটি (এলসিএস) ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

জুন, ২০২২

প্রকাশনা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি, ২০০৪ খ্রিঃ।

দ্বিতীয় প্রকাশ

জুন, ২০২২ খ্রিঃ।

সমন্বয়

মোঃ আহসান হাবিব

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা, ডিজাইন ও গবেষণা)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

সংশোধন ও সংকলন

মোহাম্মদ খালেদ চৌধুরী
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (পরিকল্পনা ও ডিজাইন) ইউনিট, এলজিইডি, ঢাকা।

ভরত চন্দ্র মণ্ডল
নির্বাহী প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (পরিকল্পনা ও ডিজাইন) ইউনিট, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আমিনুর রহমান
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (পরিকল্পনা ও ডিজাইন) ইউনিট, এলজিইডি, ঢাকা ।

সম্পাদনা

মোঃ আহসান হাবিব

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা, ডিজাইন ও গবেষণা), এলজিইডি, ঢাকা।

মোঃ মোসলে উদ্দিন
প্রাক্তন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি, ঢাকা।

মোঃ আলি আক্তার হোসেন
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ), এলজিইডি, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান
প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি, ঢাকা।

পর্যালোচনা কমিটি

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ডে এলসিএস ব্যবস্থাপনা:

১) মোঃ মোসলে উদ্দিন, প্রাক্তন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি। - আহবায়ক

২) এ, কে, এম লুৎফর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি। - সদস্য

৩) বিপুল চন্দ্র বনিক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ), এলজিইডি। - সদস্য

৪) গোপাল চন্দ্র সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, হাওড় অঞ্চলে অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি। - সদস্য

৫) নজরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি । - সদস্য

৬) মোঃ আনিসুল ওহাব খান, প্রকল্প পরিচালক, প্রভাতি প্রকল্প, এলজিইডি । - সদস্য

৭) সালমা শহীদ, প্রকল্প পরিচালক, পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (RERMP-3), এলজিইডি ।

৮) সৈয়দ আব্দুর রহিম, প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট এবং প্রকল্প পরিচালক, গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প, এলজিইডি। - সদস্য

৯) সামসুল আরেফিন, ডেপুটি টিম লিডার, ডিএসএম, নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড প্রজেক্ট (NOBIDEP), এলজিইডি। - সদস্য

১০) মোঃ আবদুর রব, সোসিও-জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট কর্মকর্তা, নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড প্রজেক্ট (NOBIDEP), এলজিইডি। - সদস্য

পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ডে এলসিএস ব্যবস্থাপনা:

১) মোঃ আলি আক্তার হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ, এলজিইডি। - আহবায়ক

২) গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট বিভাগ, এলজিইডি। - সদস্য

৩) স, ম, আব্দুস সালাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) ইউনিট, এলজিইডি। - সদস্য

৪) মোহাম্মদ খালেদ চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (পরিকল্পনা ও ডিজাইন) ইউনিট, এলজিইডি। - সদস্য

৫) মোঃ মিজানুর রহমান, প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি, ঢাকা। - সদস্য

৬) শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া অঞ্চল ও প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (জাইকা), এলজিইডি। - সদস্য

৭) আবু সালেহ মোঃ হানিফ, প্রকল্প পরিচালক, টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি - সদস্য

৮) ভরত চন্দ্র মণ্ডল, নির্বাহী প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (পরিকল্পনা ও ডিজাইন) ইউনিট, এলজিইডি। - সদস্য

৯) মোঃ আমিনুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (পরিকল্পনা ও ডিজাইন) ইউনিট, এলজিইডি। - সদস্য

১০) আবদুল হাই চৌধুরী, পরামর্শক, হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি - সদস্য

মুদ্রণে
অগ্রণী প্রিন্টিং প্রেস
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.lged.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি।

স্মারক নং: ৪৬.০২.০০০০.৫০১.২৭.০০১.১৮. ৩৭ তারিখ: ১৫/০৬/২০২২ খ্রি.।

পরিপত্র

বিষয়: লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (এলসিএস) ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ২০০৪ সালে প্রণীত এলজিইডির লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (এলসিএস) ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকাটি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক হালনাগাদ করে ২০২২ সালে পুনরায় জারী করা হলো। এ নির্দেশিকাটি জারীর সাথে সাথে অত্র দপ্তর থেকে ইতোপূর্বে একই বিষয়ে জারীকৃত সকল নির্দেশিকা বাতিল বলে গণ্য হবে। এখন হতে এলজিইডির আওতায় এলসিএস সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ২০২২ সালে প্রণীত লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (এলসিএস) ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

১৫.০৬.২০২২

(সেখ মোহাম্মদ মহসিন)
প্রধান প্রকৌশলী
ফোন নং-+৮৮-০২-৫৮১৫২৮০২
ই-মেইল: ce@lged.gov.bd

অনুলিপি:

১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৩) প্রকল্প পরিচালক (সকল), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৪) নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৫) উপজেলা প্রকৌশলী (সকল), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

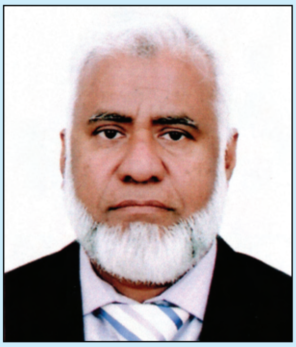

প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পের আওতায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে এলজিইডিতে অনুরূপ প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ সড়ক, হাট-বাজার, ছোট আকারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, খাল খনন/পুনর্খনন/সংস্কার, পুকুর পুনর্খনন, বিল পুনর্খনন, হাওড় অঞ্চলে বসত-ভিটা উঁচুকরণ, কিল্লা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব অবকাঠামোর একটি বিরাট অংশ সাধারণ অদক্ষ শ্রমিকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এ বিশাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন-ব্যবস্থাপনায় মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ তথা শ্রমিকদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ৮০'র দশকে এলজিইডিতে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদল (এলসিএস) এর ধারণা প্রবর্তিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় শুধু গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ কাজে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীতে অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কারে এলসিএস পদ্ধতি চালু করা হয়। বর্তমানে এলজিইডির বেশ কিছু প্রকল্পে এলসিএস পদ্ধতি চালু আছে, যা প্রকল্প এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

এলসিএস এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর শ্রমঘন অবকাঠামোর সুষ্ঠু নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার কাজ অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ যাবত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোতে পৃথক/খণ্ডকালীন নির্দেশিকা প্রণীত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাস্তবতার নিরিখে এলজিইডিতে সর্বজনীন ব্যবহারযোগ্য একটি প্রমিত এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকাটি এ লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছে। এ নির্দেশিকাটি মূলতঃ তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে এলসিএস এর পরিচিতি ও সাধারণ তথ্য, দ্বিতীয় অংশে গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং তৃতীয় অংশে পানি সম্পদ বিষয়ক অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য নির্দেশিকাটি প্রণয়নকালে এলজিইডির এলসিএস সম্পর্কিত সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত সকল স্তরের প্রকৌশলী/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যাতে সহজভাবে এটি ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

এলসিএস এর গঠন পদ্ধতি, চুক্তি, আর্থিক লেনদেন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণাসহ এলসিএস এর মাধ্যমে শ্রমঘন অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে এ নির্দেশিকা সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। এছাড়া, এ পদ্ধতির ব্যবহার ২০৩০ সাল নাগাদ সরকারের এসডিজি অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদী। নির্দেশিকাটি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা ও পরামর্শকগণকে আমি সাধুবাদ জানাই।

সেখ মোহাম্মদ মহসিন

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
পরিকল্পনা, ডিজাইন ও গবেষণা
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

পটভূমি

পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাসকরণে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ১৯৮৪ সালে এলজিইডি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণ পদ্ধতি সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে। তখন থেকেই এ প্রথার নামকরণ করা হয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদল (লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি) বা এলসিএস। এলসিএস এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমিকদের সঠিক মজুরী প্রদান, মুনাফা অর্জনকারী মধ্যস্বত্বভোগী অবলোপন করে শ্রমিকদলের জন্য মুনাফা নিশ্চিতকরণ এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

বর্তমানে এলজিইডির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থা চালু আছে। তাছাড়া রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে এলসিএস পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি প্রকল্পের প্রকল্প দলিলে এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নির্দেশিকায় এলসিএস সম্পৃক্তকরণ ও এলসিএস পদ্ধতি অনুসরণের উল্লেখ রয়েছে। প্রকল্পভেদে এলসিএস কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়া, কর্মঘণ্টা ইত্যাদি কতিপয় বিষয়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় এলজিইডিতে একটি সর্বজনীন প্রমিত এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকার আবশ্যকতা দেখা দেয় এবং তারই অনুবৃত্তিক্রমে একটি সমন্বিত নির্দেশিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে এলজিইডি কর্তৃক বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা নির্দেশিকা, হাট-বাজার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ডিজাইন ম্যানুয়াল ইত্যাদি প্রণীত হলেও অভিন্ন কোনো নির্দেশিকা ছিল না। বর্তমানে প্রমিত নির্দেশিকাটি প্রণয়নের ফলে প্রকল্পভেদে এলসিএস কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পদ্ধতিগত পার্থক্য দূরীভূত হবে এবং কাজের অসামঞ্জস্যতা হ্রাস পাবে। এখানে উল্লেখ্য যে, পানিসম্পদ বিষয়ক অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ১৯৯৯ সালে প্রণীত জাতীয় পানি নীতি অনুযায়ী পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতায় নীতি-নির্ধারনী সকল পর্যায়ে স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'যে কোন সরকারি পানি প্রকল্পের ন্যূনতম শতকরা ২৫ ভাগ মাটির কাজ সাধারণত উদ্দিষ্টগোষ্ঠী বা সুবিধাভোগীদেরকে বরাদ্দ করা'-এর বিষয় উল্লেখ রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে একটি প্রকল্পভিত্তিক নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য প্রকল্পেও কমবেশি নির্দেশিকা রয়েছে। আলোচ্য সমন্বিত নির্দেশিকাটি বিদ্যমান প্রকল্প ভিত্তিক খণ্ড খণ্ড সকল নির্দেশিকার স্থলাভিষিক্ত হবে।

প্রচলিত নির্দেশিকাগুলোকে পর্যালোচনা করে গ্রামীণ অবকাঠামো ও পানি সম্পদ বিষয়ক অবকাঠামোর অন্তর্গত শ্রমঘন (Labour Intensive) অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/মেরামত কাজে নিয়োজিত এলসিএস এর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দিক-নির্দেশনাসমূহ আলোচ্য নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ নির্দেশিকায় গ্রামীণ অবকাঠামো অংশে সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পানি সম্পদ বিষয়ক অবকাঠামো অংশে বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, খাল খনন/পুনর্খনন, পুকুর পুনর্খনন, বিল পুনর্খনন, হাওড়, হাওড় অঞ্চলে বসত-ভিটা উঁচুকরণ/কিল্লা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপর্যুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজে এলসিএস

পদ্ধতি ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই এই নির্দেশিকাটি অনুসরণ করতে হবে। তবে, নির্দেশিত অবকাঠামো ব্যতীত অন্য অবকাঠামো নির্মাণে এলসিএস পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রকল্পের নিজস্ব নীতিমালা অনুসরণ করা যাবে।

এই নির্দেশিকাটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে এলসিএস সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য, যেমন এলসিএস কাকে বলে, এলসিএস এর উৎপত্তি, ধরণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ডে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে পানিসম্পদ বিষয়ক অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ডে এলসিএস পদ্ধতি পরিচালনার সার্বিক বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এলসিএস পদ্ধতি অভিন্নভাবে অনুসরণ করতে হলে যে সকল ছক ব্যবহার করতে হবে তা সংযুক্তি আকারে দেওয়া হয়েছে।

এ নির্দেশিকা চূড়ান্ত করতে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের নির্দেশে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা ও পরামর্শকগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির একাধিক সভার মাধ্যমে কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, কর্মকর্তাবৃন্দ ও পরামর্শকগণের অভিজ্ঞ এবং সু-চিন্তিত মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন/সংশোধনপূর্বক ঐকমত্যের ভিত্তিতে আলোচ্য এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই নির্দেশিকা প্রণয়নে যাঁরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

নির্দেশিকাটি এলজিইডির সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুশীলন ও অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করছি। পরিশেষে আমি আশা করছি যে, মাঠ পর্যায়ে নির্দেশিকাটি ব্যবহৃত হলে সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত নিয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা সম্ভব হবে।

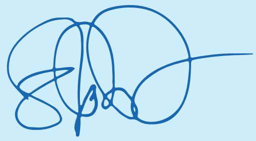

মোঃ আহসান হাবিব

এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

অধ্যায়-১: লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (এলসিএস) এর পরিচিতি ও সাধারণ তথ্য

১.১	ভূমিকা	১
১.২	এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়নের লক্ষ্য	১
১.৩	নির্দেশিকার ব্যবহার	২
১.৪	এলসিএস এর উৎপত্তি	২
১.৫	এলসিএস বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদল	২
১.৬	এলসিএস এর লক্ষ্য	২
১.৭	এলসিএস এর ধরণ/প্রকার	৩

অধ্যায়-২: _ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ডে এলসিএস ব্যবস্থাপনা

২.১	এলসিএস এর কর্মপরিসর	৫
২.২	এলসিএস দল গঠন	৭
২.৩	এলসিএস প্রশিক্ষণ	৯
২.৪	কার্যাদেশ	১০
২.৫	বাস্তবায়ন	১০
২.৬	বাস্তবায়নে সতর্কতা	১১
২.৭	কাজ তদারকী	১১
২.৮	মাননিয়ন্ত্রণ	১২
২.৯	সাইট অর্ডার বই	১২
২.১০	পরিমাপ	১২
২.১১	ব্যাংক হিসাব (একাউন্ট)	১৩
২.১২	বিল পরিশোধ	১৩
২.১৩	পারিশ্রমিক বণ্টন	১৪
২.১৪	পরিবীক্ষণ	১৫
২.১৫	প্রতিবেদন	১৫
২.১৬	কাজের সময় বর্ধন	১৬
২.১৭	ব্যয় প্রাক্কলনের পরিবর্তন (Variation)	১৬
২.১৮	অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত এলসিএস কাজ	১৬
২.১৯	বাধ্যতামূলক সঞ্চয়	১৬
২.২০	কর্মক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা	১৬
২.২১	দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৭
২.২২	এলসিএস এর আর্থ-সামাজিক উত্তরণ	১৭

অধ্যায়-৩: _ পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ডে এলসিএস ব্যবস্থাপনা

৩.১	ভূমিকা	১৯
৩.২	এলসিএস দ্বারা পানিসম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সংস্কার/ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ	১৯
৩.৩	এলসিএস সদস্য নির্বাচন শর্ত	১৯
৩.৪	এলসিএস এর আকার	২০
৩.৫	এলসিএস চুক্তির আর্থিক সীমা	২১
৩.৬	এলসিএস গঠন	২১
৩.৭	স্কিমের প্রাক্কলন	২৪
৩.৮	সাইনবোর্ড	২৫
৩.৯	এলসিএস প্রশিক্ষণ	২৫
৩.১০	কার্যাদেশ	২৬
৩.১১	বাস্তবায়ন	২৬
৩.১২	বাস্তবায়নে সতর্কতা	২৭
৩.১৩	কাজ তদারকি	২৭
৩.১৪	মাননিয়ন্ত্রণ	২৮
৩.১৫	সাইট অর্ডার বই	২৯
৩.১৬	পরিমাপ	২৯
৩.১৭	ব্যাংক হিসাব (একাউন্ট)	২৯
৩.১৮	বিল পরিশোধ	২৯
৩.১৯	পারিশ্রমিক বণ্টন	৩০
৩.২০	পরিবীক্ষণ	৩১
৩.২১	প্রতিবেদন	৩২
৩.২২	কাজের সময় বর্ধন	৩২
৩.২৩	ব্যয় প্রাক্কলনের পরিবর্তন (Variation)	৩২
৩.২৪	অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত এলসিএস কাজ	৩২
৩.২৫	বাধ্যতামূলক সঞ্চয়	৩৩
৩.২৬	কর্মক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা	৩৩
৩.২৭	দায়িত্ব ও কর্তব্য	৩৩
৩.২৮	এলসিএস এর আর্থ-সামাজিক উত্তরণ	৩৩

সংযুক্তি

সংযুক্তি-১	শ্রমিক বাছাই ফরম	৩৫
সংযুক্তি-২	আর্থ-সামাজিক উপাত্ত ফরম	৩৬
সংযুক্তি-২ (১)	এলসিএস গ্রুপের চূড়ান্ত/অপেক্ষমান ১০ জনের তালিকা	৩৭
সংযুক্তি-৩ (ক)	এলজিইডি ও এলসিএস এর মধ্যে চুক্তিপত্র (গ্রামীণ অবকাঠামো)	৩৮
সংযুক্তি-৩ (খ)	এলজিইডি ও এলসিএস এর মধ্যে চুক্তিপত্র (পানি সম্পদ অবকাঠামো)	৪৩
সংযুক্তি-৪	এলসিএস সদস্যদের দৈনিক হাজিরা ফরম	৪৮

সংযুক্তি-৫ (ক)	নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ ফরম (গ্রামীণ অবকাঠামো)	৪৯
সংযুক্তি-৫ (খ)	নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ ফরম (পানি সম্পদ অবকাঠামো)	৫১
সংযুক্তি-৬	অগ্রিম অর্থ চাহিদা ফরম	৫২
সংযুক্তি-৭	অগ্রিম সমন্বয় ও চলমান কিস্তি/চূড়ান্ত বিল চাহিদা ফরম	৫৩
সংযুক্তি-৮	এলসিএস সদস্যদের পারিশ্রমিক পরিশোধ ফরম	৫৪
সংযুক্তি-৯	অগ্রগতি প্রতিবেদন ফরম	৫৫
সংযুক্তি-১০	সময় বর্ধনের আবেদন ফরম	৫৬
সংযুক্তি-১১ (ক)	মাটির কাজের (সড়ক) টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এবং নির্মাণ পদ্ধতি (গ্রামীণ অবকাঠামো)	৫৭
সংযুক্তি-১১ (খ)	মাটির কাজের (বাঁধ/কিল্লা/বসত-ভিটা) টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এবং নির্মাণ পদ্ধতি (পানি সম্পদ অবকাঠামো)	৫৯
সংযুক্তি-১১ (গ)	মাটির কাজের (খাল/পুকুর/বিল) টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এবং নির্মাণ পদ্ধতি (পানি সম্পদ অবকাঠামো)	৬১
সংযুক্তি-১২	মাটির সড়ক বা বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (গ্রামীণ/পানিসম্পদ অবকাঠামো)	৬২
সংযুক্তি-১৩	এলসিএস ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্থানীয় সরকার ও সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৬৪
সংযুক্তি-১৪	এলসিএস সদস্যদের বিল পরিশোধ এবং পারিশ্রমিক বিতরণ পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন (পানি সম্পদ অবকাঠামো)	৬৯
সংযুক্তি-১৫	এলসিএস সদস্য শ্রমিকের পরিচয় পত্র	৭১
সংযুক্তি-১৬	এলসিএস সদস্যের মজুরী পরিশোধ বিবরণী	৭২
সংযুক্তি-১৫	Key Documents	৭৩

অধ্যায়-১

লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (এলসিএস) এর পরিচিতি ও সাধারণ তথ্য

অধ্যায় ১: লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (এলসিএস) এর পরিচিতি ও সাধারণ তথ্য

১.১ ভূমিকা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে দেশের সার্বিক গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও হাট-বাজারসমূহের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ, ভূ-উপরিস্থ পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি কাজের জন্য সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ফসল মাড়াই ও মৎস্য চাষে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের খাদ্য উৎপাদনে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। এছাড়াও বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা, প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ/সংস্কার ইত্যাদির পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ ও সামাজিক উন্নয়নে এলজিইডি বিশেষ অবদান রাখছে। এ সকল প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এজন্য এলজিইডির কর্মকাণ্ডে শ্রম বিনিয়োগের সংগঠন হিসেবে লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (এলসিএস) বা 'চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল' গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পিপিআর-২০০৮ এর ৭৬ এর (৩) ধারা অনুসরণ করে এলসিএস দ্বারা কাজ সম্পাদন করা যাবে। উক্ত ধারা নিম্নরূপ-

"৭৬। সরাসরি চুক্তির প্রয়োগ।--

(৩) [দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্য সম্বলিত প্রকল্পের প্রকল্প দলিলে বা কর্মসূচীতে অথবা অন্য কোন অনুমোদিত প্রকল্প দলিল বা কর্মসূচীতে, সংস্থান থাকা সাপেক্ষে, প্রকল্পের বা কর্মসূচীর পরিচালন ম্যানুয়াল (operational manual) অনুসরণক্রমে প্রকল্পের বা কর্মসূচির সুবিধাভোগী সংগঠন, ভূমিহীন জনগোষ্ঠী অথবা গ্রামীণ সংগঠনের সহিত ক্রয়কারী সরাসরি চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রকল্প বা কর্মসূচী বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত ম্যানুয়াল অনুসরণে ক্ষুদ্র কার্য, আনুষঙ্গিক মালামাল অথবা সরাসরি শ্রম ক্রয় করিবে।] "

১.২ এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়নের লক্ষ্য

এলজিইডির মূল ধারা ও আওতাভুক্ত সকল প্রকল্পের অধীন এলসিএস কর্তৃক সম্পাদিতব্য কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সমন্বিত নীতিমালা কার্যকর করাই এ নির্দেশিকা প্রণয়নের লক্ষ্য। এলসিএস এর কর্মকাণ্ডের মধ্যে বেশিরভাগই মাটির কাজ (সড়ক ও বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/ সংস্কার, খাল খনন/পুনর্খনন, পুকুর পুনর্খনন, বিল পুনর্খনন, বসত-ভিটা উঁচুকরণ/কিল্লা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ শ্রমিকরা সাধারণত অদক্ষ বিধায় এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা সুষ্ঠুভাবে কাজ বাস্তবায়নে এলজিইডির মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহায়তা করবে। এ নির্দেশিকা এলসিএস সদস্যগণ কর্তৃক পদ্ধতিগতভাবে কাজ সম্পাদন, দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বীকরণ, তাদের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি, শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিষয়গত জ্ঞান লাভ ও সামাজিকভাবে সচেতন করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

১.৩ নির্দেশিকার ব্যবহার

১.৩.১ নির্মাণ কাজের প্রকার ও ব্যবস্থাপনাভেদে এ নির্দেশিকাতে গ্রামীণ অবকাঠামো এবং পানি সম্পদ বিষয়ক অবকাঠামো - এ দুটি মূল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রাম এলাকায় সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজ গ্রামীণ অবকাঠামো অধ্যায়ে এবং বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, খাল খনন/পুনর্খনন, পুকুর পুনর্খনন, বিল পুনর্খনন, বসত-ভিটা উঁচুকরণ, কিল্লা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, গ্রাম/সড়ক প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ছোট ছোট পাকা কাজের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ইত্যাদি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ বিষয়ক অবকাঠামো অধ্যায়ে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। নির্দেশিকার ব্যবহার, গ্রামীণ অবকাঠামো ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

১.৩.২ এলসিএস নির্দেশিকা ব্যবহারকারী হবেন মূলত এলজিইডির প্রকৌশলী, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যারা এলসিএস কর্তৃক অবকাঠামো বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। তাছাড়া, ইউনিয়ন পরিষদ, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)/বিল ব্যবহারকারী সংগঠন (বিইউজি)/প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি (এনআরএমসি) এবং এলসিএস সদস্যগণও এ নির্দেশিকা ব্যবহার ও অনুসরণ করতে পারবেন।

১.৪ এলসিএস এর উৎপত্তি

অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে দরিদ্র জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৮২-৮৩ সালে রুরাল ওয়ার্কস্ প্রোগ্রাম এর অধীন 'ইনটেনসিভ রুরাল ওয়ার্কস্ প্রোগ্রাম' (আই আর ডব্লিউ পি) এর আওতায় একটি গবেষণা কাজ পরিচালনা করা হয়। সাধারণভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে উন্নয়ন স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন করা হতো। গবেষণার প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা গেছে যে, স্থানীয় প্রভাবশালীদের সমন্বয়ে প্রকল্প কমিটি গঠিত হয়ে থাকে এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে উক্ত প্রকল্প কমিটি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করে থাকে। এ পদ্ধতিতে সাধারণত কাজের গুনগত মান ভাল হয় না। তদুপরি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রমভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৯৮৩/৮৪ সালে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন আই আর ডব্লিউ পি এর আওতায় বৃহত্তর ফরিদপুর ও রংপুর জেলায় এলসিএস এর মাধ্যমে প্রথম কাজ শুরু হয়।

১.৫ এলসিএস বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদল

বিশেষ করে অর্থনৈতিক ভাবে অসচ্ছল, প্রান্তিক ভূমিহীন এবং দুঃস্থ নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের সমন্বয়ে বা পৃথকভাবে এলসিএস গঠন করা হয়, যারা সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ সম্পন্ন করে থাকে, যেমন সড়ক ও বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, খাল খনন বা পুনর্খনন, পুকুর পুনর্খনন, বিল পুনর্খনন, বসত-ভিটা উঁচুকরণ, কিল্লা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ছোট ছোট পাকা কাজসহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, সড়ক মেরামত কাজ, এবং বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ইত্যাদি।

১.৬ এলসিএস এর লক্ষ্য

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করাই এলসিএস এর প্রধান লক্ষ্য। এজন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। স্কিম বাস্তবায়নে এলসিএস নিয়োগের উদ্দেশ্য হচ্ছে:

ক) স্কিম এলাকায় ভূমিহীন ও দুঃস্থ গরীবদের জন্য শ্রম বিনিয়োগ ও উপার্জন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি;

খ) মধ্যস্বত্বভোগী পরিহার করে শ্রমঘন কাজ যেমনঃ সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, খাল খনন/পুনর্খনন, পুকুর পুনর্খনন, বিল পুনর্খনন, বসত-ভিটা উঁচুকরণ, কিল্লা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, গ্রাম/সড়ক প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ছোট ছোট পাকা কাজসহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কাজে অসহায়/দুঃস্থ নারী/পুরুষের সরাসরি নিযুক্ত করে যথাযথ হারে পারিশ্রমিক প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

গ) শ্রম বিনিয়োগে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণ;

ঘ) সামাজিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অসহায়/দুঃস্থ নারী/পুরুষের সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ও স্বাবলম্বীকরণ।

১.৭ এলসিএস এর ধরণ/প্রকার

এলসিএস গঠনের পদ্ধতি এবং গ্রুপের কর্মীদের অংশগ্রহণ ভেদে বিভিন্নভাবে এলসিএস এর শ্রেণী বিন্যাস করা হয়ে থাকে। যেমনঃ

১.৭.১ আনুষ্ঠানিক ও উপ-আনুষ্ঠানিক এলসিএস

কোনো এলসিএস সংগঠিত হয়ে বিদ্যমান স্বেচ্ছাভিত্তিক বা বেসরকারি সংস্থায় নিবন্ধীকৃত হলে আনুষ্ঠানিক সংগঠনরূপে, অন্যথায় উপ-আনুষ্ঠানিক সংগঠন হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

১.৭.২ পুরুষ/নারী/ নারী-পুরুষ মিশ্র এলসিএস

কাজের ধরণ অনুযায়ী পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের পৃথকভাবে অথবা একত্রে এলসিএস গঠিত হলে সে অনুযায়ী এলসিএস এর নামকরণ করা হয়। উন্নয়ন কাজে নারীদের অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি প্রদান এবং হালকা ও ভারী কাজ সমন্বয় করে প্রকল্প বাস্তবায়নে পুরুষ ও নারীদের মজুরী সংক্রান্ত অসমতা দূর করার লক্ষ্যে মিশ্র এলসিএসকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

অধ্যায়-২

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ডে এলসিএস ব্যবস্থাপনা

অধ্যায়-২: গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ডে এলসিএস ব্যবস্থাপনা

২.১ এলসিএস এর কর্মপরিসর

সাধারণভাবে শ্রমঘন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ এলসিএস এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। এলসিএস এর দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্যান্য কাজে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

২.১.১ এলসিএস দ্বারা গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রসমূহ

গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণে এলসিএস দিয়ে নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ সম্পন্ন করা হবে:

- মাটির সড়ক ও ছোট আকারের পাকা সড়ক (যেমন: HBB/CC /Block) নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সংস্কার;
  ছোট ড্রেনেজ অবকাঠামো (যেমন: U-Drain)
  স্লোপ/ঢাল সুরক্ষা, ঘাস লাগানো ও পরিচর্যা;
- বাজার উন্নয়নের ছোট কাজ (বাজার সেড, আভ্যন্তরিন সড়ক, টয়লেট ব্লক, ড্রেইন ইত্যাদি);
- যাত্রী ছাউনী;
- বিল/খাল ও পুকুর পুনর্খনন;
- Off Pavement Maintenance;
- বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা।

২.১.২ এলসিএস নির্বাচন শর্ত

(ক) স্কিম এলাকায় বসবাসরত বেকার নারী ও পুরুষ যাদের আয়ের উৎস প্রধানত কায়িক শ্রম এবং বসতবাড়িসহ যাদের নিজস্ব জায়গার পরিমাণ ০.৫ একরের উর্ধ্বে নয়;

(খ) প্রাপ্তবয়স্ক (ন্যূনতম ১৮ বছর), জাতীয় পরিচয়পত্রধারী, শারীরিকভাবে উপযুক্ত কর্মক্ষম এবং কাজ করতে আগ্রহী;

(গ) এলসিএস সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে কোনো কর্মক্ষম ব্যক্তিকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা যাবে। তবে ৫৫ বছরের অধিক বয়সী ব্যক্তিকে এক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হবে।

যাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে:

(১) বিত্তহীন, দুঃস্থ ও পরিবার প্রধান নারী (বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা অথবা স্বামী কর্তৃক পরিত্যাক্তা অথবা পঙ্গু/কর্মহীন স্বামীর সাথে বসবাসকারী);

(২) স্কিম এলাকায় বসবাসকারী জাতীয় পরিচয়পত্রধারী বিত্তহীন বা দুঃস্থ নারী-পুরুষ;

(৩) বিদ্যমান বা পূর্ব-যোগ্যতাসম্পন্ন এলসিএস এর ক্ষেত্রে ওপরে বর্ণিত শর্ত (১) ও (২) অনুযায়ী উপযুক্ত হতে হবে;

(৪) প্রকল্প/কর্মসূচির সুবিধাভোগী সংগঠনের সদস্য।

মিশ্র এলসিএস-এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম নারী সদস্যের সংখ্যা/হার

প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রমের অনুমোদিত দলিলের সাথে সমন্বয়পূর্বক কাজের সুবিধার্থে ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিবেচনা সাপেক্ষে শুধু মাত্র নারী বা পুরুষ সদস্য অথবা নারী ও পুরুষ উভয়কে নিয়ে এলসিএস দল গঠন করতে হবে। তবে

নারী-পুরুষ উভয়ের সমন্বয়ে এলসিএস গঠন করতে হলে মোট সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম ৩৩% নারী হতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে কোনো এলাকায় নারী শ্রমিকের স্বল্পতার কারণে এই শর্ত শিথিলযোগ্য।

২.১.৩ এলসিএস গ্রুপের আকার

প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কাজের ধরণ, সময় সীমা ও শ্রমিকদের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে এলসিএস গ্রুপের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হবে। প্রকল্প দলিলের সাথে সংগতি রেখে গ্রুপের আকার নিম্নরূপ করা যেতে পারে:

ক্রমিক নং	কাজের ধরণ	গ্রুপের আনুমানিক শ্রমিক সংখ্যা
১।	মাটির সড়ক/বাঁধ নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ/সংস্কার	১৫-২৫
২।	ছোট পাকা সড়ক (HBB/BC/CC/Block) নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সংস্কার;	১৫-২৫
৩।	ছোট ড্রেনেজ (ইউ- ড্রেন) নির্মাণ	১৫-২০
৪।	স্লোপ/ঢাল সুরক্ষার কাজ	১৫-২০
৫।	গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন	১৫-২০
৬।	যাত্রী ছাউনী	১৫-২০
৭।	বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	১০-১৫
৮।	মাটির সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (Off Pavement) কাজ	প্রতি কিলোমিটারে একজন

নোট: মাটির সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্য়ার জন্য প্রতি কিলোমিটারে ১ জন নারী এলসিএস সদস্য কাজ করবে, যার নিয়োগের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩ বছর অথবা প্রকল্প/কর্মসূচির নির্দেশিকা মোতাবেক শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে। শুধুমাত্র যে সব সড়কে নতুন করে বৃক্ষরোপণ করা হবে, সে সব সড়কে প্রতি কিলোমিটারে ২ জন এলসিএস সদস্য বাৎসরিক চুক্তি ভিত্তিতে ১ বছরের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হবে।

২.১.৪ এলসিএস চুক্তির আর্থিক সীমা

বড় আকারের ও অধিকতর প্রযুক্তিগত কাজ ছাড়া অন্য সব ছোট কাজ ও উপরোল্লিখিত গ্রুপের সদস্য সংখ্যা বিবেচনায় রেখে এলসিএস চুক্তির আর্থিক সীমা নির্ধারিত হয়। উল্লিখিত শুষ্ক মৌসুমের ৩-৪ মাস সময়সীমার মধ্যে বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের আর্থিক সীমা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	কাজের ধরণ	আর্থিক সীমা (লক্ষ টাকায়)
১।	মাটির সড়ক/বাঁধ নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ/সংস্কার	২০.০০
২।	ছোট পাকা সড়ক (HBB/BC/CC/Block) নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সংস্কার;	৩০.০০
৩।	ছোট ড্রেনেজ (ইউ ড্রেন) নির্মাণ	২০.০০
৪।	স্লোপ/ঢাল সুরক্ষার কাজ	২০.০০
৫।	গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন	৩০.০০
৬।	যাত্রী ছাউনী	২০.০০
৭।	বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	হাজিরা ভিত্তিক
৮।	মাটির সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (Off Pavement) কাজ	হাজিরা ভিত্তিক

নোট:- প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য, পরিবিধান, সক্ষমতা ও ব্যাপ্তির আলোকে উল্লেখিত আর্থিক সীমা HOPE কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে সময়ের সাথে পরিবর্তন যোগ্য।

২.২ এলসিএস দল গঠন

ওপরে বর্ণিত এলসিএস নির্বাচন শর্ত অনুসারে স্কিম এলাকাধীন বেকার/দুঃস্থ নারী ও পুরুষের মধ্য থেকে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে এলসিএস দল গঠিত হবে।

দল গঠনের পর সদস্যদের মধ্য হতে প্রতিটি এলসিএস গ্রুপ ১ জন চেয়ারপারসন ও ১ জন সেক্রেটারি নির্বাচন করবে, যারা নিজেরা অবশ্যই কায়িক শ্রম দেবে। বিভিন্ন রকম দলিলপত্র তৈরি ও স্বাক্ষরের জন্য চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারির পড়া ও লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে। তারা এলসিএস-এর দৈনিক হাজিরা, সাইট অর্ডার বই, হিসাব খাতা ও অর্থ/চেক আদান প্রদান, ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন এবং এলসিএস সদস্যদের পারিশ্রমিক বিতরণ করবেন। এছাড়া অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং সকল এলসিএস সদস্যদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সঠিক সময়ে কাজে হাজির হওয়া ও দিনের পূর্ণ কর্মসময়ে নির্দেশনা মোতাবেক সদস্যদের কাজে নিযুক্ত থাকার নিশ্চয়তা বিধান করবেন। নারী ও পুরুষ সদস্য নিয়ে গঠিত মিশ্র এলসিএস-এর ক্ষেত্রে অন্তত একজন নারীকে চেয়ারপারসন অথবা সেক্রেটারি হিসেবে নির্বাচনের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

আদালত কর্তৃক আত্মসাতের দায়ে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত অথবা বিচারাধীন ব্যক্তি বা যার বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে অথবা পূর্বে চাকুরীতে থাকাকালীন হিসাব দাখিলে বা ঋণ খেলাপি কোনো ব্যক্তি এলসিএস এর চেয়ারপারসন বা সেক্রেটারি বা সদস্য হিসেবে নির্বাচনের জন্য যোগ্য হবেন না। নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজে নিজে অংশগ্রহণ করবেন না এমন কেউ এলসিএস চেয়ারপারসন বা সেক্রেটারি হতে পারবেন না।

২.২.১ এলসিএস গঠন প্রক্রিয়া

এলসিএস দল গঠনে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে-

- নির্মাণ কাজ ও এলসিএস নির্বাচন শর্ত সম্পর্কে কাজের এলাকায় ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে। এ প্রচার কাজের দায়িত্বে থাকবে এলজিইডির কমিউনিটি অর্গানাইজার বা প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী। তবে প্রচার কাজের সুবিধার্থে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে।

- এলজিইডির কমিউনিটি অর্গানাইজার/প্রকল্পের মাঠ কর্মকর্তা পূর্বে বর্ণিত এলসিএস সদস্য নির্বাচনের শর্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এলসিএস শ্রমিক নির্বাচন করবে। এ উদ্দেশ্যে সদস্য নির্বাচনের নিমিত্তে স্কিম সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত গ্রামসমূহ চিহ্নিত করে একটি তারিখ নির্ধারণ করতে হবে এবং উক্ত তারিখে ইউপি অফিসে বা পূর্ব নির্ধারিত স্থানে আগ্রহী ব্যক্তিদের আসার জন্য জানাতে হবে। উক্ত তারিখে আগ্রহী কর্মীদের প্রাথমিক এলসিএস গ্রুপের তালিকা **(সংযুক্তি-১)** প্রণয়ন করতে হবে। উক্ত তারিখে বা অন্য যে কোনো নির্ধারিত তারিখে তাদের আর্থ-সামাজিক উপাত্ত **(সংযুক্তি-২** অনুসারে**)-এর** একটি ইনভেন্টরি প্রণয়ন করতে হবে। প্রকল্পে নিয়োজিত মাঠ কর্মকর্তা/কমিউনিটি অর্গানাইজার সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে তৈরিকৃত ইনভেন্টরি বাড়ি-বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে এর সত্যতা যাচাই করবেন।

- এলজিইডির কমিউনিটি অর্গানাইজার/প্রকল্পের মাঠ কর্মকর্তা প্রাথমিক তালিকা, যাচাইকৃত আর্থ-সামাজিক উপাত্তের ভিত্তিতে নির্বাচনী শর্ত অনুসারে একটি চূড়ান্ত **[সংযুক্তি-২(১)] তালিকা এবং** অবশিষ্ট ১০ (দশ) জনের অপেক্ষমান তালিকা প্রণয়ন করে এলজিইডির সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করবেন।

- এলসিএস বাছাই চূড়ান্ত করার পর উপজেলা প্রকৌশলী তালিকাটি সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করবেন এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে একটি অনুলিপি প্রদান করবেন।
- সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে এলসিএস তালিকাটি অনুমোদন করবেন।
- এলসিএস বাছাই চূড়ান্ত করার পর যদি স্থানীয় পর্যায়ে কোনো অভিযোগ থাকে তা অভিযোগ পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে অবহিত করতে হবে। অভিযোগ প্রাপ্তির পর নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্পের/কর্মসূচির জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা বিস্তারিত তদন্তের মাধ্যমে ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করবেন।

২.২.২ এলসিএস গ্রুপের সদস্য পরিবর্তন

যদি কোনো কারণে এলসিএস গ্রুপের কোনো এক বা একাধিক সদস্য এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় বা অন্য কোনো কাজে নিয়োজিত হয়, সেক্ষেত্রে এলসিএস গ্রুপে নতুন সদস্য নির্বাচন করে কাজ চালাতে পারবে। তবে পুরানো এলসিএস সদস্যদের হাজিরা ও পারিশ্রমিক তৎকালীন সম্পন্ন কাজের হিসাব চূড়ান্ত করে পরিশোধ করতে হবে। এলসিএস গ্রুপ প্রয়োজনে অপেক্ষমান তালিকা থেকে নতুন সদস্য নির্বাচন করবে।

২.২.৩ এলসিএস গ্রুপ পরিবর্তন

এলসিএস গ্রুপের কাজে অনুপস্থিতি বা কাজের অগ্রগতি ও গুণগতমান সন্তোষজনক না হলে উপজেলা প্রকৌশলীর সুপারিশক্রমে চুক্তি সম্পাদনকারী কর্মকর্তা উক্ত গঠিত গ্রুপ বাতিল ঘোষণা করতে পারবেন। এক্ষেত্রে তিনি চলমান কাজের পরিমাপ করে তাদের হাজিরার বিপরীতে প্রাপ্য মজুরী পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। প্রাপ্য মজুরী পরিশোধের পরে তিনি উক্ত কাজ সুসম্পন্নের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী পদ্ধতিতে নতুন গ্রুপ গঠন করে কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২.২.৪ নিবন্ধন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ

এলসিএস গ্রুপ গঠনের তথ্য প্রচার, শর্তাবলী, বাছাই প্রক্রিয়া, প্রাথিমিক তালিকা, আর্থ-সামাজিক তথ্য, উপযুক্ত সদস্য নির্বাচন পদ্ধতির নিবন্ধন হতে আরম্ভ করে চূড়ান্ত তালিকার রেকর্ড প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কমিউনিটি অর্গানাইজার সংরক্ষণ করবেন।

২.২.৫ এলসিএস চুক্তি সম্পাদন পদ্ধতি

- অবকাঠামো নির্মাণের জন্য স্কিম অনুমোদনের পর এলজিইডির ও এলসিএস-এর মধ্যে প্রচলিত নিয়মে নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। গ্রামীণ অবকাঠামোর চুক্তির নমুনা **সংযুক্তি-৩(ক)** তে দেওয়া হয়েছে। একই কাজে একাধিক এলসিএস থাকলে প্রতিটি এলসিএস এর সাথে আলাদা চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।
- একই সময়ে কোনো এলসিএস-কে দুটি চুক্তির কাজ দেওয়া যাবে না। তবে প্রথম চুক্তির অধীন নির্মাণ কাজ সফলতার সাথে সম্পন্ন হওয়ার পরে দ্বিতীয় চুক্তিতে কাজ দেওয়া যেতে পারে, যদি তা নির্মাণ মৌসুমে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।
- সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কাজে নিয়োজিত এলসিএসকে প্রতি বছর ১ জুলাই এর মধ্যে প্রচলিত নিয়মে নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে। ৩ বছর পর নতুন এলসিএস নিয়োগ করতে হবে।

২.২.৬ স্কিমের প্রাক্কলন

স্কিম চিহ্নিত হওয়ার পর তা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করার পূর্বে এলজিইডির প্রচলিত নিয়মে প্রাক্কলন তৈরি করতে হবে। এজন্য উপযুক্ত কারিগরী কর্মকর্তা কর্তৃক জরীপকৃত তথ্যের ভিত্তিতে কাজের পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক এলজিইডির বিদ্যমান 'সিডিউল অব রেট' অনুসরণপূর্বক প্রাক্কলন তৈরি করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। প্রাক্কলন তৈরির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল আইটেম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়া সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, ল্যাট্রিন স্থাপন, সাইনবোর্ড তৈরি ও স্থাপন, ইত্যাদি আইটেম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী (First Aid Box) প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এলসিএসকে সরবরাহকৃত ও নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যে সকল আইটেম ফেরতযোগ্য, কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর তা অবশ্যই এলজিইডি অফিসে ফেরত দিতে হবে। কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা সম্পন্ন করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। স্কিমের আকার বড় হলে তা একাধিক অংশে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যেন তা এলসিএস এর আর্থিক সীমার মধ্যে থাকে।

২.২.৭ সাইনবোর্ড

- চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রতিটি এলসিএস গ্রুপকে তাদের কর্মস্থলে কাজের বিবরণ সম্বলিত একটি সাইনবোর্ড টাঙাতে হবে। সাইনবোর্ড এর আকার ১১০০ মিঃমিঃ × ৭০০ মিঃমিঃ হবে।
- সাইনবোর্ডের একটি নমুনা নিচে দেয়া হলো:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্পের নাম	:				
স্কিমের নাম	:				
কাজের ধরণ	:				
কাজের অবস্থান	:				
এলসিএস চুক্তি নম্বর	:		চুক্তি মূল্য (ভ্যাট ও আইটি সহ)	:	
চেয়ারপারসনের নাম	:		সেক্রেটারির নাম	:	
কাজ আরম্ভ করার তারিখ	:		কাজ সমাপ্ত করার তারিখ	:	
কাজের যে কোনো তথ্যের জন্য যোগাযোগ	:	উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তর, ... উপজেলা জেলা: .... ।			

২.৩ এলসিএস প্রশিক্ষণ

২.৩.১ এলসিএস গ্রুপ/সদস্যগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে কাজ আরম্ভ করার পূর্বে প্রকল্প বা কর্মসূচির বাস্তবায়ন নির্দেশিকা মোতাবেক এলসিএস সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অগ্রাধিকার পাবে:

- সামাজিক সচেতনতা এবং নারী ও পুরুষের সমঅধিকার;
- নেতৃত্ব ও দল গঠন;
- এলসিএস ব্যবস্থাপনা (প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়সহ);
- কারিগরি ও ব্যবহারিক বিষয়;
- স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান সংক্রান্ত;
- কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কীত।

২.৩.২ উপজেলা প্রকৌশলী বা প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও কমিউনিটি অর্গানাইজার রিসোর্স পার্সন হিসেবে কারিগরি ও নিয়মনীতি সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানে অংশগ্রহণ করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্পের কর্মকর্তা বা জেলা সোসিওলজিস্ট/সোসিও-ইকোনমিস্ট সামাজিক বিষয়ে রিসোর্স পারসন হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। উপজেলা প্রকৌশলী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রতিটি এলসিএস এর জন্য প্রশিক্ষণসূচি তৈরি করবেন। উপজেলা প্রকৌশলী এলসিএস প্রশিক্ষণসূচি অনুমোদন ও অর্থায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালক/নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট পেশ করবেন।

২.৩.৩ এলসিএস প্রশিক্ষণ নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলীর ওপর ভিত্তি করে সম্পন্ন করতে হবে:

- প্রশিক্ষণ স্থান স্কিম এলাকায় নির্বাচন করতে হবে (ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, বিদ্যালয়/সমিতির অফিস/ক্লাব যদি থাকে);
- সকল এলসিএস সদস্যকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে;
- প্রতি প্রশিক্ষণ ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ এর বেশি হবে না;
- প্রশিক্ষণের মেয়াদ সাধারণত কারিগরি ও সামাজিক বিষয়ে ২ দিন এবং বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা বিষয়ে ১ দিন হবে;
- অপেক্ষমান তালিকা হতে কোনো শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা হলে তাকে অন-জব প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

২.৪ কার্যাদেশ

এলজিইডি ও এলসিএস এর মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নির্বাহী প্রকৌশলী/উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক কার্যাদেশ (কাজ বাস্তবায়নের শর্তাবলীসহ) না দেওয়া পর্যন্ত এলসিএস কাজ শুরু করতে পারবে না। এলসিএস প্রশিক্ষণ শেষে কার্যাদেশ দিতে হবে, যাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সাথে সাথে প্রতিটি এলসিএস একযোগে কাজ শুরু করতে পারে।

২.৫ বাস্তবায়ন

২.৫.১ প্রস্তাবিত সম্পূর্ণ কাজ অনুমোদিত ডিজাইন, নকশা ও নির্ধারিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। কাজের মান নিশ্চিত করতে এলসিএসকে পুরোপুরিভাবে নির্ধারিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন, নির্মাণ পদ্ধতি এবং কর্ম পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হবে। নির্ধারিত কয়েকটি কাজের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও নির্মাণ পদ্ধতি নিম্নবর্ণিত সংযুক্তিতে দেয়া হলো:

সংযুক্তি-১১ (ক) : মাটির কাজের (সড়ক) টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও নির্মাণ পদ্ধতি;

সংযুক্তি-১১ (খ) : মাটির কাজের (বাঁধ) টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও নির্মাণ পদ্ধতি;

সংযুক্তি-১২ : মাটির সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও নির্মাণ পদ্ধতি।

২.৫.২ সাধারণ মাটির কাজের ক্ষেত্রে চুক্তি এমনভাবে করতে হবে যেন চুক্তির অধীনে কাজ একই শুষ্ক মৌসুমে শেষ করা যায়। নির্ধারিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন বা গ্রহণযোগ্য না হলে, পারিশ্রমিক বাবদ পাওনা অর্থ পরিশোধের জন্য অনুমোদন দেওয়া যাবে না। এরূপ ক্ষেত্রে এলসিএস অগ্রিম বা কিস্তিতে নেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে। বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া কাজের সময়সীমা বর্ধিত করা যাবে না।

২.৫.৩ শুধুমাত্র সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে বছর ব্যাপী এলসিএসকে কাজ করতে হবে। বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং বৃক্ষসম্পদ বণ্টন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল এর নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়াল দ্রষ্টব্য।

২.৫.৪ নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহের ক্ষেত্রে এলসিএস গ্রুপ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী/প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সহায়তা চাইতে পারে। বিশেষতঃ স্কিমের জন্য সম্ভাব্য মালামাল ক্রয়ে আইটেম অনুযায়ী মালামালের পরিমাণের তালিকা প্রস্তুত করা, মালামাল ক্রয় করা, পরিবহণ করা, গুদামজাত করা এবং এর পাহারা, ব্যাংক হিসাব খোলা, সরবরাহকারীদের পাওনা পরিশোধ করা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি তৈরি করা ইত্যাদি কার্যক্রমে উপজেলা প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী এলসিএস গ্রুপকে সহায়তা করবেন। সরবরাহকারী কর্তৃক কর্মক্ষেত্রে যথার্থ মানসম্পন্ন মালামাল সরবরাহ শেষে (Laboratory পরীক্ষা সাপেক্ষে) নগদ অথবা সরবরাহকৃত মালামালের মূল্য ২ (দুই) লক্ষ টাকার অধিক হলে চেকের মাধ্যমে বিক্রেতার ব্যাংক একাউন্টে প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এলসিএস গ্রুপ কর্তৃক মালামাল গ্রহণ ও অন্যান্য হিসাব নিকাশ রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে।

২.৫.৫ এলসিএস কাজে বড়, ছোট বা বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতী/সরঞ্জাম ব্যবহারের প্রয়োজন হলে উপজেলা প্রকৌশলী/প্রকল্পের কর্মকর্তা এলসিএস গ্রুপকে প্রয়োজনীয় নির্মাণ যন্ত্রপাতী/সরঞ্জাম সরবরাহ করবে, যার ভাড়া অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী এলসিএস বহন করবে।

২.৬ বাস্তবায়নে সতর্কতা

নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন কালে সতর্কতা হিসেবে নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে:

২.৬.১ চুক্তির শর্ত অনুসারে শুধুমাত্র তালিকাভুক্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক কাজ করতে পারবে। তালিকা বহির্ভুত কোনো শ্রমিককে কাজ করতে অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে অসুস্থতার কারণে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের নিকট আত্মীয়কে বদলী শ্রমিক হিসেবে সর্বাধিক এক সপ্তাহের জন্য কাজ করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নারী শ্রমিকের বদলী হিসেবে নারী শ্রমিক এবং পুরুষ শ্রমিকের বদলী হিসেবে পুরুষ শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয়।

২.৬.২ চুক্তির অধীন প্রাপ্ত কাজের অংশ বা সেকশন অন্য কোনো দল বা উপদলকে দেওয়ার জন্য কোনো রকম চুক্তি করা যাবে না।

২.৬.৩ এলসিএস সদস্যদের মধ্যে কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে কমিউনিটি অর্গানাইজার/ প্রকল্পের কর্মকর্তা তা নিরসনের পদক্ষেপ নেবেন। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রকৌশলী সহায়তা প্রদান করবেন।

২.৬.৪ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজে এলসিএসকে সব সময় 'এলজিইডি' লেখা পতাকা ও ওয়েজ বোর্ড ব্যবহার করতে হবে।

২.৬.৫ স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যাতে এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারিকে প্রভাবিত করে এলসিএস এর কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং ন্যায্য পাওনা হতে বঞ্চিত করতে না পারে সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

২.৭ কাজ তদারকি

কাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মান বজায় রাখার জন্য সার্বক্ষণিক কাজের তদারকির ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে:

২.৭.১ উপজেলা প্রকৌশলী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে সার্বিক তদারকির দায়িত্বে থাকবেন। এলসিএস কাজ তদারকীর জন্য উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কার্যসহকারী ও কমিউনিটি অর্গানাইজারের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব ভাগ করে দিবেন যাতে করে নির্দিষ্ট এলসিএস দলের কার্যাবলীর জন্য নির্দিষ্ট কর্মকর্তার জবাবদিহিতা থাকে।

২.৭.২ স্কিম বাস্তবায়নকালে কমিউনিটি অর্গানাইজার, প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী এলসিএস সদস্যদের উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিতকরণে এবং তাদের সামাজিক সমস্যা সমাধানে প্রত্যেকেই সহযোগিতা প্রদান করবেন।

২.৭.৩ এলসিএসকে মানসম্মত এবং নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করতে হবে যাতে যথাসময়ে সদস্যরা তাদের পারিশ্রমিক বাবদ পাওনা অর্থ পায়।

২.৭.৪ কমিউনিটি অর্গানাইজার, প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী উভয়ে হাজিরা বইতে এলসিএস সদস্যদের উপস্থিতি নিরীক্ষা করবেন **(সংযুক্তি-৪)** ।

২.৭.৫ এলজিইডির মাঠ পর্যায়ের কারিগরি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও প্রকল্পে নিয়োজিত প্রতিনিধি সমন্বিতভাবে এলসিএস কর্তৃক সম্পাদিত কাজের মান পরীক্ষা করবেন।

২.৮ মাননিয়ন্ত্রণ

উপজেলা প্রকৌশলী/ উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী এলজিইডির ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান দ্বারা ল্যাব টেস্ট করণে সহায়তা করবেন। চুক্তি নথি এবং এলজিইডির কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়েলের পরীক্ষা ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী তারা মালামাল ও কাজের বিভিন্ন ধাপে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করবেন। ল্যাব টেস্টের ফলাফল সন্তোষজনক হলে তদারকি কর্মকর্তা কাজের বিল প্রদানের সুপারিশ করবেন। অন্যথায় কাজগুলি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সংশোধন করতঃ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা নিবেন। তদারকি কর্মকর্তা প্রয়োজনে Scheduled ফ্রিকোয়েন্সির অতিরিক্ত টেস্ট করাতে পারবেন। তবে সেই টেস্টের ফি কোনো ক্রমেই এলসিএস পরিশোধ করবে না। এই পরীক্ষাগুলি জেলা পরীক্ষাগার সম্পন্ন করবেন।

২.৯ সাইট অর্ডার বই

প্রতি গ্রুপে অভিযোগ/কাজ বাস্তবায়ন সুপারিশ লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি চালু করতে সাইট অর্ডার বই সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে কাজের মান নিয়ন্ত্রণে অন্যরাও অংশীদার হতে পারেন।

২.১০ পরিমাপ

২.১০.১ এলসিএস কর্তৃক যাবতীয় কাজ শুরু করার পূর্বে চুক্তি অনুযায়ী পরিমাপ নেয়ার জন্য উপজেলা প্রকৌশলী, এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারির উপস্থিতিতে সার্ভেয়ার অথবা উপ-সহকারী প্রকৌশলী প্রি-ওয়ার্ক জরীপ সম্পন্ন করবেন। অনুরূপভাবে, কাজ সম্পাদনের পর পোষ্ট-ওয়ার্ক জরীপ সম্পন্ন করে কাজের পরিমাপ নির্ণয় করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই এলসিএস এর চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারিকে উপস্থিত থাকতে হবে এবং মাপ বইতে তাদের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

২.১০.২ কাজ সমাপ্তির নোটিশ জারীর পর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পোষ্ট-ওয়ার্ক জরীপ কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কাজের পরিমাণ নির্ণয় করে বিল তৈরির ব্যবস্থা নিতে হবে।

২.১১ ব্যাংক হিসাব (একাউন্ট)

প্রতিটি এলসিএস এর নামে একটি ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হবে, সম্ভব হলে যে ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের একাউন্ট আছে সেই একই ব্যাংকে, যাতে এলসিএস এর পাওনা অর্থ উপজেলা প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী দ্রুত স্থানান্তর করতে পারেন। এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারি যৌথভাবে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করবেন এবং এলসিএস সদস্যদের পাওনা ও মালামাল ক্রয়ের অর্থ পরিশোধের টাকা উত্তোলন করবেন। টাকা উত্তোলনের সময় ব্যাংকে অবশ্যই আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে। সকল সদস্যের পাওনা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ ও স্বল্প সময়ের (মাসের ১ম সপ্তাহে) মধ্যে পরিশোধে সংশ্লিষ্ট অফিস কার্যকরী ব্যবস্থা নিবেন।

২.১২ বিল পরিশোধ

চুক্তি মোতাবেক সম্পাদিত কাজের পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে এলজিইডির কর্মকর্তাকে কাজের বিল প্রস্তুত করতে হবে। কাজের বিল হতে যথারীতি ভ্যাট ও আইটি কর্তন করার পর অবশিষ্ট অর্থ এলসিএসকে প্রদান করতে হবে এবং কর্তনকৃত অর্থ ভ্যাট ও আইটি খাতে ট্রেজারীতে জমা দিতে হবে। এ ছাড়া এলজিইডির পরীক্ষাগারে ও মাঠ পর্যায়ে যে সকল মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা এলজিইডি কর্তৃক সম্পাদিত হবে সে বাবদ নির্ধারিত হারে বিল হতে অর্থ কর্তন করতে হবে এবং কর্তনকৃত অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত খাতে জমা দিতে হবে।

সাধারণ মাটির ও অন্যান্য পাকা কাজ হতে মাটির সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (Off Pavement), বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কাজগুলি কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির, যেখানে মাটির সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও রোপণকৃত গাছগুলি পরিচর্যার জন জন্য প্রতি কিলোমিটারে ১ (এক) জন শ্রমিক/কেয়ারটেকার নিয়োগ দিতে হবে। তাদের দৈনিক হাজিরা হিসাব করে মাসিক বেতন প্রদান করা হবে। তবে ভবিষ্যতে তাদের আয়বর্ধনমূলক কাজে উৎসাহিত করার জন্য তাদের মাসিক বেতন বা পারিশ্রমিকের ৩০-৪০% অথবা প্রকল্প/কর্মসূচির দলিল মোতাবেক অর্থ সঞ্চয় হিসেবে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকবে, যাতে নিয়োগের মেয়াদ শেষে তারা উক্ত সঞ্চয়কৃত অর্থ অন্য যে কোনো আয়বর্ধনমূলক কাজে বিনিয়োগ করতে পারেন।

২.১২.১ কাজের মজুরী ভিত্তিক বিল প্রদান পদ্ধতি

প্রতি এলসিএস এর পাওনা অর্থ সর্বোচ্চ ৪ (চার) কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে। প্রথম কিস্তির টাকা মোট চুক্তিমূল্যের ২৫% (এক চতুর্থাংশ) হবে, যা অগ্রিম হিসেবে প্রদান করতে হবে। এ অর্থ নির্মাণ সমাগ্রী, যন্ত্রপাতি (কোদাল, ঝুড়ি ইত্যাদি) ক্রয় ছাড়াও খোরাকি প্রদানে ব্যবহৃত হবে। সমুদয় অর্থের কিস্তি নিম্নলিখিত ভাবে পরিশোধ করতে হবে :

কিস্তি	মোট অর্থ পরিশোধের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিত সম্পাদিত নূন্যতম কাজের পরিমাণ	মন্তব্য
প্রথম (অগ্রিম)	২৫%	অগ্রিম	চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিতের পর ও প্রশিক্ষণের পূর্বে।
দ্বিতীয়	৫০%	৩০%	চাহিদাপত্র দাখিলের ৫ কর্মদিবসের মধ্যে
তৃতীয়	৭৫%	৭০%	চাহিদাপত্র দাখিলের ৫ কর্মদিবসের মধ্যে
চতুর্থ ও চূড়ান্ত	১০০%	১০০%	কাজ সমাপ্তির প্রত্যয়ন প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে।

সমস্ত বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রকল্পের কর্মকর্তা ও এলজিইডির উপ-সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রত্যয়িত হতে হবে, যা উপজেলা প্রকৌশলী এলসিএস এর গ্রুপ একাউন্টে পরিশোধ করবেন। এক্ষেত্রে কাজের মান পর্যবেক্ষণের জন্য ল্যাব টেস্ট ফি ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। তবে নির্বাহী প্রকৌশলীর প্রত্যয়ন সাপেক্ষে জামানত কর্তন ছাড়া চূড়ান্ত বিলের মোট চুক্তির ১০০% পরিশোধ করতে হবে।

যে সকল চুক্তিতে নির্মাণ সামগ্রী এলসিএস কর্তৃক ক্রয়ের বিধান থাকবে সেক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রীর মোট মূল্যের সর্বোচ্চ ৫০% অর্থ প্রথম কিস্তিতে এলসিএস এর একাউন্টে দেওয়া যায়। তবে শর্ত থাকে যে, উপজেলা প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে উক্ত টাকা এলসিএস সরাসরি সরবরাহকারীর একাউন্টে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করবে।

২.১২.২ প্রথম কিস্তির টাকা উত্তোলনের জন্য "অগ্রিম অর্থ চাহিদা ফরম" (**সংযুক্তি-৬**) পূরণ করতে হবে। পরবর্তী কিস্তির টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিল চাহিদা ফরম (**সংযুক্তি-৭**) পূরণ করতে হবে। পাওনা অর্থ/চেক এলসিএস চেয়ারপারসন/সেক্রেটারির নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

২.১২.৩ চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ পরিশোধের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারি সমন্বয়ে যৌথভাবে পোষ্টওয়ার্ক জরীপ সম্পন্ন করে সম্পাদিত কাজের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করতে হবে। এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারির স্বাক্ষরে প্রস্তুতকৃত বিল জমা দিতে হবে। এলজিইডির কর্মকর্তা চূড়ান্ত বিল প্রত্যয়ন করবেন। যৌথ পোষ্ট-ওয়ার্ক জরীপ সমাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

২.১৩ পারিশ্রমিক বণ্টন

২.১৩.১ এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারিসহ প্রত্যেক এলসিএস সদস্য মাটির কাজে অংশগ্রহণ করবে। এলসিএস এর পাওনা সম্পাদিত কাজের ভিত্তিতে প্রদেয় হবে। নারী ও পুরুষ সকল সদস্য সমানভাবে পারিশ্রমিক বাবদ অর্থ প্রতি পূর্ণদিবস কাজের জন্য খোরাকি ভাতা হিসেবে দলগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পাবেন। কোনো অবস্থায় কাজ করা ব্যতিরেকে এলসিএস চেয়ারপারসন বা সেক্রেটারি বা অন্য কোনো সদস্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবেন না। এ নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এলসিএস সেক্রেটারি নির্ধারিত ফরম (**সংযুক্তি-৪**) মোতাবেক একটি দৈনিক হাজিরা রেজিষ্টার পূরণ করবেন এবং এ রেজিষ্টার অনুসারে 'পারিশ্রমিক পরিশোধ ফরমে (**সংযুক্তি-৮**)' স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন। এলসিএস সদস্যদের চূড়ান্ত কিস্তি পরিশোধের সময় হাল নাগাদ হাজিরা ও খোরাকি বাবদ গৃহীত অর্থ সমন্বয় করতে হবে। গ্রুপ একাউন্ট থেকে সদস্যদের পারিশ্রমিক পরিশোধ পাক্ষিক ভিত্তিক হবে।

এলসিএস সদস্যদের পরিশোধিত অর্থ যাতে কোনো তৃতীয় পক্ষ হস্তগত করতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সকল সদস্যকে নগদ, বিকাশ, রকেট, ব্যাংক বা এ ধরনের সুবিধাজনক হিসাব খোলার ব্যবস্থা নিতে হবে। অর্থ পরিশোধের সুবিধার জন্য সকল সদস্যকে একই ধরনের হিসাব খোলার জন্য পরামর্শ দিতে হবে।

২.১৩.২ এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারি যে কোনো অফিস বা ইউনিয়ন পরিষদ/ উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় প্রাঙ্গণে এলসিএস সদস্যদের পাওনা অর্থ বণ্টন করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যসহকারী/কমিউনিটি অর্গানাইজার/উপ-সহকারী প্রকৌশলী এলসিএস সদস্যদের মধ্যে অর্থ পরিশোধ সশরীরে উপস্থিত থেকে নিশ্চিত করবেন এবং সদস্যদের পারিশ্রমিক পরিশোধ ফরমে পরিশোধ প্রত্যয়নমূলক স্বাক্ষর করবেন।

২.১৩.৩ এলসিএস এর কাজ পরিদর্শনকালে এলজিইডি ও প্রকল্পের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এলসিএস কর্তৃক সম্পাদিত প্রতিটি কাজের ভিত্তিতে অর্থ পরিশোধ/বণ্টন সংক্রান্ত রেকর্ড পরীক্ষা করে যথাযথ হারে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত করবেন। নারী ও পুরুষ সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রদানে কোনো বৈষম্য হয়েছে কি-না সেটাও তারা পরীক্ষা করে দেখবেন।

২.১৪ পরিবীক্ষণ

কাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মান বজায় রাখার জন্য সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে:

২.১৪.১ উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কার্য-সহকারী, কমিউনিটি অর্গানাইজার বা প্রকল্প কর্মকর্তা সক্রিয়ভাবে এলসিএস কর্তৃক সম্পাদিত কাজের মান পরিবীক্ষণ করবেন।

২.১৪.২ প্রস্তাবিত নকশা বা ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক মাটির কাজে কোনো রকম অনিয়ম বা ব্যতিক্রম হলে তা 'নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ ফরম' এ **(সংযুক্তি-৫ (ক)** লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং নির্মাণ কাজে নিয়োজিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী অথবা তার অনুপস্থিতিতে উপজেলা প্রকৌশলীর নির্বাচিত প্রতিনিধি এই দায়িত্ব পালন করবেন।

২.১৪.৩ এলসিএস ও নির্মাণ কাজের বিভিন্ন তথ্যাদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং যাচাই-বাছাই করে নির্ধারিত ফরম 'অগ্রগতি প্রতিবেদন ফরম' **(সংযুক্তি-৯)** উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন, যিনি পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কাজের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা, গুণগত মান ও অগ্রগতি পর্যালোচনাসহ বিভিন্ন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা (যদি প্রয়োজন হয়) নিতে হবে।

২.১৪.৪ কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে এলসিএস এর সাথে আলোচনা করতে হবে, যাতে তারা তাদের সম্পাদিত কাজের মান সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং কিভাবে কাজের মান উন্নয়ন ও যথাসময়ে সম্পন্ন করা যায়, তা নির্ণয় ও সমাধান করতে পারে।

২.১৪.৫ প্রকল্প/কর্মসূচির নির্দেশিকায় বর্ণিত উপযুক্ত এলসিএস সদস্য নির্বাচন এবং সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্বের স্বচ্ছতার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত সদস্যের মাধ্যমে এলসিএস গঠনে কোনো অস্বচ্ছতা অথবা বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ কোনোভাবেই কাম্য নয়। এ জাতীয় অস্বচ্ছতার কারণে প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোনো ধরনের অদক্ষতা বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে এলসিএস গঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, জেলা পর্যায়ের প্রকল্প/কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও এলসিএস চুক্তি অনুমোদনকারী কর্মকর্তা এবং এলসিএস একাউন্টে অর্থছাড়কারী কর্তৃপক্ষের সংশ্লেষ অনুযায়ী দায় নির্ধারণ করা হবে।

২.১৫ প্রতিবেদন

এলজিইডির কমিউনিটি অর্গানাইজার/প্রকল্পের মাঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী এলসিএস কর্তৃক সম্পাদিত সকল কাজের ওপর প্রাথমিক মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকৌশলী উক্ত প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই করে কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি করে 'অগ্রগতি প্রতিবেদন ফরম' **(সংযুক্তি-৯)** সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করবেন। প্রতি মাসের শেষে উপজেলা প্রকৌশলীর মাসিক প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে জেলা ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে নির্বাহী প্রকৌশলী পরবর্তী মাসের **১ম** সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন।

২.১৬ কাজের সময় বর্ধন

কোনো কাজ শেষ করার জন্য এলসিএসকে যুক্তিসংগত সময় দিতে হবে। তবে কোনো কারণে কাজ শেষ না হলে অতিরিক্ত সময় দিতে হবে। এর পিছনে বৈধ যৌক্তিক কারণসহ এলসিএস গ্রুপ সময় বর্ধনের জন্য **(সংযুক্তি-১০)** আবেদন করতে পারবে। উপজেলা প্রকৌশলী কারণগুলি যৌক্তিক, ন্যায়সঙ্গত হলে সময় বর্ধনের অনুরোধটি অনুমোদনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীর বরাবরে প্রেরণ করবেন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী তা অনুমোদন করবেন।

২.১৭ ব্যয় প্রাক্কলনের পরিবর্তন (Variation)

যদি কোনো এলসিএস কাজে প্রাক্কলন পরিবর্তন (Variation) আদেশের প্রয়োজন হয় তবে তা নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে পরামর্শ করে উপজেলা প্রকৌশলী ভেরিয়েশন প্রাক্কলন প্রস্তুত করে কাজের সময় শেষের আগেই অনুমোদন করাবেন। এক্ষেত্রে প্রাক্কলনের পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রস্তুতপূর্বক নির্বাহী প্রকৌশলীর সুপারিশসহ প্রকল্প পরিচালক/এলজিইডির সদর দপ্তরে প্রেরণ করলে প্রকিউরিং সত্ত্বার প্রধান (HOPE) তা অনুমোদন করবেন।

২.১৮ অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত এলসিএস কাজ

এলসিএস এর অর্থ প্রদেয় কোনো সম্পন্ন বা অসম্পন্ন কাজ যদি কোনো অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার জন্য এলসিএস দায়ী হবে না। এ জাতীয় পরিস্থিতির জটিলতা এড়াতে প্রতিদিন এলসিএস কাজের প্রমাণ হিসেবে স্থির চিত্র ধারণ করতে হবে এবং আনুমানিক কাজের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সাইট অর্ডার বইতে অথবা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে উপজেলা প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীর সুপারিশমতে প্রকল্প পরিচালক পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করবেন এবং সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবেন। পরবর্তীতে প্রকল্প পরিচালকের নির্দেশনা মোতাবেক এলসিএস দ্বারা সমাপ্ত কাজের বিল প্রাপ্ত হবে।

২.১৯ বাধ্যতামূলক সঞ্চয়

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কাজে নিয়োজিত এলসিএস নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় বিধায় তাদেরকে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ব্যবস্থার মধ্যে আনতে হবে। সে লক্ষ্যে নিয়োগ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যেই স্থানীয় সংঘবদ্ধ এলসিএস শ্রমিকদের প্রত্যেক সদস্যের নামে সুবিধাজনক এবং কাছাকাছি তফশীলভুক্ত ব্যাংকে পৃথক পৃথক সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিচয়দানকারী হিসেবে ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে স্বাক্ষর করবে। তাছাড়া উক্ত সঞ্চয়ী হিসাব হতে উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত নির্দেশনা ছাড়া কোনো অর্থ উত্তোলন করা যাবে না মর্মে বিশেষ আদেশ প্রদান করতে হবে। প্রতি মাসে বেতন প্রাপ্তির সময় মাসিক পারিশ্রমিকের ৩০-৪০% অথবা প্রকল্প/কর্মসূচির দলিল মোতাবেক অর্থ ওপরে বর্ণিত ব্যাংকে খোলা সংশ্লিষ্ট কর্মীর সঞ্চয়ী হিসাবে জমা দিতে হবে। নিয়োগ চুক্তি শেষে এ অর্থ এক সংগে উত্তোলন করা যাবে যা সদস্যগণ তাদের সুবিধামতো আয়-বর্দ্ধক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করবেন, যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারেন। অন্যান্য কর্মকাণ্ডে জড়িত এলসিএস সদস্যদের সঞ্চয়ের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করতে হবে, যাতে তারা পরবর্তীতে উক্ত অর্থ দলীয়/ব্যক্তিগতভাবে আয় বর্দ্ধক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন।

২.২০ কর্মক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা

কর্মক্ষেত্রে এলসিএস শ্রমিকদের জন্য নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে:

২.২০.১ সুপেয় পানির ব্যবস্থা

নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন কালে প্রয়োজনে এলসিএস শ্রমিক যাতে পানি পান করতে পারে সেজন্য প্রতিটি এলসিএস নিজেরা কর্মক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করবে। এ বাবদ প্রয়োজনীয় ব্যয় প্রকল্পের প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২.২০.২ ল্যাট্রিন

প্রতিটি এলসিএস এর কর্মক্ষেত্রে স্থানান্তরযোগ্য ব্যবহার উপযোগী ল্যাট্রিন থাকতে হবে। প্রতি এলসিএস ১টি ল্যাট্রিন তৈরি করবে। নারী ও পুরুষ মিশ্রিত এলসিএসদের ক্ষেত্রে দুটি পৃথক ল্যাট্রিন থাকতে হবে -১টি নারী ও অন্যটি পুরুষদের জন্য, এমনকি যদি তাদের সংখ্যা ২৫ জনেরও কম হয়। এ বাবদ প্রয়োজনীয় ব্যয় প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এলসিএস নিজেরাই ল্যাট্রিন নির্মাণ করবেন।

২.২১ দায়িত্ব ও কর্তব্য

এলসিএস ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্থানীয় সরকার ও সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দকে **সংযুক্তি-১২** মোতাবেক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে।

২.২২ এলসিএস এর আর্থ-সামাজিক উত্তরণ

২.২২.১ এলসিএসকে একটি সংগঠন হিসাবে স্থায়ীরূপ দিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। অভিজ্ঞতা ও সফলতার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে এলসিএসকে নিবন্ধন করা যাবে এবং উত্তরোত্তর কাজের পরিধি বৃদ্ধি করে অধিকতর কাজের সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে একটি ডাটা বেস (Data Base) তৈরি করতে হবে।

২.২২.২ লেন্থ পারসন পদ্ধতিতে গঠিত এলসিএস সদস্যদের তিন বছরের জন্য নিয়মিত নিয়োগ ও বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা আছে বিধায় তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়কৃত অর্থে নতুন আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নির্দেশনা দিতে হবে এবং নির্দেশনা অনুযায়ী এলসিএস সদস্য কর্তৃক গৃহীত আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজের অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করতে হবে। ৩ (তিন) দিনের এ প্রশিক্ষণে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

- আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ভূমিহীন বেকারদের অবস্থান ও অংশগ্রহণ;
- এলাকার সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এসব থেকে প্রাপ্তিযোগ্য সুযোগ-সুবিধার খবর;
- সামাজিক উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ;
- নারীদের অবস্থান নির্ণয়সহ সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও নিরসণ করার পন্থা;
- পারিবারিক আইন সম্পর্কে ধারণা;
- পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব;
- স্বাস্থ্য ও দূষণমুক্ত পরিবেশের সুফল;
- আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা;
- কাজ শেষে প্রাপ্ত আবশ্যিক সঞ্চয় দিয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম।

অধ্যায়-৩

পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ডে এলসিএস ব্যবস্থাপনা

অধ্যায়-৩: পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ডে এলসিএস ব্যবস্থাপনা

৩.১ ভূমিকা

৩.১.১ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হলো স্থিতিশীল কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস। এ লক্ষ্য অর্জনে একটি টেকসই অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প/কর্মসূচির মূল কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এ পদ্ধতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে উপ-প্রকল্প এলাকায় শ্রম বিনিয়োগ ও সরকারি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.১.২ উপ-প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীর দরিদ্র অংশ যেন সরাসরি উপকৃত হতে পারে সে জন্য শ্রম বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদল বা লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (এলসিএস)-এর মাধ্যমে সংগঠিত করে প্রতিটি উপ-প্রকল্পের মাটির কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। মাটির কাজ কায়িক শ্রমের পাশাপাশি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাবে এবং এলজিইডির রেইট সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে। কাজ শুরুর পূর্বে, চলাকালীন সময়ে এবং কাজ শেষ হওয়ার পর প্রমাণক হিসাবে ছবি তুলে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩.২ এলসিএস দ্বারা পানি সম্পদ অবকাঠমো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সংস্কার/মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ

৩.২.১ প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সংস্কার/মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এলসিএস নিম্নবর্ণিত কাজ সম্পন্ন করতে পারবে:

- বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ
- খাল/নালা খনন/পুনর্খনন বা পলি অপসারণ
- বিল/বদ্ধ নদী খনন/পুনর্খনন/সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ
- পুকুর খনন/পুনর্খনন/সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ
- বসত-ভিটা উঁচুকরণ/কিল্লা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ
- বাঁধ/খালের ধারে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা
- অবকাঠামো মেরামত/সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ (গেট মেরামত, রাবারসিল পরিবর্তন, শ্যাফট ও হয়েস্ট মেরামত, গেটের স্কিন প্লেট পরিবর্তন, গেজ মার্কিং ও রং করাসহ পানি নিয়ন্ত্রক গেট ও গেট সংশ্লিষ্ট যাবতীয় মেরামত, ব্লক নির্মাণ/স্থাপন/পুনর্স্থাপন, ছোট ছোট পাকা কাজ ইত্যাদি) ।

৩.৩ এলসিএস সদস্য নির্বাচন শর্ত

৩.৩.১ নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহের ভিত্তিতে এলসিএস সদস্য নির্বাচন করতে হবে:

(ক) স্কিম এলাকায় বসবাসরত বেকার নারী ও পুরুষ যাদের আয়ের উৎস প্রধানতঃ কায়িক শ্রম এবং বসতবাড়ীসহ যাদের নিজস্ব জায়গার পরিমাণ ০.৫ একরের উর্ধ্বে নয়;

(খ) প্রাপ্তবয়স্ক (ন্যূনতম ১৮ বছর), জাতীয় পরিচয়পত্রধারী, শারীরিকভাবে উপযুক্ত কর্মক্ষম এবং কাজ করতে আগ্রহী;

(গ) এলসিএস সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে কোনো কর্মক্ষম ব্যক্তিকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা যাবে। তবে ৫৫ বছরের অধিক বয়সী ব্যক্তিকে এক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হবে।

৩.৩.২ যাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে :

(১) উপ-প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত বেকার ও দরিদ্র নারী ও পুরুষ যাদের আয়ের উৎস প্রধানতঃ কায়িক শ্রম;

(২) বিত্তহীন, দুঃস্থ নারী (বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা অথবা স্বামী কর্তৃক পরিত্যাক্তা অথবা পঙ্গু/কর্মহীন স্বামীর সাথে বসবাসকারী);

(৩) বিদ্যমান এলসিএস, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) ও বিল ইউজার গ্রুপ (বিইউজি) এর সদস্যদেও ক্ষেত্রে ওপরে বর্ণিত শর্ত (১) ও (২) অনুযায়ী উপযুক্ত হতে হবে;

(৪) প্রকল্প/কর্মসূচীর সুবিধাভোগী সংগঠনের সদস্য।

মিশ্র এলসিএস-এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম নারী সদস্যের সংখ্যা/হার

প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রমের অনুমোদিত দলিলের সাথে সমন্বয় পূর্বক কাজের সুবিধার্থে ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিবেচনা সাপেক্ষে শুধু মাত্র নারী বা পুরুষ সদস্য অথবা নারী ও পুরুষ উভয়কে নিয়ে এলসিএস দল গঠন করতে হবে। তবে নারী-পুরুষ উভয়ের সমন্বয়ে এলসিএস গঠন করতে হলে মোট সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম ৩৩% নারী হতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে কোনো এলাকায় নারী শ্রমিকের স্বল্পতার দরুন এই শর্ত শিথিলযোগ্য।

৩.৪ এলসিএস এর আকার

প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য, কাজের ধরণ, সময় সীমা ও শ্রমিকদের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে এলসিএস গ্রুপের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হবে। প্রকল্প দলিলের সাথে সংগতি রেখে গ্রুপের আকার নিম্নরূপ করা যেতে পারে:

ক্রমিক নং	কাজের ধরণ	গ্রুপের আনুমানিক শ্রমিক সংখ্যা
১।	মাটির বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ	১৫-২৫
২।	খাল/নালা খনন/পুনর্খনন/সংস্কার বা পলি অপসারণ	১৫-২৫
৩।	বিল/বদ্ধ নদী খনন/পুনর্খনন/সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ	১৫-২৫
৪।	পুকুর খনন/পুনর্খনন/সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ	১৫-২৫
৫।	বসত-ভিটা উঁচুকরণ/কিল্লা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	১৫-২৫
৬।	বাঁধ/খালের ধারে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	১০-১৫
৭।	অবকাঠামো মেরামত/সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ (গেট মেরামত, রাবারসিল পরিবর্তন, শ্যাফট ও হয়েস্ট মেরামত, গেটের স্কিন প্লেট পরিবর্তন, গেজ মার্কিং ও রং করাসহ পানি নিয়ন্ত্রক গেট ও গেট সংশ্লিষ্ট যাবতীয় মেরামত, ব্লক নির্মাণ/স্থাপন/পুনর্স্থাপন, ছোট ছোট পাকা কাজ, ইত্যাদি) ।	১০-১৫

বিঃদ্রঃ (১) রোপণকৃত বৃক্ষ পরিচর্যার ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারে ১ জন নারী এলসিএস সদস্য কাজ করবে, যার নিয়োগের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩ বছর অথবা প্রকল্প/কর্মসূচির নির্দেশিকা মোতাবেক নিয়োগ করতে হবে। শুধুমাত্র খালের পাড়ে বা বাঁধে নতুন করে বৃক্ষরোপণ করার ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারে ২ জন এলসিএস সদস্য বছর ভিত্তিতে ১ বছরের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হবে। এছাড়াও পানি সম্পদ অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকায় অনুসৃত বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৩.৫ এলসিএস চুক্তির আর্থিক সীমা

বড় আকারের ও অধিকতর প্রযুক্তিনির্ভর কাজ ছাড়া অন্য সব ছোট কাজ ও ওপরোল্লিখিত গ্রুপের সদস্য সংখ্যা বিবেচনায় রেখে এলসিএস চুক্তির আর্থিক সীমা নির্ধারিত হয়। উল্লেখিত শুষ্ক মৌসুমের ৩-৪ মাস সময়সীমার মধ্যে বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের আর্থিক সীমা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	কাজের ধরণ	আর্থিক সীমা (লক্ষ টাকায়)
১।	ক) মাটির বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	২০.০০
	খ) মাটির বাঁধ সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ	১০.০০
২।	ক) খাল/নালা খনন/পুনর্খনন	২০.০০
	খ) খাল/নালা সংস্কার বা পলি অপসারণ	১০.০০
৩।	ক) বিল/বদ্ধ নদী খনন/পুর্নখনন	২০.০০
	খ) বিল/বদ্ধ নদী সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ	১০.০০
৪।	ক) পুকুর খনন/পুনর্খনন	২০.০০
	খ) পুকুর সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ	১০.০০
৫।	বসত-ভিটা উঁচুকরণ/কিল্লা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	২০.০০
৬।	বৃক্ষরোপণ	১০.০০
৭।	রোপণকৃত বৃক্ষ পরিচর্যা	হাজিরা ভিত্তিক
৮।	প্রতিটি উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো মেরামত/সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ (গেট মেরামত, রাবারসিল পরিবর্তন, শ্যাফট ও হয়েস্ট মেরামত, গেটের স্কিন প্লেট পরিবর্তন, গেজ মার্কিং ও রং করাসহ পানি নিয়ন্ত্রক গেট ও গেট সংশ্লিষ্ট যাবতীয় মেরামত, ব্লক নির্মাণ/স্থাপন/পুনর্স্থাপন, ছোট ছোট পাকা কাজ, ইত্যাদি) ।	৫.০০

নোট: প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য, পরিবিধান সক্ষমতা ও ব্যাপ্তির আলোকে উক্ত আর্থিক সীমা HOPE কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে সময়ের সাথে পরিবর্তন যোগ্য। এছাড়াও পানি সম্পদ অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকায় অনুসৃত বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৩.৬ এলসিএস গঠন

- ওপরে বর্ণিত এলসিএস নির্বাচন শর্ত অনুসারে বেকার/দুঃস্থ নারী ও পুরুষদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে এলসিএস গঠিত হবে। উপ-প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী জনগণ বা পাবসস সদস্যদের সাথে আলোচনা করে এলসিএস গঠন করতে হবে। এলসিএস গঠনের জন্য কর্মসূচি প্রণয়নে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে :

- বাঁধ, বসত-ভিটা /কিল্লা অথবা বিল, পুকুর, নালা/খালের স্থান
- বাঁধ বা নালা/খালের দৈর্ঘ্য
- বসত-ভিটা/কিল্লা অথবা বিল/পুকুরের ক্ষেত্রফল/আয়তন

- বাঁধ বা নালা/খালের মাটির কাজের পরিমাণ (ঘনমিটার)
- বসত-ভিটা/কিল্লা অথবা বিল/পুকুরের মাটির কাজের পরিমাণ (ঘনমিটার)
- কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)।

- এলসিএস অন্তর্ভুক্তির জন্য পাবসস/ প্রকল্প বা কর্মসূচির সুবিধাভোগী সংগঠন এর সাথে আলোচনা ও দলীয় সভা করে 'শ্রমিক বাছাই ফরম **(সংযুক্তি-১)**' অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। যদি বাছাই ফরমে দেওয়া তথ্য নির্বাচন শর্তসমূহের পরিপন্থি হয় তাহলে তালিকাভুক্ত সদস্যদের নাম বাদ দিতে হবে। কাজের ধরণের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি এলসিএস এর সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। কাজের সুবিধার্থে ও সংশ্লিষ্ট বিষয় বিবেচনা সাপেক্ষে শুধুমাত্র নারী সদস্য বা শুধুমাত্র পুরুষ সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে অথবা সম্মিলিতভাবে অর্থাৎ নারী ও পুরুষ সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে।

- দল গঠনের পর প্রতিটি এলসিএস দল একজন চেয়ারপারসন ও একজন সেক্রেটারি নির্বাচন করবে যারা নিজেরাও অবশ্যই কাজের শ্রমিক হবেন। বিভিন্ন রকম দলিলপত্র তৈরি ও সংরক্ষণ, হিসাব সংরক্ষণ এবং স্বাক্ষরের জন্য চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারির পড়া ও লেখার যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়। তারা অর্থ/চেক আদান প্রদান, ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন এবং এলসিএস সদস্যদের পারিশ্রমিক বিতরণের দায়িত্বে থাকবেন। নারী ও পুরুষ সদস্য নিয়ে গঠিত সম্মিলিত এলসিএস এর ক্ষেত্রে সদস্যদের অন্ততঃ একজন নারীকে চেয়ারপারসন অথবা সেক্রেটারি হিসেবে নির্বাচনের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

- এছাড়া অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট নথিপত্র তারা সংরক্ষণ করবেন এবং সকল এলসিএস সদস্যদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সঠিক সময়ে কাজে হাজির হওয়া ও দিনের পূর্ণ কর্ম সময়ে নির্দেশনা মোতাবেক সদস্যদের কাজে নিযুক্ত থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করবেন। নারী ও পুরুষ সদস্য নিয়ে গঠিত মিশ্র এলসিএস-এর ক্ষেত্রে অন্তত একজন নারীকে চেয়ারপারসন অথবা সেক্রেটারি হিসেবে নির্বাচনের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

- আদালত কর্তৃক আত্মসাতের দায়ে দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত, অথবা বিচারাধীন ব্যক্তি অথবা যার বিরুদ্ধে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে অথবা পূর্বে চাকুরীতে থাকাকালীন হিসাব দাখিলে খেলাপি কোনো ব্যক্তি এলসিএস এর চেয়ারপারসন বা সেক্রেটারি হিসেবে নির্বাচনের জন্য যোগ্য হবেন না। মাটি কাটার কাজে নিজে অংশগ্রহণ করবে না এরকম কেউ এলসিএস চেয়ারপারসন বা সেক্রেটারি হতে পারবেন না।

৩.৬.১ এলসিএস গঠন প্রক্রিয়া

এলসিএস গঠন প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:

- নির্বাচিত অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ ও এলসিএস নির্বাচন শর্ত সম্পর্কে উপ-প্রকল্প এলাকায় ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে। এ প্রচার কাজের দায়িত্বে থাকবেন এলজিইডির কমিউনিটি অর্গানাইজার বা প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী। প্রচার কাজের সুবিধার্থে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি এ কাজে সহায়তা করবেন।

- এলজিইডির কমিউনিটি অর্গানাইজার/ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/সোসিওলজিস্ট পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় শ্রমিক বাছাই ফরম ব্যবহার করে উপ-প্রকল্প এলাকায় সকল অসহায়/দুঃস্থ মানুষের গণনা সম্পন্ন করবে। এ ব্যাপারে পূর্বে প্রস্তুতকৃত খানা তালিকা থেকে সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

- প্রাপ্ত প্রাথমিক তালিকা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় কমিউনিটি অর্গানাইজার/ফ্যাসিলিটেটর/সোসিওলজিস্ট এলসিএস সদস্য নির্বাচন শর্ত অনুসারে একটি তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং তা পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট পেশ করবেন যা পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি তাঁদের কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করবেন। পাবসস চেয়ারপারসন বা সেক্রেটারি কার্যবিবরণীর অনুলিপিসহ তালিকাটি এলজিইডির সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীকে প্রেরণ করবেন।

- এলসিএস নির্বাচন চূড়ান্ত করার পর উপজেলা প্রকৌশলী চূড়ান্ত তালিকাটির একটি অনুলিপি সভার কার্যবিবরণীসহ নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবেন এবং পাবসস চেয়ারপারসন ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে একটি করে অনুলিপি প্রদান করবেন। সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে এলসিএস তালিকাটি অনুমোদন করবেন।

- এলসিএস বাছাই চূড়ান্ত করার পর যদি স্থানীয় পর্যায়ে কোনো অভিযোগ থাকে তা অভিযোগ পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে অবহিত করতে হবে। অভিযোগ প্রাপ্তির পর নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্পের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা বিস্তারিত তদন্তের মাধ্যমে ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করবেন।

৩.৬.২ এলসিএস গ্রুপের সদস্য পরিবর্তন

যদি কোনো কারণে এলসিএস গ্রুপের কোনো এক বা একাধিক সদস্য এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় বা অন্য কোনো কাজে নিয়োজিত হয়, সেক্ষেত্রে এলসিএস গ্রুপে নতুন সদস্য নির্বাচন করে কাজ চালাতে পারবে। তবে পুরানো এলসিএস সদস্যদের হাজিরা ও পারিশ্রমিক তৎকালীন সম্পন্ন কাজের হিসাব চূড়ান্ত করে পরিশোধ করতে হবে। এলসিএস গ্রুপ প্রয়োজনে অপেক্ষমান তালিকা থেকে নতুন সদস্য নির্বাচন করবে।

৩.৬.৩ এলসিএস গ্রুপ পরিবর্তন

এলসিএস গ্রুপের কাজে অনুপস্থিতি বা কাজের অগ্রগতি ও গুনগতমান সন্তোষজনক না হলে উপজেলা প্রকৌশলীর সুপারিশক্রমে চুক্তি সম্পাদনকারী কর্মকর্তা উক্ত গঠিত গ্রুপ বাতিল ঘোষণা করতে পারবেন। এক্ষেত্রে তিনি চলমান কাজের পরিমাপ করে তাদের হাজিরার বিপরীতে প্রাপ্য মজুরী পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। প্রাপ্য মজুরী পরিশোধের পরে তিনি উক্ত কাজ সুসম্পন্যের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী পদ্ধতিতে নতুন গ্রুপ গঠন করে কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩.৬.৪ নিবন্ধন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ

এলসিএস গ্রুপ গঠনের তথ্য প্রচার, শর্তাবলী, বাছাই প্রক্রিয়া, প্রাথিমিক তালিকা, আর্থ-সামাজিক তথ্য, উপযুক্ত সদস্য নির্বাচন পদ্ধতির নিবন্ধন হতে আরম্ভ করে চূড়ান্ত তালিকার রেকর্ড প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কমিউনিটি অর্গানাইজার সংরক্ষণ করবেন।

৩.৬.৫ এলসিএস চুক্তি সম্পাদন পদ্ধতি

- অবকাঠামো (বাঁধ/বসত-ভিটা/কিল্লা/খাল/নালা/বিল/পুকুর/) খনন/পুনর্খনন বা নির্মাণের জন্য উপ-প্রকল্প/স্কিম অনুমোদনের পর **সংযুক্তি-৩ (খ)** অনুসারে এলজিইডি ও এলসিএস এর মধ্যে প্রচলিত নিয়মে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।
- একই সময়ে কোনো এলসিএসকে দুটি চুক্তির মাটির কাজ দেওয়া যাবে না। তবে, প্রথম চুক্তির অধীন মাটির কাজ সফলতার সাথে সম্পন্ন হওয়ার পরে দ্বিতীয় চুক্তিতে মাটির কাজ দেওয়া যেতে পারে, যদি তা একই নির্মাণ মৌসুমে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।
- বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কাজে নিয়োজিত এলসিএসকে প্রতি বছর ১ জুলাই এর মধ্যে প্রচলিত নিয়মে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে। ৩ বছর পর নতুন এলসিএস নিয়োগ করতে হবে।

৩.৭ স্কিমের প্রাক্কলন

উপ-প্রকল্প চিহ্নিত হওয়ার পর তা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করার পূর্বে এলজিইডির প্রচলিত নিয়মে প্রাক্কলন তৈরি করতে হবে। এজন্য উপযুক্ত কারিগরী কর্মকর্তা কর্তৃক জরীপকৃত তথ্যের ভিত্তিতে কাজের পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক এলজিইডির বিদ্যমান 'সিডিউল অব রেট' অনুসরণপূর্বক প্রাক্কলন তৈরি করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। প্রাক্কলন তৈরির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল আইটেম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়া সুপেয় পানির ব্যবস্থাসহ ল্যাট্রিন স্থাপন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী (First Aid Box), সাইনবোর্ড তৈরি ও স্থাপন, ঝুড়ি, কোদাল, দুরমুজ ইত্যাদি প্রয়োজসীয় আইটেম প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এলসিএসকে সরবরাহকৃত ও নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যে সকল আইটেম ফেরতযোগ্য, কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর তা অবশ্যই এলজিইডি অফিসে ফেরত দিতে হবে। কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা করা প্রয়োজন, তার ব্যয় পৃতক আইটেম হিসেবে প্রাক্কলনে অন্তভুক্ত করতে হবে, যাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। স্কিমের আকার বড় হলে তা একাধিক অংশে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যেন তা এলসিএস এর আর্থিক সীমার মধ্যে থাকে।

উল্লেখ্য মাটির কাজের ক্ষেত্রে মোট প্রাক্কলিত পরিমানের (ভলিউম) ৭০% যান্ত্রিক ভাবে ও ৩০% এলসিএস দ্বারা বাস্তবায়ন করার প্রবিধান রাখতে হবে অথবা প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুসরণক্রমে মাটির কাজের প্রাক্কলন তৈরি করা যেতে পারে।

৩.৮ সাইনবোর্ড

- চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রতিটি এলসিএস তাদের কাজের বর্ণনাসহ কর্মস্থলে একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করবে। সাইনবোর্ড এর আকার ১১০০ মিলিমিটার × ৭০০ মিলিমিটার হবে।
- সাইনবোর্ডের একটি নমুনা নিচে দেয়া হলো:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

<table>
<tr><td>প্রকল্পের নাম</td><td>:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>উপ-প্রকল্পের নাম</td><td>:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>কাজের নাম/ধরন</td><td>:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>কাজের অবস্থান</td><td>:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>এলসিএস/চুক্তি নম্বর</td><td>:</td><td></td><td>চুক্তি মূল্য
(ভ্যাট ও আইটি সহ)</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>চেয়ারপারসনের নাম</td><td>:</td><td></td><td>সেক্রেটারির নাম</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>কাজ আরম্ভ করার তারিখ</td><td>:</td><td></td><td>কাজ সমাপ্ত করার তারিখ</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">কাজের যে কোনো তথ্যের জন্য যোগাযোগ</td><td colspan="3">: উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর, ... উপজেলা, জেলা ....।</td></tr>
</table>

৩.৯ এলসিএস প্রশিক্ষণ

৩.৯.১ কাজ আরম্ভ করার পূর্বে এলসিএস সদস্যদের প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন নির্দেশিকা মোতাবেক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত বিষয় অগ্রাধিকার পাবে:

- সামাজিক সচেতনতা এবং নারী-পুরুষের সম-অধিকার;
- নেতৃত্ব ও দল গঠন;
- এলসিএস ব্যবস্থাপনা (প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়সহ);
- কারিগরি ও ব্যবহারিক বিষয়;
- স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান সংক্রান্ত;
- কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কীত।

৩.৯.২ উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিও-ইকোনমিষ্ট, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কার্যসহকারী, কমিউনিটি অর্গানাইজার ও ফ্যাসিলিটেটর এলসিএস প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবেন। প্রশিক্ষণের পূর্বে, সহকারী প্রকৌশলী ও কমিউনিটি অর্গানাইজারকে নিয়ে উপজেলা প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ফ্যাসিলিটেটর প্রতি উপ-প্রকল্পের এলসিএস এর জন্য প্রশিক্ষণসূচি তৈরি করবেন। উপজেলা প্রকৌশলী এলসিএস প্রশিক্ষণসূচি নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট অনুমোদন ও অর্থায়নের জন্য পেশ করবেন। এলসিএস প্রশিক্ষণ নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলীর ওপর ভিত্তি করে সম্পন্ন করতে হবে:

- প্রশিক্ষণ স্থান যথাসম্ভব উপ-প্রকল্প এলাকায় নির্বাচন করতে হবে (ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স/ভবন, বিদ্যালয়/ সমিতির অফিস/ক্লাব ঘর যদি থাকে);
- প্রতিটি এলসিএস সদস্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন;
- প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে;
- পাবসস প্রতিনিধি (নির্মাণ পর্যবেক্ষণে জড়িত) কমপক্ষে একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করবে;
- এলজিইডি কর্তৃক নির্ধারিত রেটে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ ভাতা ও এলজিইডি প্রশিক্ষকগণ সম্মানী পাবেন;
- প্রশিক্ষণ মেয়াদ হবে কমপক্ষে দুই দিন হবে। প্রশিক্ষণের প্রথম দিনের জন্য বাজেট তৈরি করতে হবে এবং এদিনের প্রশিক্ষণ হবে মূলতঃ তাত্ত্বিক;
- এলসিএস দলের কাজ শুরুর প্রথম দিনই হবে প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিন। প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিনকে কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিনের জন্য কোনো বাজেট তৈরি করা যাবে না।
- প্রশিক্ষণ শেষে এলজিইডির কমিউনিটি অর্গানাইজার বা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপজেলা প্রকৌশলীর মাধ্যমে জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয়ে (পিএমও) দাখিল করবেন।
- অপেক্ষমান তালিকা হতে কোনো শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা হলে তাকে অন-জব প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৩.১০ কার্যাদেশ

এলজিইডি ও এলসিএস এর মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের পর নির্বাহী প্রকৌশলী/উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক কার্যাদেশ (কাজ শুরু শর্তাবলীসহ) না দেওয়া পর্যন্ত এলসিএস কাজ শুরু করতে পারবে না। কার্যাদেশ যথাসম্ভব এলসিএস প্রশিক্ষণের আগেই দিতে হবে যাতে প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিন কাজ শুরু করার প্রথম দিন হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩.১১ বাস্তবায়ন

৩.১১.১ সম্পূর্ণ কাজ অনুমোদিত নকশা, ডিজাইন ও নির্ধারিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। কাজের মান নিশ্চিত করতে এলসিএস পুরোপুরিভাবে নির্ধারিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন, নির্মাণ পদ্ধতি এবং কর্ম পরিকল্পনা অনুসরণ করবে। মাটির কাজের (বাঁধ/খাল/নদী/বিল/পুকুর/বসত-ভিটা/কিল্লা ইত্যাদি) নির্ধারিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও নির্মাণ পদ্ধতি **সংযুক্তি-১১ খ ও গ** এ দেয়া হয়েছে।

৩.১১.২ সাধারণ মাটির কাজের চুক্তি এমনভাবে করতে হবে যেন চুক্তির অধীনে মাটির কাজ একই শুষ্ক মৌসুমে শেষ করা যায়। নির্ধারিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন বা গ্রহণযোগ্য না হলে, পারিশ্রমিক বাবদ পাওনা অর্থ পরিশোধের জন্য অনুমোদন দেওয়া যাবে না। এরূপ ক্ষেত্রে এলসিএস অগ্রিম বা কিস্তিতে নেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে। তবে কাজে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে যথাসম্ভব কাজ চলমান অবস্থায় এলসিএসকে অবহিত করতে হবে।

৩.১১.৩ কোনো এলসিএস এর সাথে চুক্তি বাতিলের পর এলসিএস নির্বাচন কমিটির আহবায়ক হিসেবে উপজেলা প্রকৌশলী অনতিবিলম্বে অপসারিত এলসিএস এর স্থলে নতুন এলসিএস গঠনের উদ্যোগ নেবেন।

৩.১১.৪ মাটির কাজের ক্ষেত্রে মোট প্রাক্কলিত পরিমানের (ভলিউম) ৭০% যান্ত্রিক ভাবে ও ৩০% এলসিএস দ্বারা বাস্তবায়ন করার প্রবিধান রাখতে হবে অথবা প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুসরণক্রমে মাটির কাজ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৩.১১.৫ খাল হতে কর্তনকৃত মাটি খালের পাড়ে নিরাপদ দূরত্বে (জায়গা পাওয়া সাপেক্ষে) রাখতে হবে। তবে কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান (যেমনঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মসজিদ , মন্দির, কলেজ ইত্যাদি) এর চাহিদার ভিত্তিতে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবং উপজেলা প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমতি সাপেক্ষে কর্তনকৃত মাটি স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের নিজ খরচে নেওয়ার অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। তবে কোনো অবস্থাতেই খননকৃত মাটি বিক্রি করা যাবে না।

৩.১২ বাস্তবায়নে সতর্কতা

নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন কালে সতর্কতা হিসেবে নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবেঃ

৩.১২.১ চুক্তির শর্ত অনুসারে শুধুমাত্র তালিকাভুক্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক কাজ করতে পারবেন। তালিকা বহির্ভূত কোনো শ্রমিককে কাজ করতে অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে অসুস্থতার কারণে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের নিকট আত্মীয়কে বদলী শ্রমিক হিসেবে সর্বাধিক এক সপ্তাহের জন্য কাজ করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নারী শ্রমিকের বদলী হিসেবে নারী শ্রমিক এবং পুরুষ শ্রমিকের বদলী হিসেবে পুরুষ শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয়।

৩.১২.২ চুক্তির অধীন প্রাপ্ত কাজের অংশ বা সেকশন অন্য কোনো দল বা উপদলকে দেওয়ার জন্য কোনো রকম চুক্তি করা যাবে না।

৩.১২.৩ এলসিএস সদস্যদের মধ্যে কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে কমিউনিটি অর্গানাইজার/ প্রকল্পের কর্মকর্তা বা পাবসস তা নিরসণের পদক্ষেপ নেবেন। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। অন্যথায় উপজেলা দ্বন্দ্ব নিরসণ কমিটি [ক্ষেত্র বিশেষে বাংলাদেশ সরকারের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস)]-এর মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।

৩.১২.৪ বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে এলসিএসকে সব সময় 'এলজিইডি' লেখা পতাকা ও ওয়েজ বোর্ড ব্যবহার করতে হবে।

৩.১২.৫ স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যাতে এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারিকে প্রভাবিত করে এলসিএস এর কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং ন্যায্য পাওনা হতে বঞ্চিত করতে না পারে সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

৩.১৩ কাজ তদারকি

৩.১৩.১ উপজেলা প্রকৌশলী সার্বিকভাবে মাটির কাজ তদারকি ও মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকবেন। তবে উপজেলা প্রকৌশলী উপ-প্রকল্পের এলসিএস কাজের তদারকীর জন্য কার্যসহকারী, কমিউনিটি অর্গানাইজার, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও উপজেলা সহকারী প্রকৌশলীর মধ্যে তদারকির জন্য নির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব ভাগ করে দিবেন যাতে নির্দিষ্ট এলসিএস দলের কার্যাবলীর জন্য নির্দিষ্ট কর্মকর্তার জবাবদিহিতা থাকে।

৩.১৩.২ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কমিউনিটি অর্গানাইজার ও এনজিও ফ্যাসিলিটেটর উভয়ে পাবসস-এর সাথে সমন্বিতভাবে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিতকরণে এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা প্রদানের দায়িত্বে থাকবেন। উভয়ে এলসিএসকে

মানসম্মত কাজ করতে এবং নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করবেন যাতে করে যথাসময়ে সদস্যরা তাদের পারিশ্রমিক বাবদ পাওনা অর্থ পায়। কমিউনিটি অর্গানাইজার ও এনজিও ফ্যাসিলিটেটর উভয়ে হাজিরা বহিতে এলসিএস সদস্যদের উপস্থিতির রেকর্ড নিরীক্ষা করবেন **(সংযুক্তি-৪)**।

৩.১৩.৩ প্রতি উপ-প্রকল্পে **পর্যবেক্ষণ** পদ্ধতি চালু করতে হবে যেন পাবসস মান নিয়ন্ত্রণে অংশীদার হতে পারে। সোসিওলজিস্ট/সোসিও-ইকোনমিস্ট, কমিউনিটি অর্গানাইজার ও ফ্যাসিলিটেটর সক্রিয়ভাবে এলসিএস কর্তৃক সম্পাদিত কাজের মান পরিবীক্ষণ করবেন এবং উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগত মান স্থানীয়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য পাবসস এবং ইউনিয়ন পরিষদ সমন্বয়ে 'উপ-প্রকল্প নির্মাণ পর্যবেক্ষণ কমিটি' **গঠন** করবে।

৩.১৩.৪ পাবসস হতে ৫ (পাঁচ) জন এবং ইউনিয়ন পরিষদ হতে ২ (দুই) জন্য সদস্য নিয়ে উপ-প্রকল্প পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠিত হবে। পাবসস একটি সাধারণ সভার মাধ্যমে ৫ (পাঁচ) জন সদস্য মনোনয়ন করবে এবং অনুরূপভাবে ইউনিয়ন পরিষদ তার সাধারণ সভায় ২ (দুই) জন সদস্য মনোনয়ন দেবে। পাবসস ও ইউনিয়ন পরিষদ মনোনীত সদস্যদের তালিকা উপজেলা প্রকৌশলী অনুমোদনপূর্বক সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, পাবসস ও ইউনিয়ন পরিষদের নিকট অবগতির জন্য প্রেরণ করবেন।

৩.১৩.৫ নকশা বা ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক মাটির কাজে কোনো রকম অনিয়ম বা ব্যতিক্রম হলে মাটির কাজ পর্যবেক্ষণ ফরমে (সংযুক্তি-৫খ) লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং উপ-প্রকল্পে নির্মাণ কাজে নিয়োজিত এলজিইডির প্রকৌশলী অথবা তার অনুপস্থিতিতে উপজেলা প্রকৌশলীর নিয়োজিত ব্যক্তি এ দায়িত্ব পালন করবেন।

৩.১৩.৬ কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা এলসিএস ও পাবসস এর সাথে আলোচনা করতে হবে। যাতে করে তারা এলসিএস কর্তৃক সম্পাদিত কাজের মান সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং কি ভাবে কাজের মান উন্নয়ন ও যথাসময়ে সম্পন্ন করা যায় তা নির্ণয় ও সমাধান করতে পারে।

৩.১৩.৭ সিনিয়র কোয়ালিটি কন্ট্রোল স্পেশালিষ্ট উপ-প্রকল্প পরিদর্শনকালে কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ার, এলজিইডির মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পাবসস প্রতিনিধির সাথে সমন্বিতভাবে এলসিএস কর্তৃক সম্পাদিত কাজের মান পরীক্ষা করবেন।

৩.১৪ মাননিয়ন্ত্রণ

উপজেলা প্রকৌশলী/ উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী এলজিইডির ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান দ্বারা ল্যাবটেস্টকরণে সহায়তা করবেন। চুক্তির নথি এবং এলজিইডির কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়ালের পরীক্ষা ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী তারা মালামাল ও কাজের বিভিন্ন ধাপে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করবেন। ল্যাব টেস্টের ফলাফল সন্তোষজনক হলে তদারকি কর্মকর্তা কাজের বিল প্রদানের সুপারিশ করবেন। অন্যথায় কাজগুলি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সংশোধন করতঃ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা নিবেন। তদারকি কর্মকর্তা প্রয়োজনে Scheduled ফ্রিকোয়েন্সির অতিরিক্ত টেস্ট করাতে পারবেন। তবে সেই টেস্টের ফি কোনো ক্রমেই এলসিএস পরিশোধ করবে না। এই পরীক্ষাগুলি জেলা পরীক্ষাগার হতে সম্পন্ন করতে হবে।

৩.১৫ সাইট অর্ডার বই

প্রতি উপ-প্রকল্প সাইটে পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি চালু করতে সাইট অর্ডার বই সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে কাজের মান নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে সাথে এলাকাবাসীও অংশীদার হতে পারেন।

৩.১৬ পরিমাপ

৩.১৬.১ এলসিএস কর্তৃক যাবতীয় কাজ শুরু করার পূর্বে চুক্তি অনুযায়ী পরিমাপ নির্ধারনের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী, এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারি এবং পাবসস প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সার্ভেয়ার অথবা উপ-সহকারী প্রকৌশলী প্রি-ওয়ার্ক জরীপ সম্পন্ন করবেন। অনুরূপভাবে কাজ সম্পাদনের পর এলসিএস চেয়ারপারসন, সেক্রেটারি এবং পাবসস প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পোস্ট-ওয়ার্ক জরীপ সম্পন্ন করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারিকে উপস্থিত থাকেতে হবে এবং মাপ বইতে তাদের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

৩.১৬.২ কাজ সমাপ্তির নোটিশ জারীর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পোষ্ট-ওয়ার্ক জরীপ সম্পন্ন করতে হবে এবং ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কাজের পরিমাণ নির্ণয় করে বিল তৈরির ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩.১৭ ব্যাংক হিসাব (একাউন্ট)

প্রতিটি এলসিএস এর নামে একটি ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হবে, সম্ভব হলে যে ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের একাউন্ট আছে সেই একই ব্যাংকে, যাতে এলসিএস এর পাওনা অর্থ উপজেলা প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী দ্রুত স্থানান্তর করতে পারেন। এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারি যৌথভাবে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করবেন এবং এলসিএস সদস্যদের পাওনা ও মালামাল ক্রয়ের অর্থ পরিশোধের টাকা উত্তোলন করবেন। টাকা উত্তোলনের সময় ব্যাংকে অবশ্যই আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে। সকল সদস্যের পাওনা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ ও স্বল্প সময়ের (মাসের ১ম সপ্তাহে) মধ্যে পরিশোধে সংশ্লিষ্ট অফিস কার্যকরী ব্যবস্থা নিবেন।

৩.১৮ বিল পরিশোধ

৩.১৮.১ চুক্তি মোতাবেক সম্পাদিত কাজের পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে এলজিইডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে কাজের বিল প্রস্তুত করতে হবে। কাজের বিল হতে যথারীতি ভ্যাট ও আইটি কর্তন করার পর অবশিষ্ট অর্থ এলসিএসকে প্রদান করতে হবে এবং কর্তনকৃত অর্থ 'ভ্যাট ও আইটি' খাতে ট্রেজারিতে জমা দিতে হবে। এ ছাড়া এলজিইডির পরীক্ষাগারে ও মাঠ পর্যায়ে যে সকল মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা এলজিইডি কর্তৃক সম্পাদিত হবে সে বাবদ নির্ধারিত হারে বিল হতে অর্থ কর্তন করতে হবে এবং কর্তনকৃত অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত খাতে জমা দিতে হবে।

৩.১৮.২ বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কাজগুলি কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির, যেখানে গাছগুলি পরিচর্যার জন্য প্রতি কিলোমিটারে ১ (এক) জন অথবা প্রকল্প/কর্মসূচির নির্দেশিকা মোতাবেক শ্রমিক/কেয়ার টেকার নিয়োগ দিয়ে তাদের দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে মাসিক বেতন প্রদান করা হবে। তবে ভবিষ্যতে তাদের আয়বর্ধনমূলক কাজে উৎসাহিত করার জন্য তাদের মাসিক বেতন বা পারিশ্রমিকের ৩০-৪০% অথবা প্রকল্প/কর্মসূচির দলিল মোতাবেক অর্থ সঞ্চয় হিসেবে বাধ্যতামূলকভাবে

ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকবে যাতে নিয়োগের মেয়াদ শেষে তারা উক্ত সঞ্চয়কৃত অর্থ দিয়ে অন্য যে কোনো আয়বর্ধনমূলক কাজে বিনিয়োগ করতে পারেন।

৩.১৮.৩ প্রতি এলসিএস এর পাওনা অর্থ সর্বোচ্চ ৪ (চার) কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে। প্রথম কিস্তির টাকা মোট চুক্তিমূল্যের এক চতুর্থাংশ (২৫%) হবে, যা অগ্রিম হিসেবে প্রদান করতে হবে। এ অর্থ যন্ত্রপাতি (কোদাল, ঝুড়ি ইত্যাদি) ক্রয় ছাড়াও খোরাকি ভাতা প্রদানে ব্যবহৃত হবে। প্রকল্প থেকে দুরমুজ সরবরাহ করা হবে। সমুদয় অর্থ পরিশোধের কিস্তি নিম্নলিখিত বিভাজন মোতাবেক পরিশোধ করতে হবে :

কিস্তি	মোট অর্থ পরিশোধের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিত সম্পাদিত নূন্যতম কাজের পরিমাণ	মন্তব্য
প্রথম (অগ্রিম)	২৫%	অগ্রিম	চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিতের পর ও প্রশিক্ষণের পূর্বে।
দ্বিতীয়	৫০%	৩০%	চাহিদাপত্র দাখিলের ৫ কর্মদিবসের মধ্যে
তৃতীয়	৭৫%	৭০%	চাহিদাপত্র দাখিলের ৫ কর্মদিবসের মধ্যে
চতুর্থ ও চূড়ান্ত	১০০%	১০০%	কাজ সমাপ্তির প্রত্যয়ন প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে।

৩.১৮.৪ প্রথম কিস্তির টাকা উত্তোলনের জন্য ‘অগ্রিম অর্থ চাহিদা ফরম’ (সংযুক্তি-৬) পূরণ করতে হবে। অন্যান্য ও চূড়ান্ত কিস্তির টাকা উত্তোলনের জন্য ‘বিল চাহিদা ফরম’ **(সংযুক্তি-৭)** পূরণ করতে হবে। বিল চাহিদা ফরম প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে উপজেলা প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পাওনা অর্থ/চেক এলসিএস চেয়ারপারসন/সেক্রেটারির নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

৩.১৮.৫ চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ পরিশোধের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারি এবং পাবসস প্রতিনিধির সমন্বয়ে যৌথ ভাবে পোষ্ট-ওয়ার্ক জরীপ সম্পন্ন করতে হবে। প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট-ওয়ার্ক জরীপের ওপর ভিত্তি করে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করতে হবে। এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারির স্বাক্ষরে প্রস্তুতকৃত বিল জমা দিতে হবে। এলজিইডি কর্মকর্তা চূড়ান্ত বিল প্রত্যয়ন করবেন। চূড়ান্ত বিল প্রত্যয়নের পূর্বে কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ার এর মতামত গ্রহণ করতে হবে। কাজ সমাপ্তির নোটিশ জারির পর যৌথ পোষ্ট-ওয়ার্ক জরীপ উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। যৌথ পোষ্টওয়ার্ক জরীপ সমাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

৩.১৯ পারিশ্রমিক বণ্টন

৩.১৯.১ এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারিসহ প্রতিটি এলসিএস সদস্য মাটির কাজে অংশগ্রহণ করবেন। নারী ও পুরুষ সমানভাবে পারিশ্রমিক বাবদ অর্থ পাবেন এবং প্রতি পূর্ণদিবস কাজের জন্য খোরাকি হিসাবে দলগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অর্থ পাবেন। কোনো অবস্থায় কাজ করা ব্যতিরেকে চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারি বা অন্য কোনো সদস্য পারিশ্রমিক গ্রহণ

করতে পারবেন না। এ নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এলসিএস সেক্রেটারি নির্ধারিত ফরম **(সংযুক্তি-৪)** মোতাবেক একটি হাজিরা রেজিষ্টার পূরণ করবেন যা ফ্যাসিলিটেটর/কমিউনিটি অর্গানাইজার কর্তৃক প্রতি স্বাক্ষরিত হবে। হাজিরা রেজিষ্টার অনুসারে পারিশ্রমিক বণ্টন করা হবে। এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারি সকল কিস্তির অর্থ বণ্টনকালে সদস্যদের 'পারিশ্রমিক পরিশোধ ফরমে' **(সংযুক্তি-৮)** স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন। এলসিএস সদস্যদের চূড়ান্ত কিস্তি পরিশোধের সময় হালনাগাদ হাজিরা ও গৃহীত অর্থ সমন্বয় করতে হবে। এলসিএস সদস্যদের খোরাকি বাবদ পারিশ্রমিক পাক্ষিক ভিত্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

এলসিএস সদস্যদের পরিশোধীত অর্থ যাতে কোনো তৃতীয় পক্ষ হস্তগত করতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এরূপ সম্ভাবনা থাকলে সকল সদস্যকে বিকাশ, রকেট, ব্যাংক বা এ ধরনের সুবিধাজনক হিসাব খোলার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। অর্থ পরিশোধের সুবিধার জন্য সকল সদস্যকে একই ধরনের হিসাব খোলার জন্য পরামর্শ দিতে হবে।

৩.১৯.২ এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারি পারতপক্ষে পাবসস কার্যালয় বা এ ধরণের কোন সাধারণ স্থানে পাবসস সদস্যদের উপস্থিতিতে এলসিএস সদস্যদের পাওনা অর্থ বণ্টন করবেন। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্য-সহকারী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী এলসিএস সদস্যদের মধ্যে অর্থ পরিশোধ/বণ্টনের সময় সশরীরে উপস্থিত থেকে পারিশ্রমিক বণ্টন কার্য নিশ্চিত করবেন এবং সদস্যদের পারিশ্রমিক পরিশোধ ফরমে পরিশোধ প্রত্যয়নমূলক স্বাক্ষর করবেন।

৩.১৯.৩ এলসিএস এর কাজ পরিদর্শন কালে পরামর্শক দলের সদস্য/পিএমও সদস্য, জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এবং পাবসস পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রতিনিধি প্রতিটি এলসিএস কর্তৃক সম্পাদিত কাজের ভিত্তিতে অর্থ পরিশোধ/বণ্টন সংক্রান্ত রেকর্ড পরীক্ষা করে যথাযথ হারে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত করবেন। নারী ও পুরুষ সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রদানে কোনো বৈষম্য হয়েছে কি-না সেটাও তারা পরীক্ষা করে দেখবেন।

৩.২০ পরিবীক্ষণ

কাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মান বজায় রাখার জন্য সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে:

৩.২০.১ উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কার্য-সহকারী, কমিউনিটি অর্গানাইজার বা প্রকল্পের মাঠ কর্মকর্তা সক্রিয়ভাবে এলসিএস কর্তৃক সম্পাদিত কাজের মান পরিবীক্ষণ করবেন।

৩.২০.২ প্রস্তাবিত নকশা বা ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক মাটির কাজে কোনো রকম অনিয়ম বা ব্যতিক্রম হলে তা 'নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ ফরম' এ **(সংযুক্তি-৫খ)** লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং নির্মাণ কাজে নিয়োজিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী অথবা তার অনুপস্থিতিতে উপজেলা প্রকৌশলীর নির্বাচিত প্রতিনিধি এই দায়িত্ব পালন করবেন।

৩.২০.৩ এলসিএস ও নির্মাণ কাজের বিভিন্ন তথ্যাদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং যাচাই-বাছাই করে নির্ধারিত ফরম 'অগ্রগতি প্রতিবেদন ফরম' **(সংযুক্তি-৯)** উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন যিনি পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কাজের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা, গুণগত মান ও অগ্রগতি পর্যালোচনাসহ বিভিন্ন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা (যদি প্রয়োজন হয়) নিতে হবে।

৩.২০.৪ কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে এলসিএস-এর সাথে আলোচনা করতে হবে, যাতে তারা তাদের সম্পাদিত কাজের মান সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন এবং কিভাবে কাজের মান উন্নয়ন ও যথাসময়ে সম্পন্ন করা যায়, তা নির্ণয় ও সমাধান করতে হবে।

৩.২০.৫ প্রকল্প/কর্মসূচির নির্দেশিকায় বর্ণিত উপযুক্ত এলসিএস সদস্য নির্বাচন এবং সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্বের স্বচ্ছতার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত সদস্যের মাধ্যমে এলসিএস গঠনে কোনো অস্বচ্ছতা অথবা বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ কোনোভাবেই কাম্য নয়। এ জাতীয় অস্বচ্ছতার কারণে প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোনো ধরনের অদক্ষতা বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে এলসিএস গঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, জেলা পর্যায়ের প্রকল্প/কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও এলসিএস চুক্তি অনুমোদনকারী কর্মকর্তা এবং এলসিএস একাউন্টে অর্থছাড়কারী কর্তৃপক্ষের সংশ্লেষ অনুযায়ী দায় নির্ধারণ করা হবে।

৩.২১ প্রতিবেদন

এলজিইডির কমিউনিটি অর্গানাইজার/প্রকল্পের মাঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী এলসিএস কর্তৃক সম্পাদিত সকল কাজের ওপর প্রাথমিক মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকৌশলী উক্ত প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই করে কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি করে 'অগ্রগতি প্রতিবেদন ফরম' **(সংযুক্তি-৯)** সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করবেন। প্রতি মাসের শেষে উপজেলা প্রকৌশলীর মাসিক প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে জেলা ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে নির্বাহী প্রকৌশলী পরবর্তী মাসের **১ম** সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন।

৩.২২ কাজের সময় বর্ধন

কোনো কাজ শেষ করার জন্য এলসিএসকে যুক্তিসংগত সময় দিতে হবে। তবে কোনো কারণে কাজ শেষ না হলে অতিরিক্ত সময় দিতে হবে। এর পিছনে বৈধ যৌক্তিক কারণসহ এলসিএস গ্রুপ সময় বর্ধনের জন্য (সংযুক্তি-১০) আবেদন করতে পারবে। উপজেলা প্রকৌশলী কারণগুলি যৌক্তিক, ন্যায়সঙ্গত হলে তিনি সময় বর্ধনের অনুরোধটি অনুমোদনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীর বরাবরে প্রেরণ করবেন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তা অনুমোদন করবেন। এ ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান এবং বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত পরিপত্র বা সংশোধনি অনুসরণ করতে হবে।

৩.২৩ ব্যয় প্রাক্কলনের পরিবর্তন (Variation)

যদি কোনো এলসিএস কাজে প্রাক্কলন পরিবর্তন (Variation) আদেশের প্রয়োজন হয়, তবে তা নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে পরামর্শ করে উপজেলা প্রকৌশলী ভেরিয়েশন প্রাক্কলন প্রস্তুত করে কাজের সময় শেষের আগেই অনুমোদন করাবেন। এক্ষেত্রে প্রাক্কলনের পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রস্তুতপূর্বক নির্বাহী প্রকৌশলীর সুপারিশসহ প্রকল্প পরিচালক/এলজিইডির সদর দপ্তরে প্রেরণ করলে প্রকিউরিং সত্ত্বার প্রধান (HOPE) তা অনুমোন করবেন।

৩.২৪ অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ এলসিএস কাজ

এলসিএস এর অর্থ প্রদেয় কোনো সম্পন্ন বা অসম্পন্ন কাজ যদি কোনো অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার জন্য এলসিএস দায়ী হবে না। এ জাতীয় পরিস্থিতির জটিলতা এড়াতে প্রতিদিন এলসিএস কাজের প্রমাণ

হিসেবে স্থির চিত্র ধারণ করতে হবে এবং আনুমানিক কাজের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সাইট অর্ডার বইতে অথবা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে উপজেলা প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীর সুপারিশমতে প্রকল্প পরিচালক পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করবেন এবং সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবেন। পরবর্তীতে প্রকল্প পরিচালকের নির্দেশনা মোতাবেক এলসিএস দ্বারা সমাপ্ত কাজের বিল প্রাপ্ত হবে।

৩.২৫ বাধ্যতামূলক সঞ্চয়

৩.২৫.১ বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কাজগুলি কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির, যেখানে গাছগুলি পরিচর্যার জন্য প্রতি কিলোমিটারে ২ (দুই) জন কেয়ার টেকার নিয়োগ দিয়ে তাদের দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে মাসিক বেতন প্রদান করা হবে। তবে ভবিষ্যতে তাদের আয়বর্ধনমূলক কাজে উৎসাহিত করার জন্য সে লক্ষ্যে নিয়োগ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যেই স্থানীয় সংঘবদ্ধ এলসিএস শ্রমিকদের প্রত্যেক সদস্যের নামে সুবিধাজনক এবং কাছাকাছি তফশীলভুক্ত ব্যাংকে পৃথক পৃথক সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিচয়দানকারী হিসাবে ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে স্বাক্ষর করবেন। প্রতি মাসে বেতন প্রাপ্তির সময় মাসিক বেতনের ৩০-৪০% অথবা প্রকল্প/কর্মসূচির দলিল মোতাবেক অর্থ ওপরে বর্ণিত ব্যাংকে খোলা সংশ্লিষ্ট কর্মীর সঞ্চয়ী হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে জমা থাকবে, যাতে নিয়োগের মেয়াদ শেষে তারা উক্ত সঞ্চয় দিয়ে অন্য যে কোনো আয়বর্ধনমূলক কাজে বিনিয়োগ করতে পারেন।

৩.২৬ কর্মক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা

কর্মক্ষেত্রে এলসিএস শ্রমিকদের জন্য নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে:

৩.২৬.১ সুপেয় পানির ব্যবস্থা

নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন কালে প্রয়োজনে এলসিএস শ্রমিক যাতে পানি পান করতে পারে সেজন্য প্রতিটি এলসিএস নিজেরা কর্মক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করবে। এ বাবদ প্রয়োজনীয় ব্যয় প্রকল্পের প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩.২৬.২ ল্যাট্রিন

প্রতিটি এলসিএস এর কর্মক্ষেত্রে স্থানান্তরযোগ্য ব্যবহার উপযোগী ল্যাট্রিন থাকতে হবে। প্রতি এলসিএস **১**টি ল্যাট্রিন তৈরি করবে। এ বাবদ প্রয়োজনীয় ব্যয় প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এলসিএস নিজেরাই ল্যাট্রিন নির্মাণ করবে।

৩.২৭ দায়িত্ব ও কর্তব্য

এলসিএস ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্থানীয় সরকার ও সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দকে **সংযুক্তি-১২** মোতাবেক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে এলজিইডির কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী অবহেলা করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩.২৮ এলসিএস এর আর্থ-সামাজিক উত্তরণ

৩.২৮.১ এলসিএস সদস্যদেরকে উপ-প্রকল্প/স্কিমের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস)/বিল ব্যবহারকারী দল (বিইউজি)/নেচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এনআরএমসি) এর সদস্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাবসস বা সমিতির বা গ্রুপের সদস্য হিসেবে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে এলসিএস সদস্যদের প্রয়োজন

মতো ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সুবিধা প্রদান করতে হবে। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে একটি ডাটা বেস (Data Base) তৈরি করতে হবে।

৩.২৮.২ লেন্থ্ পারসন পদ্ধতিতে গঠিত এলসিএস সদস্যদের তিন বছরের জন্য নিয়মিত নিয়োগ ও বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা আছে বিধায় তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়কৃত অর্থে নতুন আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নির্দেশনা দিতে হবে এবং নির্দেশনা অনুযায়ী এলসিএস সদস্য কর্তৃক গৃহীত আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজের অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করতে হবে।

৩.২৮.৩ পাবসস কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র-বিমোচন কর্মসূচিতে এলসিএস সদস্যদের অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় পেশাগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে (সমবায়, মৎস্য, পশুসম্পদ উন্নয়ন, নারী, যুব উন্নয়ন, সমাজ সেবা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, এলাকার বাণিজ্যিক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান) অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। প্রশিক্ষণে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

- আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ভূমিহীন বেকারদের অবস্থান ও অংশগ্রহণ;
- জেন্ডার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- এলাকার সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এসব থেকে প্রাপ্তিযোগ্য সুযোগ-সুবিধার খবর;
- সামাজিক উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ;
- নারীদের অবস্থান নির্ণয়সহ সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও নিরসণ করার পন্থা;
- পারিবারিক আইন সম্পর্কে ধারণা;
- পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব;
- স্বাস্থ্য ও দূষণমুক্ত পরিবেশের সুফল;
- আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা;
- কাজ শেষে প্রাপ্ত আবশ্যিক সঞ্চয় দিয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম।

সংযুক্তি

সংযুক্তি-১

শ্রমিক বাছাই ফরম

(প্রাথমিক এলসিএস গ্রুপের তালিকা)

উপ-প্রকল্প/স্কিমের নাম : .... **অবস্থান** : .... **ছক পূরণকারীর নাম** : ....

পদবী : ....

ইউনিয়ন : .... **উপজেলা** : .... **জেলা** : ....

ক্রমিক নং	শ্রমিকের নাম (এনআইডিসহ)	লিঙ্গ (নারী / পুরুষ)	পিতা/ স্বামীর নাম	মাতার নাম	বয়স	গ্রাম	পেশা			নিজস্ব ভূমির পরিমাণ (একর)			শারীরিক যোগ্যতা		বিবাহ সম্বন্ধীয় (বিবাহিতা/ অবিবাহিতা/ স্বামী পরিত্যক্তা)	গৃহ প্রধান কি-না	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	পরিবারে উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যা	মন্তব্য
							গৃহস্থালী	অদক্ষ শ্রমিক	দক্ষ শ্রমিক	চাষাবাদ যোগ্য	অন্যান্য	মোট	দুর্বল	বলিষ্ঠ		(হ্যাঁ/না)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

আর্থ-সামাজিক উপাত্ত ফরম

<u>সংযুক্তি-২</u>

উপ-প্রকল্প/স্কিমের নাম : .... **অবস্থান** : .... **ছক পূরণকারীর নাম** : ....

পদবী : ....

ইউনিয়ন : .... **উপজেলা** : .... **জেলা** : ....

ক্রমিক নং	শ্রমিকের নাম (এনআইডি, পিতা/ স্বামী, মাতার নাম, গ্রাম)	লিঙ্গ (নারী / পুরুষ)	বয়স	পেশা			মাসিক আয় (টাকা) (যদি থাকে)	নিজস্ব ভূমির পরিমাণ (একর)			বিবাহ সম্বন্ধীয় (বিবাহিতা/ অবিবাহিতা / স্বামী পরিত্যক্তা)	পরিবার প্রধান কি-না	পরিবার প্রধান না হলে পরিবার প্রধানের			পরিবারের সদস্য সংখ্যা	পরিবারে উপার্জন কারী সদস্য সংখ্যা	মন্তব্য
				গৃহস্থালী	অদক্ষ শ্রমিক	দক্ষ শ্রমিক		চাষাবাদ যোগ্য	অন্যান্য	মোট		(হ্যাঁ/না)	সাথে সম্পর্ক	পেশা	মাসিক আয় (টাকা)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯

সংযুক্তি-২(১)

এলসিএস গ্রুপের চূড়ান্ত / অপেক্ষমান ১০ (দশ) জনের তালিকা

উপ-প্রকল্প/স্কিমের নাম : ....

অবস্থান : ....

ছক পূরণকারীর নাম : ....

পদবী : ....

ইউনিয়ন : ....

উপজেলা : ....

জেলা : ....

ক্রমিক নং	শ্রমিকের নাম (এনআইডি, পিতা/ স্বামী, মাতার নাম, গ্রাম)	লিঙ্গ (নারী / পুরুষ)	বয়স	পেশা			মাসিক আয় (টাকা) (যদি থাকে)	নিজস্ব ভূমির পরিমাণ (একর)			বিবাহ সম্বন্ধীয়	পরিবার প্রধান কি-না	পরিবার প্রধান না হলে পরিবার প্রধানের			পরিবারের সদস্য সংখ্যা	পরিবারে উপার্জন কারী সদস্য সংখ্যা	মন্তব্য
				গৃহস্থালী	অদক্ষ শ্রমিক	দক্ষ শ্রমিক		চাষাবাদ যোগ্য	অন্যান্য	মোট	(বিবাহিতা/ অবিবাহিতা / স্বামী পরিত্যক্তা)	(হ্যাঁ/না)	সাথে সম্পর্ক	পেশা	মাসিক আয় (টাকা)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯

এলজিইডি ও এলসিএস এর মধ্যে চুক্তিপত্র

(গ্রামীণ অবকাঠামো)

এ চুক্তিপত্র .... প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় .... স্কিমের কার্য সম্পাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অদ্য .... খ্রিঃ তারিখে সম্পাদিত হল।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) পক্ষে পদাধিকারবলে জনাব .... নির্বাহী প্রকৌশলী / উপজেলা প্রকৌশলী (তিনি নিজে বা তার স্থলে পদায়িত কোন কর্মকর্তা, যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত/স্থলাভিষিক্ত কর্মকর্তা) অতঃপর নিয়োগকারী হিসাবে বিবেচিত --- **প্রথম পক্ষ।**

এবং

.... জেলার অন্তর্গত .... উপজেলার .... ইউনিয়নের অধীন................ স্কিমের আওতায় নির্বাচিত.................................. এলসিএস এর পক্ষে চেয়ারপারসন জনাব .... (নিজে বা তাঁর উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত) পিতা/স্বামী .... মাতা .... গ্রাম .... ইউনিয়ন .... এবং এলসিএস এর সেক্রেটারি জনাব .... (নিজে বা তাঁর উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত) পিতা/স্বামী .... মাতা .... গ্রাম .... ইউনিয়ন .... অতঃপর এলসিএস হিসাবে বিবেচিত --- **দ্বিতীয় পক্ষ।**

যেহেতু, নিয়োগকারী .... কাজটি এলসিএস এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী এবং নির্বাচিত এলসিএস .... (--------------------------) টাকার চুক্তিতে .... দিনের মধ্যে উক্ত কাজ সম্পন্ন করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, পক্ষদ্বয় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত শর্ত সম্বলিত এ চুক্তিনামা স্বাক্ষরে সম্মত হলো:

দফা-১ ঃ এ চুক্তিপত্রে ব্যবহৃত শব্দ এবং অভিব্যক্তিসমূহ যাদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে শুধুমাত্র তাদের জন্যই প্রযোজ্য হবে।

দফা-২ ঃ এ চুক্তিপত্রের অংশ হিসাবে নিম্নলিখিত দলিলসমূহ গঠিত ও পঠিত হবে:

- ক) কাজের দফা, পরিমাণ ও দর সম্পর্কিত দলিলাদি (Bill of Quantities)
- খ) টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এবং নির্মাণ পদ্ধতি (Technical Specification and Procedure of Construction/Implementation)
- গ) নকশা (Design/Drawing)
- ঘ) এলসিএস সদস্যদের অনুমোদিত তালিকা (Approved List of LCS Members)
- ঙ) তহবিল চাহিদা পত্র।

দফা-৩ ঃ পূর্বোল্লেখিত দলিলসমূহ প্রত্যেকটি একটি অপরটির পরিপূরক এবং পারস্পারিক ব্যাখ্যায়িত; তবে কোন সন্দেহ অথবা অসামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে দফা-২ তে উল্লেখিত ক্রম (Serial) বিবেচিত হবে।

দফা-৪ ঃ নিয়োগকারীর লিখিত আদেশের ভিত্তিতে উল্লিখিত কাজ আরম্ভ করতে হবে এবং কাজ শুরুর আদেশ প্রদানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এলসিএসকে কাজ শুরু করতে হবে।

দফা-৫ ঃ চূড়ান্ত পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে চুক্তিকৃত কাজের পরিমান হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হতে পারে। এলসিএস কর্তৃক কাজ শুরুর পূর্বে মাটির কাজের সঠিক পরিমাণ নির্ণয়ের লক্ষ্যে উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক নিয়োজিত উপযুক্ত কারিগরী কর্মকর্তা (সার্ভেয়ার/উপ-সহকারী প্রকৌশলী) এলসিএস এর চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারির উপস্থিতিতে প্রি-ওয়ার্ক জরীপ সম্পন্ন করবে। একই পদ্ধতিতে পোষ্টওয়ার্ক জরীপ করতে হবে। সম্পাদিত কাজ এবং পোষ্টওয়ার্ক জরীপে নির্ণীত পরিমানের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হবে।

দফা-৬ ঃ চুক্তি অনুযায়ী শুধুমাত্র তালিকাভুক্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকগণ মাটির কাজ করতে পারবে। তালিকা বহির্ভূত শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করা যাবে না। তবে অসুস্থতা, পারিবারিক সমস্যা, অথবা সামাজিক/ধর্মীয়/মানবিক প্রেক্ষাপটে কোনো এলসিএস সদস্যকে একই লিঙ্গের (পুরুষের স্থলে পুরুষ এবং নারীর স্থলে নারী) নিকট-আত্মীয়/সংশ্লিষ্ট সদস্যের নির্বাচিত যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা বদলী করা যাবে, তবে কোনো অবস্থাতেই তা ৭ দিনের বেশি চলমান রাখা যাবে না।

দফা-৭ ঃ এলসিএস সদস্যদের মধ্যে কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোনো দ্বন্দ্ব বা সমস্যা দেখা দিলে এলজিইডি কমিউনিটি অর্গানাইজার/প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা তা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। উপজেলা প্রকৌশলী এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

দফা-৮ ঃ এলসিএস-এর পাওনা অর্থ সর্বোচ্চ ৪ কিস্তিতে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে। প্রথম কিস্তির টাকা মোট চুক্তিমূল্যের এক চতুর্থাংশ (২৫%) হবে যা অগ্রিম হিসেবে প্রদান করতে হবে। এ অগ্রিমের আংশিক অর্থ নির্মাণ যন্ত্রপাতি (কোদাল, ঝুড়ি ইত্যাদি) ক্রয়ে ব্যবহৃত হবে। মাটি দৃঢ়করণের জন্য দুরমুজ প্রকল্প থেকে সরবরাহ করা হবে। সমুদয় অর্থ নিম্নপ্রদর্শিত কিস্তিতে উল্লেখিত হারে পরিশোধ করতে হবে :

কিস্তি	মোট অর্থ পরিশোধের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিত সম্পাদিত ন্যূনতম কাজের পরিমাণ	মন্তব্য
প্রথম (অগ্রিম)	২৫%	অগ্রিম	চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিতের পর ও প্রশিক্ষণের পূর্বে।
দ্বিতীয়	৫০%	৩০%	চাহিদাপত্র দাখিলের ৫ কর্মদিবসের মধ্যে
তৃতীয়	৭৫%	৭০%	চাহিদাপত্র দাখিলের ৫ কর্মদিবসের মধ্যে
চতুর্থ ও চূড়ান্ত	১০০%	১০০%	কাজ সমাপ্তির প্রত্যয়ন প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে।

দফা-৯ ঃ প্রথম কিস্তির টাকা উত্তোলনের জন্য 'অগ্রিম অর্থ চাহিদা ফরম' পূরণ করতে হবে। চূড়ান্ত কিস্তিসহ অন্যান্য কিস্তির টাকা উত্তোলনের জন্য 'বিল চাহিদা ফরম' পূরণ করতে হবে। বিল চাহিদা ফরম প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে উপজেলা প্রকৌশলী অর্থ পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পরিশোধযোগ্য অর্থ/চেক এলসিএস চেয়ারপারসন/সেক্রেটারির নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

দফা-১০ ঃ চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ পরিশোধের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী এবং এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারির সমন্বয়ে যৌথ ভাবে পোষ্টওয়ার্ক জরীপ সম্পন্ন করতে হবে। কাজ সমাপ্তির নোটিশ উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট পেশ করার ৭ দিনের মধ্যে যৌথ পোষ্টওয়ার্ক জরীপ সম্পন্ন করতে হবে। যৌথ পোষ্টওয়ার্ক জরীপ সমাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

দফা-১১ ঃ মাটির কাজের প্রি-ওয়ার্ক এবং পোষ্ট-ওয়ার্ক জরীপের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী কাজের পরিমাণ হিসাব করে 'পরিমাপ বই' তে নথিভূক্ত করবেন।

দফা-১২ ঃ চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারিসহ প্রতিটি এলসিএস সদস্য মাটির কাজে অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রতি পুর্ণদিবস কাজের জন্য খোরাকি হিসাবে দলগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষ সমানভাবে পারিশ্রমিক বাবদ অর্থ পাবে। কোনো অবস্থাতেই কাজ সম্পাদন ব্যতিরেকে এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারি বা অন্য কোনো সদস্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবেন না। এ নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এলসিএস সেক্রেটারি নির্ধারিত ফরম মোতাবেক একটি দৈনিক হাজিরা রেজিস্টার পূরণ করবেন এবং রেজিস্টার অনুসারে পারিশ্রমিক বণ্টন করা হবে। এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারি সকল কিস্তির অর্থ বণ্টনকালে সদস্যগণের জন্য প্রযোজ্য 'পরিশোধ ফরম' পূরণ নিশ্চিত করবেন। এলসিএস সদস্যদের চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ পরিশোধের সময় হাল নাগাদ হাজিরা ও হালনাগাদ গৃহীত অর্থ সমন্বয় করতে হবে। এলসিএস সদস্যদের খোরাকি বাবদ পারিশ্রমিক পাক্ষিক ভিত্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

দফা-১৩ ঃ এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারি স্কিম কার্যস্থলে বা এ ধরণের কোন সাধারণ স্থানে কমিউনিটি অর্গানাইজারের উপস্থিতিতে এলসিএস সদস্যদের পাওনা অর্থ বন্টন করবে।

দফা-১৪ ঃ এলসিএস'র চেয়ারপারসন/ সেক্রেটারি মাটি কাটার কাজে নিয়োজিত সদস্যদের মাঝে বিতরণকৃত সকল অর্থের হিসাবাদি নথিভূক্ত করে রাখবেন এবং তা পরবর্তীতে অডিটকালীন সময়ে প্রয়োজনে পেশ করবে।

দফা-১৫ ঃ এলসিএস'র চেয়ারপারসন কর্তৃক কাজের বিপরীতে লেনদেনকৃত সকল অর্থের হিসাব উপজেলা প্রকৌশলী এবং প্রকল্প/কর্মসূচীর কর্মকর্তা কর্তৃক নিরীক্ষা করতে হবে।

দফা-১৬ ঃ স্পেশিফিকেশন বহির্ভূত/সম্পূর্ণ অসম্পাদিত/ আংশিক অসম্পাদিত কাজের বিপরীতে পরিশোধিত ১ম কিস্তির অগ্রিমসহ অংশবিশেষ অথবা সম্পূর্ণ টাকা এলসিএস ফেরৎ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

দফা-১৭ ঃ এলসিএস নিজ দায়িত্বে স্কিমের নাম, ভ্যাট ও আইটিসহ প্রাক্কলিত ব্যয়, কাজের পরিমাণ এবং এলসিএস'র চেয়ারপারসন এবং সেক্রেটারির নাম সম্বলিত একটি সাইনবোর্ড কাজের স্থানে স্থাপন করবে।

দফা-১৮ ঃ মাটির কাজের মান বজায় রাখার জন্য, বিশেষ করে মাটি দৃঢ়ীকরণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত এলসিএস সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক (প্রতি ৫ জনের জন্য ১ টি করে) দূরমুজ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করবে। কাজ শেষে এলসিএস সদস্যগণ ঐ সকল দূরমুজ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে। প্রদানকৃত দূরমুজ ফেরৎ না দিলে বর্তমান বাজার দর হিসাবে চূড়ান্ত কিস্তির পাওনা থেকে সমপরিমাণ টাকা কর্তন করা হবে।

দফা-১৯ ঃ এলসিএস মাটি কাটার সাইটে পুরুষদের জন্য ১ টি এবং নারীদের জন্য ১টি লেট্রিন নির্মাণ করবে।

দফা-২০ ঃ কোনো পক্ষ উপরোল্লিখিত শর্তসমূহ ছাড়াও নিম্নবর্ণিত যে কোনো শর্ত ভঙ্গ/পূরণ না করলে নিয়োগকারী অথবা এলসিএস উভয়ই অত্র দলিলে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করতে পারবে:

ক) কর্মসূচিতে উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও এবং/অথবা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে এলসিএস কর্তৃক কাজ বন্ধ করা;

খ) চুক্তি মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন না হওয়ার ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃক এলসিএস'কে কাজ বন্ধের জন্য সাময়িকভাবে নির্দেশ প্রদান করার পর ১৪ দিনের মধ্যে অনুসরণে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ;

গ) নিয়োগকারী কর্তৃক এলসিএস-এর কাজের কোনো নির্দিষ্ট ত্রুটি সমাধানে অপারগতার কারণে চুক্তি ভংগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং নিয়োগকারীর বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এলসিএস কর্তৃক নির্দিষ্ট ত্রুটি সমাধানে অকৃতকার্য হওয়া;

ঘ) যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া এলসিএস কর্তৃক কাজ সম্পন্ন করতে দেরী হওয়া;

ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক সুপারিশকৃত বিল সুপারিশ প্রদানের তারিখ হতে ১ মাসের মধ্যে এলসিএসকে যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই বিল প্রদান না করা;

চ) এলসিএস'র চেয়ারপারসন/সেক্রেটারি কর্তৃক একই কাজের বিনিময়ে নারী এবং পুরুষ শ্রমিককে ভিন্ন ভিন্ন পারিশ্রমিক প্রদান করা;

ছ) এলসিএস গঠন সংক্রান্ত নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে এলসিএস দল গঠন করা।

দফা-২১ ঃ চুক্তি মোতাবেক কোনো কাজ নির্ধারিত সময়ে না হলে বা অসম্পূর্ণ থাকলে বা কাজের মান সন্তোষজনক না হলে কাজের বিপরীতে গৃহীত সম্পূর্ণ অর্থ এলসিএস ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবে। যুক্তিসংগত কারণের ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদনের সময়সীমা বৃদ্ধি করা যেতে পারে; তবে তা কোনো অবস্থাতেই ১৫ (পনের) দিনের বেশি হবে না। আলোচ্য দফার ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ দেশের প্রচলিত আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জামিনদার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে বাধ্য থাকবে।

দফা-২২ চুক্তি মোতাবেক কোনো কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত না হলে বা অসম্পূর্ণ থাকলে বা কাজের মান সন্তোষজনক না হলে যুক্তিসংগত কারণ দেখিয়ে কার্য সম্পাদনের সময়সীমা বৃদ্ধি করা যাবে; তবে তা পিপিআর-২০০৮ (হালনাগাদ সংশোধনীসহ) ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত পরিপত্র, অফিস আদেশ, ইত্যাদি অনুসরণ করতে হবে। আলোচ্য দফার ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ দেশের প্রচলিত আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জামিনদার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

স্বজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিষ্কে উপর্যুক্ত শর্তসমূহ পড়ে ও বুঝে বা অন্য কাউকে দিয়ে পড়িয়ে ও বুঝে নিম্নলিখিত স্বাক্ষীগণ ও জামিনদারের উপস্থিতিতে অত্র চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করলাম ঃ

এলসিএস-এর পক্ষে

১। স্বাক্ষর ঃ ....

নাম ঃ ....

চেয়ারপারসন
এলসিএস দল নং

২। স্বাক্ষর ঃ ....

নাম ঃ ....

সেক্রেটারি
এলসিএস দল নং

নিয়োগকারীর পক্ষে

১। স্বাক্ষর ঃ ....

নাম ঃ ....

নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জেলা ....
/উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি,
উপজেলা ...., জেলা ....

স্বাক্ষী

১। স্বাক্ষর ঃ ....
নাম ঃ ....
ঠিকানা ঃ ....

২। স্বাক্ষর ঃ ....
নাম ঃ ....
ঠিকানা ঃ ....

১। স্বাক্ষর ঃ ....
নাম ঃ ....
ঠিকানা ঃ ....

উপ-সহকারী প্রকৌশলী/কমিউনিটি অর্গানাইজার

জামিনদার

১। স্বাক্ষর ঃ ....
নাম ঃ ....
ঠিকানা ঃ ....

১। স্বাক্ষর ঃ ....
নাম ঃ ....
ঠিকানা ঃ ....

এলজিইডি ও এলসিএস এর মধ্যে চুক্তিপত্র

(পানিসম্পদ অবকাঠামো)

এ চুক্তিপত্র .... প্রকল্পের আওতায় .... উপ-প্রকল্পের .... কার্য সম্পাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অদ্য .... খ্রিঃ তারিখে সম্পাদিত হল।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) পক্ষে পদাধিকারবলে জনাব .... নির্বাহী প্রকৌশলী/উপজেলা প্রকৌশলী (তিনি নিজে বা তার স্থলে পদায়িত কোনো কর্মকর্তা, যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত/স্থলাভিষিক্ত কর্মকর্তা) অতঃপর নিয়োগকারী হিসাবে বিবেচিত --- **প্রথম পক্ষ।**

এবং

............জেলার অন্তর্গত .... উপজেলার .... ইউনিয়নের অধীন .... উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত .... নং এলসিএস এর পক্ষে চেয়ারপারসন জনাব/জনাবা .... (নিজে বা তাঁর উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত) পিতা/স্বামী .... মাতা .... গ্রাম .... ইউনিয়ন..................... এবং এলসিএস এর সেক্রেটারি জনাব .... (নিজে বা তাঁর উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত) পিতা/স্বামী .... মাতা .... গ্রাম .... ইউনিয়ন .... অতঃপর এলসিএস হিসাবে বিবেচিত -- **দ্বিতীয় পক্ষ।**

যেহেতু, নিয়োগকারী .... কাজটি এলসিএস এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী এবং নির্বাচিত এলসিএস দল .... টাকার চুক্তিতে .... দিনের মধ্যে উক্ত কাজ সম্পন্ন করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, পক্ষদ্বয় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত শর্ত সম্বলিত এই চুক্তিনামা স্বাক্ষরে সম্মত হলোঃ

দফা-১ : এ চুক্তিপত্রে ব্যবহৃত শব্দ এবং অভিব্যক্তিসমূহ যাদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে শুধুমাত্র তাদের জন্যই প্রযোজ্য হবে।

দফা-২ : এ চুক্তিপত্রের অংশ হিসাবে নিম্নলিখিত দলিলসমূহ গঠিত ও পঠিত হবে :

ক. কাজের দফা, পরিমাণ ও দর সম্পর্কিত দলিলাদি (Bill of Quantities)

খ. টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এবং নির্মাণ পদ্ধতি (Technical Specification and Procedure of Construction/Implementation)

গ. নকশা (Design/Drawing)

ঘ. এলসিএস সদস্যদের অনুমোদিত তালিকা (Approved List of LCS Members)

ঙ. তহবিল চাহিদা পত্র

দফা-৩ : পূর্বোল্লিখিত দলিলসমূহ প্রত্যেকটি একটি অপরটির পরিপূরক এবং পারস্পারিক ব্যাখ্যায়িত; তবে কোনো সন্দেহ অথবা অসামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে দফা-২ তে উল্লেখিত ক্রম (Serial) বিবেচিত হবে।

দফা-৪ : নিয়োগকারীর লিখিত আদেশের ভিত্তিতে উল্লিখিত কাজ আরম্ভ করতে হবে এবং কাজ শুরুর আদেশ প্রদানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এলসিএসকে কাজ শুরু করতে হবে।

দফা-৫ : চূড়ান্ত পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে চুক্তিকৃত কাজের পরিমান হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হতে পারে। এলসিএস কর্তৃক কাজ শুরুর পূর্বে মাটির কাজের সঠিক পরিমান নির্ণয়ের লক্ষ্যে উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক নিয়োজিত উপযুক্ত কারিগরি কর্মকর্তা (সার্ভেয়ার/উপ-সহকারী প্রকৌশলী) এলসিএস এর চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারির উপস্থিতিতে প্রি-ওয়ার্ক জরীপ সম্পন্ন করবেন। একই পদ্ধতিতে পোষ্টওয়ার্ক জরীপ করতে হবে। সম্পাদিত কাজ এবং পোষ্টওয়ার্ক জরীপে নির্ণীত পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হবে। কাজ শুরুর পূর্বে, চলাকালীন এবং কাজ শেষ হওয়ার পর প্রমাণক হিসাবে ছবি/ভিডিও ধারণ করে সংরক্ষণ করতে হবে।

দফা-৬ : চুক্তি অনুযায়ী শুধুমাত্র তালিকাভুক্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকগণ মাটির কাজ করতে পারবেন। তালিকা বহির্ভূত শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করা যাবে না। তবে অসুস্থতা, পারিবারিক সমস্যা, অথবা সামাজিক/ধর্মীয়/মানবিক প্রেক্ষাপটে কোনো এলসিএস সদস্যকে একই লিঙ্গের (পুরুষের স্থলে পুরুষ এবং নারীর স্থলে নারী) নিকট-আত্মীয়/সংশ্লিষ্ট সদস্যের নির্বাচিত যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা বদলী করা যাবে, তবে কোনো অবস্থাতেই তা ৭ দিনের বেশি চলমান রাখা যাবে না।

দফা-৭ : এলসিএস সদস্যদের মধ্যে কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোনো দ্বন্দ্ব বা সমস্যা দেখা দিলে এলজিইডি কমিউনিটি অর্গানাইজার/প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা তা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। উপজেলা প্রকৌশলী এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

দফা-৮ : এলসিএস-এর পাওনা অর্থ সর্বোচ্চ ৪ কিস্তিতে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে। প্রথম কিস্তির টাকা মোট চুক্তিমূল্যের এক চতুর্থাংশ (২৫%) হবে যা অগ্রিম হিসেবে প্রদান করতে হবে। অগ্রিমের আংশিক অর্থ নির্মাণ যন্ত্রপাতি (কোদাল, ঝুড়ি ইত্যাদি) ক্রয় ছাড়াও খোরাকি ভাতা প্রদানে ব্যবহৃত হবে। মাটি দৃঢ়করণের জন্য দুরমুজ প্রকল্প থেকে সরবরাহ করা হবে। সমুদয় অর্থ নিম্নপ্রদর্শিত কিস্তিতে উল্লেখিত হারে পরিশোধ করতে হবে :

কিস্তি	মোট অর্থ পরিশোধের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিত সম্পাদিত নূন্যতম কাজের পরিমাণ	মন্তব্য
প্রথম (অগ্রিম)	২৫%	অগ্রিম	চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিতের পর ও প্রশিক্ষণের পূর্বে।
দ্বিতীয়	৫০%	৩০%	চাহিদাপত্র দাখিলের ৫ কর্মদিবসের মধ্যে
তৃতীয়	৭৫%	৭০%	চাহিদাপত্র দাখিলের ৫ কর্মদিবসের মধ্যে
চতুর্থ ও চূড়ান্ত	১০০%	১০০%	কাজ সমাপ্তির প্রত্যয়ন প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে।

দফা-৯ : প্রথম কিস্তির টাকা উত্তোলনের জন্য 'অগ্রিম অর্থ চাহিদা ফরম' পূরণ করতে হবে। চূড়ান্ত কিস্তিসহ অন্যান্য কিস্তির টাকা উত্তোলনের জন্য 'বিল চাহিদা ফরম' পূরণ করতে হবে। বিল চাহিদা ফরম প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে উপজেলা প্রকৌশলী অর্থ পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পরিশোধযোগ্য অর্থ/চেক এলসিএস চেয়ারপারসন/ সেক্রেটারির নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

দফা-১০ : চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ পরিশোধের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী এবং এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারির সমন্বয়ে যৌথভাবে পোষ্টওয়ার্ক জরীপ সম্পন্ন করতে হবে। কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ার চূড়ান্ত বিল প্রত্যয়ন করবেন। কাজ সমাপ্তির পর উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট নোটিশ পেশ করার ৭ দিনের মধ্যে যৌথ পোষ্ট-ওয়ার্ক জরীপ সম্পন্ন করতে হবে। যৌথ পোষ্ট-ওয়ার্ক জরীপ সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

দফা-১১ : মাটির কাজের প্রি-ওয়ার্ক এবং পোষ্ট-ওয়ার্ক জরীপের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী কাজের পরিমাণ হিসাব করে 'পরিমাপ বই' তে নথিভুক্ত করবেন।

দফা-১২ : চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারিসহ প্রতিটি এলসিএস সদস্য মাটির কাজে অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রতি পূর্ণদিবস কাজের জন্য খোরাকি হিসাবে দলগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষ সমানভাবে পারিশ্রমিক বাবদ অর্থ পাবেন। কোনো অবস্থাতেই কাজ সম্পাদন ব্যতিরেকে এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারি বা অন্য কোনো সদস্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবেন না। এ নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এলসিএস সেক্রেটারি নির্ধারিত ফরম মোতাবেক একটি দৈনিক হাজিরা রেজিস্টার পুরণ করবেন এবং রেজিস্টার অনুসারে পারিশ্রমিক বণ্টন করা হবে। এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারি সকল কিস্তির অর্থ বণ্টনকালে সদস্যগণের জন্য প্রযোজ্য 'পরিশোধ ফরম' পূরণ নিশ্চিত করবেন। এলসিএস সদস্যদের চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ পরিশোধের সময় হাল নাগাদ হাজিরা ও হালনাগাদ গৃহীত অর্থ সমন্বয় করতে হবে। এলসিএস সদস্যদের খোরাকি বাবদ পারিশ্রমিক পাক্ষিক ভিত্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

দফা-১৩ : এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারি উপ-প্রকল্প কার্যস্থল বা পাবসস কার্যালয় বা এ ধরণের কোনো সাধারণ স্থানে কমিউনিটি অর্গানাইজার/এনজিও ফ্যাসিলিটেটর এবং পাবসস এর সভাপতি/সেক্রেটারির উপস্থিতিতে এলসিএস সদস্যদের পাওনা অর্থ বণ্টন করবেন। এনজিও ফ্যাসিলিটেটর এলসিএস সদস্যদের মধ্যে অর্থ পরিশোধ/বণ্টন পর্যবেক্ষণ করবেন।

দফা-১৪ : এলসিএস-এর চেয়ারপারসন/ সেক্রেটারি কাজে নিয়োজিত সদস্যদের মাঝে বিতরণকৃত সকল অর্থের হিসাবাদি নথিভুক্ত করে রাখবেন এবং তা পরবর্তীতে অডিটকালীন প্রয়োজনে পেশ করবেন।

দফা-১৫ : উপজেলা প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট কনসালটেন্ট দলের সদস্য এবং এনজিও ফ্যাসিলিটেটর এলসিএস এর চেয়ারপারসন কর্তৃক কাজের বিপরীতে লেনদেনকৃত সকল অর্থের হিসাব নিরীক্ষা করবেন।

দফা-১৬ : স্পেশিফিকেশন বহির্ভূত/সম্পূর্ণ অসম্পাদিত/ আংশিক অসম্পাদিত কাজের বিপরীতে পরিশোধিত ১ম কিস্তির অগ্রিমসহ অংশবিশেষ অথবা সম্পূর্ণ টাকা এলসিএস ফেরৎ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

দফা-১৭ : এলসিএস নিজ দায়িত্বে উপ-প্রকল্পের নাম, ভ্যাট ও আইটিসহ প্রাক্কলিত ব্যয়, কাজের পরিমাণ এবং এলসিএস এর চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারির নাম সম্বলিত একটি সাইনবোর্ড কাজের স্থানে স্থাপন করবে।

দফা-১৮ : কাজের মান বজায় রাখার জন্য, বিশেষ করে, মাটি দৃঢ়ীকরণের উদ্দেশ্যে কাজে নিয়োজিত এলসিএস সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক (প্রতি ৫ জনের জন্য ১ টি করে) দূরমুজ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করবেন। কাজ শেষে এলসিএস সদস্যগণ ঐ সকল দূরমুজ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে। প্রদানকৃত দূরমুজ ফেরৎ না দিলে বর্তমান বাজার দর হিসাবে চূড়ান্ত কিস্তির পাওনা থেকে সমপরিমাণ টাকা কর্তন করা হবে।

দফা-১৯ : মাটি কাটার সাইটে নারী-পুরুষ সমন্বিত এলসিএস এর ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য ১ টি এবং নারীদের জন্য ১টি মোট ২ টি লেট্রিন নির্মাণ করতে হবে। অন্যথায় ১ টি লেট্রিন নির্মাণ করতে হবে।

দফা-২০ : মাটির কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থা ছাড়া কোনো অবস্থাতেই ৩০ এপ্রিলের পর মাটি কাটার কাজ করা যাবে না।

দফা-২১ : কোনো পক্ষ উপরোল্লেখিত শর্তসমূহ ছাড়াও নিম্নবর্ণিত যে কোনো শর্তের বরখেলাপ করলে নিয়োগকারী অথবা এলসিএস উভয়ই অত্র দলিলে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করতে পারবে :

ক) কর্মসূচিতে উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও এবং/অথবা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে এলসিএস কর্তৃক কাজ বন্ধ করা;

খ) চুক্তি মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন না হওয়ার ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃক এলসিএসকে কাজ বন্ধের জন্য সাময়িকভাবে নির্দেশ প্রদান করা এবং ঐ নির্দেশ ১৪ দিনের মধ্যে অনুসরণে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে;

গ) নিয়োগকারী কর্তৃক এলসিএস এর কাজের কোনো নির্দিষ্ট ত্রুটি সমাধানে অপারগতার কারণে চুক্তি ভংগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং নিয়োগকারীর বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এলসিএস কর্তৃক নির্দিষ্ট ত্রুটি সমাধানে অকৃতকার্য হওয়া;

ঘ) যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া এলসিএস কর্তৃক কাজ সম্পন্ন করতে দেরী হওয়া;

ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক সুপারিশকৃত বিল সুপারিশ প্রদানের তারিখ হতে ১ মাস এলসিএসকে যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই প্রদান না করা;

চ) এলসিএস এর চেয়ারপারসন/সেক্রেটারি কর্তৃক একই কাজের বিনিময়ে নারী এবং পুরুষ শ্রমিককে ভিন্ন ভিন্ন পারিশ্রমিক প্রদান করা;

ছ) এলসিএস গঠন সংক্রান্ত নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে এলসিএস গঠন করা।

দফা-২২ : চুক্তি মোতাবেক কোনো কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত না হলে বা অসম্পূর্ণ থাকলে বা কাজের মান সন্তোষজনক না হলে যুক্তিসংগত কারণ দেখিয়ে কার্য সম্পাদনের সময়সীমা বৃদ্ধি করা যাবে; তবে তা পিপিআর-২০০৮ (হালনাগাদ সংশোধনীসহ) ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত পরিপত্র, অফিস আদেশ, ইত্যাদি অনুসরণ করতে হবে। আলোচ্য দফার ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ দেশের প্রচলিত আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জামিনদার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

সংযুক্তি-৩ (খ)

পৃষ্ঠা-৫

আমরা স্বজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিস্কে উপর্যুক্ত শর্তসমূহ পড়ে ও বুঝে বা অন্য কাউকে দিয়ে পড়িয়ে ও বুঝে নিম্নল্লিখিত স্বাক্ষীগণ ও জামিনদারের উপস্থিতিতে অত্র চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করলাম :

এলসিএস এর পক্ষে

১। স্বাক্ষর : ....

নাম : ....

চেয়ারপারসন
এলসিএস দল

২। স্বাক্ষর : ....

নাম : ....

সেক্রেটারি
এলসিএস দল

নিয়োগকারীর পক্ষে

স্বাক্ষর : ....

নাম : ....

নির্বাহী/উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, জেলা
....

স্বাক্ষী

১। স্বাক্ষর : ....

নাম : ....

ঠিকানা : ....

১। স্বাক্ষর : ....

নাম : ....

ঠিকানা : ....

উপসহকারী প্রকৌশলী/কমিউনিটি অর্গানাইজার

জামিনদার

(পাবসসের চেয়ারপারসন)

১। স্বাক্ষর : ....

নাম : ....

ঠিকানা : ....

(পাবসসের সেক্রেটারি)

২। স্বাক্ষর : ....

নাম : ....

ঠিকানা : ....

সংযুক্তি-৪

এলসিএস সদস্যদের দৈনিক হাজিরা ফরম

সংযুক্তি-৩ (খ)
পৃষ্ঠা-৩

উপ-প্রকল্প/স্কিমের নাম : .... অবস্থান : .... ইউনিয়ন : ....

চুক্তি নং : .... উপজেলা : ....

কাজ শুরুর তারিখ : .... কার্যাদেশ নং : .... জেলা : ....

ক্রমিক নং	শ্রমিকের নাম	মাসের নাম/তারিখ																															মোট কর্ম দিবস
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	
১.																																	
২.																																	
৩.																																	
৪.																																	
৫.																																	
৬.																																	
৭.																																	
৮.																																	
৯.																																	
১০.																																	
১১.																																	
১২.																																	
১৩.																																	
১৪.																																	
১৫.																																	
১৬.																																	
১৭.																																	
১৮.																																	
১৯.																																	
২০.																																	
২১.																																	
২২.																																	
২৩.																																	
২৪.																																	
২৫.																																	

বিঃদ্রঃ এলসিএস এর চেয়ারপারসন/সেক্রেটারি সদস্যদের দৈনিক কাজের হাজিরা ছকটি পূরণ করবেন।

স্বাক্ষর : ....
কমিউনিটি অর্গানাইজার/ফ্যাসিলিটেটর

স্বাক্ষর : ....
এলসিএস চেয়ারপারসন/সেক্রেটারি

সংযুক্তি-৫(ক)
পৃষ্ঠা-১

নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ ফরম

(গ্রামীণ অবকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

স্কিমের নাম ঃ ....

কাজের অবস্থান ঃ ....

কার্যাদেশ নং ঃ .... **চুক্তি নম্বর** ঃ ....

ইউনিয়ন ঃ .... **উপজেলা** ঃ .... **জেলা** ঃ ....

ক) সড়ক নির্মাণ / পুনঃনির্মাণ ঃ

অবস্থান (চেইনেজ)		পর্যবেক্ষণের বিষয়সমূহ	পর্যবেক্ষণ ফলাফল (টিক দিন)		মন্তব্য
	১.	নকশা অনুযায়ী প্রোফাইল সঠিক স্থানে স্থাপন করা আছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	২.	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঝোপ-জংগল পরিষ্কার বা গাছের গুড়ি অপসারণ করা হয়েছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	৩.	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) slushy soil সরানো হয়েছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	৪.	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পানি নিষ্কাশন করা হয়েছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	৫.	নতুন সড়কের তলায় যথাযথভাবে মাটি আলগা করা হয়েছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	৬.	সড়ক পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে সড়কের ঢালে যথাযথভাবে বেঞ্চ/ধাপ কাটা হয়েছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	৭.	মাটি স্তরে স্তরে স্থাপন করা হয়েছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	৮.	মাটির ঢেলা ভাঙ্গা হয়েছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	৯.	মাটিতে আর্দ্রতা যথাযথ মাত্রায় আছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	১০.	নতুন স্তর স্থাপনের পূর্বে আগের স্তরটি পরীক্ষা করে সঠিক মাত্রায় দৃঢ়ীভবন পাওয়া গেছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	১১.	প্রচলিত Test Frequency অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক দৃঢ়ীভবন পরীক্ষা করা হয়েছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	১২.	নকশা অনুযায়ী শীর্ষ চওড়া ঠিকমত রাখা হয়েছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	১৩.	নকশা অনুযায়ী শীর্ষ-ক্যাম্বার সঠিক রাখা হয়েছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	১৪.	নকশা অনুযায়ী পার্শ্ব-ঢাল ঠিকমত রাখা হয়েছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	১৫.	সঠিকভাবে প্রযোজ্য স্থানে ঘাস লাগানো হয়েছে কি-না?	হ্যাঁ	না	

খ) সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

	১.	গর্ত বা নীচু জায়গা ভরাট করতে উপযোগী মাটি ব্যবহার করা হচ্ছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	২.	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঝোপ-জংগল পরিষ্কার করা হয়েছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	৩.	যে অংশ মেরামত করা হবে সে অংশে পুরাতন ও নতুন মাটির মধ্যে সংযুক্তির জন্য পুরনো অংশ সঠিকভাবে আলগা করা হয়েছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	৪.	গর্ত বা নীচু জায়গা ভরাট করে তা দুরমুজ দিয়ে দৃঢ়ীভবন করা হয়েছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	৫.	সোল্ডার উঁচু থাকলে (নেগেটিভ) তা কেটে সঠিক/স্পেসিফিকেশন মোতাবেক নীচু করা হয়েছে কি-না?	হ্যাঁ	না	
	৬.	সড়কে পানি জমে থাকলে তা ড্রেন কেটে নিষ্কাশন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি-না?	হ্যাঁ	না	

মন্তব্য :

পরিদর্শনকারীর নাম, পদবী ও স্বাক্ষর : .... **তারিখ** : ....

সংযুক্তি-৫(খ)

নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ ফরম

(পানি সম্পদ অবকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

উপ-প্রকল্পের নাম :

চুক্তি নং : **কাজের অবস্থান:**

ইউনিয়ন : **উপজেলা :** **জেলা :**

ক) বাঁধ নির্মাণ

অবস্থান (চেইনেজ)	পর্যবেক্ষণের বিষয়সমূহ	পর্যবেক্ষণ ফলাফল (টিক দিন)	মন্তব্য
	১. নকশা অনুযায়ী নদী হতে নিরাপদ দূরত্বে আছে কি-না?	হাঁ/না	
	২. নতুন বাঁধের তলায় মাটি যথাযথভাবে আলগা করা হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	
	৩. বাঁধ পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ধাপ কাটা হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	
	৪. মাটি স্তরে স্তরে দেওয়া হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	
	৫. মাটির ঢেলা ভাঙ্গা হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	
	৬. মাটি সঠিকভাবে দৃঢ়ীভবণ করা হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	
	৭. নকশা অনুযায়ী শীর্ষ-চওড়া (Top Width) ঠিকমত রাখা হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	
	৮. নকশা অনুযায়ী শীর্ষ-সমতল (ক্যাম্বার) সঠিক রাখা হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	
	৯. নকশা অনুযায়ী পার্শ্ব-ঢাল ঠিকমত রাখা হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	
	১০. সঠিকভাবে ঘাস লাগানো হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	

খ) খাল খনন/পুনর্খনন

	১. নকশা অনুযায়ী খালের পার্শ্ব-ঢাল বজায় রাখা হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	
	২. নকশা অনুযায়ী খালের উপরের চওড়া (Top Width) বজায় রাখা হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	
	৩. নকশা অনুযায়ী খালের তলার চওড়া (Bottom Width) ঠিক রাখা হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	
	৪. নকশা অনুযায়ী খালের গভীরতা ঠিক রাখা হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	
	৫. নকশা অনুযায়ী মাটি সঠিক স্থানে রাখা হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	

গ) পুকুর খনন/পুনর্খনন, কিল্লা নির্মাণ, বসত-ভিটা উঁচুকরণ ইত্যাদি

	১. নকশা অনুযায়ী পুকুর/কিল্লা/বসত-ভিটার পার্শ্ব-ঢাল বজায় রাখা হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	
	২. নকশা অনুযায়ী পুকুর/কিল্লা/বসত-ভিটার উপরের চওড়া বজায় রাখা হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	
	৩. নকশা অনুযায়ী পুকুরের তলা/কিল্লা/বসত-ভিটার ওপরিভাগের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সঠিক আছে কি-না?	হাঁ/না	
	৪. নকশা অনুযায়ী পুকুরের গভীরতা/ কিল্লা/বসত-ভিটার উচ্চতা সঠিক হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	
	৫. নকশা অনুযায়ী মাটি সঠিক স্থানে রাখা হয়েছে কি-না?	হাঁ/না	

মন্তব্য :

পর্যবেক্ষণকারীর নাম, পদবী ও স্বাক্ষর :

তারিখ :

সংযুক্তি-৬

অগ্রিম অর্থ চাহিদা ফরম

উপ-প্রকল্প/ স্কিমের নাম : ....
চুক্তি নং : .... কার্যাদেশ নং .... উপজেলা : .... জেলা : ....
চুক্তির টাকার পরিমাণ (অংকে) : টাকা .... (কথায়: ....)

অত্র পত্রে দাবীকৃত তহবিলের পরিমাণ (অংকে) : টাকা .... (কথায় : ....) তারিখ : ....

এলসিএস চেয়ারপারসনের স্বাক্ষর

এলসিএস সেক্রেটারির স্বাক্ষর

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরোল্লিখিত এলসিএস এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত এলসিএস সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে এবং অত্র দলের জন্য আগামী .... তারিখে .... দিনের এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। অতএব, চুক্তিপত্রের ৮নং ধারা অনুযায়ী আমরা উপরোল্লিখিত এলসিএসকে (চুক্তি নং....................................) টাকা (অংকে)......................... (কথায়)... অগ্রিম প্রদানের জন্য সুপারিশ করছি।

উপ-সহকারী প্রকৌশলীর নাম ও স্বাক্ষর

উপজেলা প্রকৌশলীর নাম ও স্বাক্ষর

চুক্তিপত্রের ৮নং ধারা অনুযায়ী টাকা (অংকে) .... (কথায় ....) অগ্রিম প্রদান করা হলো।

হিসাবরক্ষক, এলজিইডি

নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি

...................ব্যাংক,.......... শাখার .... নং হিসাবের অনুকূলে প্রদত্ত চেক মারফত টাকা (অংকে) .... (কথায় ....) গ্রহণ করলাম।

এলসিএস চেয়ারপারসন/সেক্রেটারির স্বাক্ষর

সংযুক্তি-৭

অগ্রিম সমন্বয় ও চলমান কিস্তি/চূড়ান্ত বিল চাহিদা ফরম

উপ-প্রকল্প/স্কিমের নাম : ....

চুক্তি নং : .... কার্যাদেশ নং .... উপজেলা : .... জেলা : ....

মোট চুক্তি মূল্য টাকা : .... এ পর্যন্ত গৃহীত মোট টাকার পরিমাণ : ....

সমন্বয়কৃত টাকার পরিমাণ : টাকা .... তারিখ : ....

অত্র চাহিদা ফরমে দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ : টাকা .... তারিখ : ....

বর্তমান কিস্তি (টিক দিন) : ☐ দ্বিতীয় ☐ তৃতীয় ☐ চতুর্থ

এলসিএস চেয়ারপারসনের স্বাক্ষর

এলসিএস সেক্রেটারির স্বাক্ষর

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরোল্লিখিত এলসিএস এ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও টেকনিক্যাল স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন করেছে এবং উক্ত কাজ জনাব .... এর পরিমাপ বইয়ের ....নং পৃষ্ঠায় নথিভুক্ত করা হয়েছে। এলসিএসকে (চুক্তি নং..............) টাকা (অংকে: ....) (কথায় ....) প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হলো।

উপ-সহকারী প্রকৌশলীর স্বাক্ষর

উপজেলা প্রকৌশলীর স্বাক্ষর

এ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত কাজের মোট মূল্য	টাকা	....
এ পর্যন্ত অগ্রিম প্রদানকৃত অর্থের পরিমাণ	টাকা	....
প্রদেয় অগ্রিম অর্থের পরিমাণ	টাকা	....
বর্তমান কিস্তির নিট পরিমাণ	টাকা	....

হিসাবরক্ষক, এলজিইডি

নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি

.... ব্যাংক, ... শাখার .... নং হিসাবের অনুকূলে প্রদত্ত চেক মারফত টাকা (অংকে) .... (কথায়)... গ্রহণ করলাম।

এলসিএস চেয়ারপারসন/সেক্রেটারির স্বাক্ষর

সংযুক্তি-৮

এলসিএস সদস্যদের পারিশ্রমিক পরিশোধ ফরম

উপ-প্রকল্প/স্কিমের নাম : .... অবস্থান : ....

ইউনিয়ন : .... উপজেলা : ....

চুক্তি নং : .... কিস্তি নং : ...... আবেদনকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা) : ....

প্রাপ্ত সমুদয় কিস্তির অর্থের পরিমাণ (টাকা) : ....

ক্রমিক নং	শ্রমিকের নাম	সমুদয় কর্মদিবস (দৈনিক হাজিরা অনুযায়ী)	প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ (বর্তমান কিস্তি) টাকা	ইতোপূর্বে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ টাকা	প্রাপ্ত মোট অর্থের পরিমাণ (সমুদয়) টাকা	স্বাক্ষর
	মোট ঃ					

এলসিএস চেয়ারপারসন

এলসিএস সেক্রেটারি

সংশ্লিষ্ট এলসিএস এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এলজিইডি কর্মকর্তার স্বাক্ষর

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এলসিএস এর সেক্রেটারি দলের সদস্যদের মধ্যে তাদের দৈনিক হাজিরা অনুযায়ী খোরাকি ভাতার টাকা বিতরণ করবেন। সকল কাজ সম্পাদনের পর অগ্রিম এবং পাওনা সংক্রান্ত সমুদয় টাকার সমন্বয় করে সকল হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত করতে হবে।

<u>সংযুক্তি-৯</u>

অগ্রগতি প্রতিবেদন ফরম

প্রতিবেদন মাস ...., ২০০....

জেলা	:	
উপজেলা	:	
ইউনিয়ন	:	
মোট এলসিএস এর সংখ্যা	:	

উপ-প্রকল্প/ স্কিমের নাম	এলসিএস চুক্তি নম্বর	অপরিবর্তনশীল তথ্য						চলমান তথ্য			কাজের গুণগত মান			এলসিএস এর সংঘবদ্ধতা			মন্তব্য (অন্যান্য সমস্যা ও আনুসাংগিক সুপারিশমালা)
		এলসিএস গঠন		সেকশন (চেইঃ)	কাজের পরিমাণ/ দৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	ভৌত অগ্রগতি (%)	পরিশোধিত অর্থ (টাকা) এবং %	মোট কার্যদিবস (দিন)	ভালো/ সন্তোষজনক	মোটামুটি	খারাপ/ সন্তোষজনক নয়	খুব ভালো	ভালো	দুর্বল	
		পুরুষ	নারী														
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
মোট :																	

উপ-সহকারী প্রকৌশলী

উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী

সংযুক্তি: ১০

সময় বর্ধনের আবেদন ফরম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা/নির্বাহী প্রকৌশরীর কার্যালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা: ---------------------
জেলা: --------------------- ।

১।	বিষয়	:	সময় বর্ধনের আবেদন।
২।	কাজ/স্কিমের নাম	:	
৩।	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	
৪।	এলসিএস এর পরিচিতি	:	চেয়ারপারসন এর নাম: এলসিএস নম্বর:
৫।	চুক্তি মূল্য (টাকা)	:	
৬।	চুক্তির তারিখ	:	
৭।	চুক্তি অনুযায়ি কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ এবং মোট সময়	:	(ক) শুরু তারিখ: ------------------------------------- খ্রি. (খ) সমাপ্তির তারিখ: ---------------- খ্রি. (গ) মোট সময়: ------------------ দিন।
৮।	ইতোপূর্বে সময় বর্ধন করা হয়ে থাকলে	:	১ম বার: --------------- খ্রি. তারিখ পর্যন্ত, মোট: ------ দিন, ২য় বার: --------------- খ্রি. তারিখ পর্যন্ত, মোট: ------ দিন।
৯।	এপর্যন্ত কাজের অনুকুলে পরিশোধিত বিল	:	(ক) কিস্তির সংখ্যা: -------------- টি, (খ) মোট পরিমান: ----------------------- টাকা।
১০।	কাজের অগ্রগতি	:	(ক) ভৌত: --------------- %, (খ) আর্থিক: ----------------- %।
১১।	বর্তমান প্রার্থীত সময়	:	---------------- খ্রি. তারিখ হতে --------------- খ্রি. তারিখ পর্যন্ত, মোট: ---------- দিন।
১২।	সময় বর্ধনের কারণ	:	(ক) -- (খ) --।
এলসিএস চেয়ারপারসন এর স্বাক্ষর: এলসিএস চেয়ারপারসন এর নাম: এলসিএস নম্বর:			
------------------------------------- অফিস কর্তৃক পূরণীয় --------------------------------------			
১৩।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সার্ভেয়ারের মতামত	:	
১৪।	উপজেলা প্রকৌশলীর মতামত	:	
১৫।	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলীর মতামত	:	
১৬।	নির্বাহী প্রকৌশলী বা চুক্তি স্বাক্ষরকারীর অনুমোদন/ সুপারিশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	

মাটির কাজের (সড়ক) টেকনিক্যাল স্পেশিফিকেশন এবং নির্মাণ পদ্ধতি

(গ্রামীণ অবকাঠামো)

১. চুক্তিপত্রে তালিকাভুক্ত সকল ধরণের আইটেম অবশ্যই টেকনিক্যাল স্পেশিফিকেশন ও নির্মাণ পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশলীগণের নির্দেশ মোতাবেক সম্পন্ন করতে হবে।

২. উপজেলা সার্ভেয়ার/উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারিকে যৌথভাবে মাঠে গিয়ে সড়কের নকশার লে-আউট দিতে হবে। লে-আউটের মাধ্যমে লম্বালম্বী সীমানা, আড়াআড়ি সীমানা ও উচ্চতা চিহ্নিত করতে হবে।

৩. প্রতি ১০০ মিটার পরপর ডিজাইন মোতাবেক সড়কের মধ্যরেখা ও উভয় পাশে সড়কের প্রান্তসীমা (ঢালের শেষ সীমা) চিহ্নিত করে সেখানে পরিপক্ক বাঁশের খুঁটি এমনভাবে পুঁততে হবে যেন তা কেউ সহজে সরাতে না পারে।

৪. ডিজাইন উচ্চতা মোতাবেক প্রতিটি খুঁটিতে উচ্চতাজ্ঞাপক চিহ্ন রং বা পেরেক দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে এবং দড়ি দিয়ে চিহ্নিত উচ্চতা বরাবর প্রোফাইল দাঁড় করাতে হবে। প্রস্তাবিত উচ্চতা ঠিক রাখার জন্য প্রতিটি খুঁটির গোড়ায়ও রং বা পেরেক দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। সড়কের লে-আউট দেয়ার সময় লেভেল ম্যাশিন ব্যবহার করতে হবে।

৫. সড়কের দৈর্ঘ্য বরাবর প্রতি কিলোমিটারে কমপক্ষে দুটি বেঞ্চমার্ক স্থাপন করতে হবে। এজন্য বাড়ির পাকা মেঝে, টিউবওয়েলের ভিত, বিদ্যুতের খুঁটির ভিত অথবা অন্য কোনো স্থায়ী অবকাঠামোকে বেঞ্চমার্ক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

৬. নতুন সড়কের ক্ষেত্রে কাজ শুরুর পূর্বে নির্মিতব্য সড়কের তলা হতে সকল আগাছা পরিষ্কার করে ১৫০ মিমি (৬ ইঞ্চি) গভীরতা পর্যন্ত আঁচড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা কর্ষণ করে নিতে হবে।

৭. সড়ক পুনর্নির্মানের ক্ষেত্রে, পুরাতন সড়কের ওপর থেকে সব ধরণের আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়াও, চূড়া বরাবর আঁচড়িয়ে মাটি আলগা করতে হবে এবং পার্শ্ব-ঢালে ২২৫ মিমি পাশ ও ১৫০ মিমি গভীর মাপের ধাপ (বেঞ্চিং) তৈরি করতে হবে।

৮. সড়কের যে পাশে নদী আছে (যদি থাকে) শুধু সেদিকেই বরোপিট তৈরি করতে হবে। যে সকল নদীর পাড়ে ভাঙ্গান নেই সেখানে সড়কের ধার থেকে বরোপিটের দূরত্ব কমপক্ষে ৩ মিটার রাখতে হবে। পক্ষান্তরে, ক্ষয়িষ্ণু পাড়ের বেলায় এই দূরত্ব কমপক্ষে বাৎসরিক ভাঙ্গান হারের ১০ গুণ রাখতে হবে।

৯. সড়কের প্রান্তদেশ (Toe) হতে কমপক্ষে ২.৪ মিটার (৮ ফুট) দূরত্বে বাহিরের দিকে বরোপিটের জায়গা ঠিক করতে হবে। বরোপিটে আগাছা/ঘাস পরিষ্কার করে ওপরের শিকড়যুক্ত ও জৈব মাটি অপসারণ করতে হবে। অতঃপর সেখান হতে মাটি কেটে নির্ধারিত জায়গায় ধাপে ধাপে মাটি ফেলতে হবে। বরোপিটের গভীরতা ০.৫ মিটার (১.৫ ফুট) অতিক্রম করা যাবেনা।

১০. সড়কের ওপর ১৫০ মিমি (৬ ইঞ্চি) স্তরে এবং সব জায়গায় সমানভাবে মাটি ছড়িয়ে ফেলতে হবে। মাটির ঢেলা অবশ্যই ভেঙ্গে ৫০ মিমি (২ ইঞ্চি) আকারে আনতে হবে এবং উপরের সকল অংশে দুরমুজের সাহায্যে দৃঢ়ীকরণ করতে হবে। প্রথম স্তরের সকল অংশে দৃঢ়ীকরণের পর দ্বিতীয় স্তরের ১৫০ মিমি বা ৬ ইঞ্চি পুরু মাটির স্তর ফেলতে হবে। প্রতি স্তরে দৃঢ়ীভবনের মাত্রা অবশ্যই কমপক্ষে ৮৫% হতে হবে।

১১. সড়কে মাটি ফেলা এবং দৃঢ়ীকরণের পর সড়কের চওড়া (Crest) এবং ঢাল ভালভাবে সমান করতে হবে। সড়কে জলাবদ্ধতা এবং বৃষ্টি দ্বারা মাটি ক্ষয় রোধকল্পে সড়কের চওড়ার কেন্দ্র রেখা থেকে উভয় পাশ্বে ৪% ঢাল রেখে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

১২. সড়কের আড়-ঢালুতা (Camber) সঠিক করার জন্য ক্যাম্বার বোর্ড ব্যবহার করতে হবে। উপজেলা হতে Camber Board সরবরাহ করা হবে।

১৩. সড়কের স্থায়িত্ব নিশ্চিতকল্পে নদীর পাশে বরোপিটের গভীরতা ০.৫ মিটার (১.৫ ফুট) অতিক্রম করা যাবে না। বরোপিট একনাগারে তৈরি না করে প্রতিটি ৩০ মিটার বরোপিটের মাঝে ৬ মিটার ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে।

১৪. সড়কের চূড়া এবং পার্শ্ব ঢাল অবশ্যই ঘাসের চাপড়া দিয়ে কোনো ফাঁক না রেখে আবৃত করে দিতে হবে। ১৫০ মিমি (৬ ইঞ্চি) লম্বা চেড়া বাঁশের খুঁটির সাহায্যে প্রতিটি ঘাসের চাপড়াকে অবশ্যই সড়কের ওপরের অংশে গেঁথে দিতে হবে।

১৫. নতুন ঘাস না জন্মানো পর্যন্ত ঘাসের চাপড়ায় অবশ্যই পানি দিতে হবে।

১৬. এলসিএস কর্তৃক মাটির কাজ কমপক্ষে ৮৫% দৃঢ়ীভবন করতে হবে।

মাটির কাজের (বাঁধ/কিল্লা/বসত-ভিটা) টেকনিক্যাল স্পেশিফিকেশন এবং নির্মাণ পদ্ধতি

(পানি সম্পদ অবকাঠামো)

১. চুক্তিপত্রে তালিকাভুক্ত বাঁধ/কিল্লা/বসত-ভিটা নির্মাণের কাজ অবশ্যই টেকনিক্যাল স্পেশিফিকেশন ও নির্মাণ পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক সম্পন্ন করতে হবে।

২. উপজেলা সার্ভেয়ার/উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকল্প/কর্মসূচির সহকারী প্রকৌশলী এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)/বিল ব্যবহারকারী সংগঠন (বিইউজি)/প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি (এনআরএমসি) এর প্রতিনিধি যৌথভাবে মাঠে গিয়ে বাঁধ/কিল্লা/বসত-ভিটার নকশার লে-আউট দিবেন।

৩. বাঁধ/কিল্লা/বসত-ভিটার কেন্দ্র রেখা বরাবর প্রতি ১০০ মিটার দূরত্বে খুঁটি পুঁতে বাঁধের কেন্দ্র বিন্দু চিহ্নিত করতে হবে। বাঁধের উচ্চতা ও পার্শ্বঢালের ওপর নির্ভর করে বাঁধের উভয় পাশে শেষ প্রান্ত চিহ্নিত করতে হবে। বাঁধের শেষ প্রান্তে খুঁটি পুঁতে তা চিহ্নিত করতে হবে।

৪. প্রতি ১০০ মিটার পর পর বা আকার অনুযায়ী নূনতম ৬০ মিমি ব্যাসের পরিপক্ক বাঁশের খুঁটি পুঁতে, কাটা পেরেক লাগিয়ে এবং দড়ি দিয়ে প্রোফাইল দাঁড় করাতে হবে। (নকশা অঙ্কনের মধ্যে অতিরিক্ত উচ্চতা ধরা না হয়ে থাকলে বাঁধের নকশার চওড়ার উচ্চতার সাথে ১০% অতিরিক্ত উচ্চতা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে)।

৫. কাজ শুরুর পূর্বে নির্মিতব্য বাঁধ/কিল্লা/বসত-ভিটার তলা হতে সকল আগাছা পরিষ্কার করে ৩০ মিমি গভীরতা পর্যন্ত আঁচড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা কর্ষণ করে নিতে হবে।

৬. বাঁধ/কিল্লা/বসত-ভিটা পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে, পুরাতন বাঁধের উপর থেকে সব ধরণের আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়াও চূড়া ও পার্শ্ব ঢালে লম্বা বরাবর চাষ করে মাটি আলগা করতে হবে এবং আড়াআড়ি ভাবে কেটে ৭৫ মিমি মাপের ধাপ তৈরি করতে হবে।

৭. বাঁধ/কিল্লা/বসতভিটার স্থায়িত্ব নিশ্চিতকল্পে বর্তমানে অবস্থিত খাল/নদী অথবা খননকৃত চ্যানেল হতে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রেখে নির্মাণ করতে হবে। এ দূরত্বকে বাঁধের সেটব্যাক বলা হয়। নকশা অঙ্কনের স্পেশিফিকেশন অথবা উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক নির্দ্ধারিত মাপ অনূযায়ী হতে হবে।

৮. বাঁধ/কিল্লা/বসত-ভিটার যে পাশে নদী আছে শুধু সেদিকেই বরোপিট তৈরি করতে হবে। যে সকল নদীর পাড়ে ভাঙগন নেই সেখানে বাঁধের ধার থেকে বরোপিটের দূরত্ব কমপক্ষে ৬ মিটার রাখতে হবে। পক্ষান্তরে, ক্ষয়িষ্ণু পাড়ের বেলায় এ দূরত্ব কমপক্ষে বাৎসরিক ভাঙগন হারের ১০ গুণ রাখতে হবে।

৯. বাঁধ/কিল্লা/বসত-ভিটার স্থায়িত্ব নিশ্চিতকল্পে নদী বা বিদ্যমান অবকাঠামোর পাশে বরোপিটের গভীরতা ১.২ মিটার অতিক্রম করা যাবে না। বরোপিট একনাগারে তৈরি না করে প্রতিটি ৩০ মিটার বরোপিটের মাঝে ৬ মিটার ফাকা জায়গা রাখতে হবে।

১০. যথাযথ দৃঢ়ীকরণ নিশ্চিতকল্পে, বাঁধ/কিল্লা/বসত-ভিটার মাটি ১৫০ মিমি স্তরে এবং সব জায়গায় সমান উচ্চতায় ছড়িয়ে ফেলতে হবে। মাটির ঢেলা অবশ্যই ভেঙ্গে ৫০ মিমি আকারে আনতে হবে। প্রথম ১৫০ মিমি মাটির স্তরের ওপরের সকল অংশে দুরমুজের সাহায্যে দৃঢ়ীকরণের পর দৃঢ়ীভবন পরীক্ষা করতে হবে। দৃঢ়ীভবনের মাত্রা কমপক্ষে ৮৫% হলে তা সঠিক মাত্রার দৃঢ়ীভবন বলে গণ্য হবে। সঠিক মাত্রায় দৃঢ়ীভবন হলে প্রথম স্তরের উপর দ্বিতীয় ১৫০ মিমি পুরু মাটির স্তর ফেলতে হবে।

১১. এভাবে প্রতি স্তরে মাটি ফেলা এবং দৃঢ়ীকরণ সম্পন্ন করার পর বাঁধ/কিল্লা/বসত-ভিটার চওড়া এবং ঢাল ভালভাবে সমান করতে হবে। বাঁধ/কিল্লা/বসত-ভিটায় পানি জমা এবং বৃষ্টির পানি দিয়ে মাটি ক্ষয় রোধকল্পে বাঁধের চওড়ার কেন্দ্র রেখা থেকে উভয় পার্শ্বে ৪% ঢাল রেখে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

১২. বাঁধ/কিল্লা/বসত-ভিটার চুড়া এবং পার্শ্ব ঢাল অবশ্যই ঘাসের চাপড়া দিয়ে কোনো ফাঁক না রেখে আবৃত করে দিতে হবে। ১৫০ মিমি লম্বা চেড়া বাঁশের খুটির সাহায্যে প্রতিটি ঘাসের চাপড়াকে অবশ্যই বাঁধের ওপরের অংশে গেঁথে দিতে হবে।

১৩. নতুন ঘাস না জন্মানো পর্যন্ত ঘাসের চাপড়ায় অবশ্যই পানি দিতে হবে।

১৪. ঘাস লাগানোর ক্ষেত্রে বিন্না (ভাটিভার) ঘাসকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মাটির কাজের (খাল/পুকুর/বিল) টেকনিক্যাল স্পেশিফিকেশন এবং নির্মাণ পদ্ধতি

(পানি সম্পদ অবকাঠামো)

১. চুক্তিপত্রে তালিকাভুক্ত খাল/পুকুর/বিল পুনর্খননের কাজ অবশ্যই টেকনিক্যাল স্পেশিফিকেশন ও নির্মাণ পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক সম্পন্ন করতে হবে।

২. উপজেলা সার্ভেয়ার/উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকল্প/কর্মসূচির সহকারী প্রকৌশলী এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)/বিল ব্যবহারকারী সংগঠন (বিইউজি)/প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি (এনআরএমসি) এর প্রতিনিধি যৌথভাবে মাঠে গিয়ে বাঁধের নকশার লে-আউট দিবেন।

৩. খাল/পুকুর/বিল এর কেন্দ্র রেখা বরাবর প্রতি ১০০ মিটার দূরত্বে খুঁটি পুঁতে বাঁধের কেন্দ্র বিন্দু চিহ্নিত করতে হবে। বাঁধের উচ্চতা ও পার্শ্বঢালের উপর নির্ভর করে খাল/পুকুর/বিল উভয় পাশে শেষ প্রান্ত চিহ্নিত করতে হবে। বাঁধের শেষ প্রান্তে খুঁটি পুঁতে তা চিহ্নিত করতে হবে।

৪. প্রতি ১০০ মিটার পরপর নূন্যতম ৬০ মিমি ব্যাসের পরিপক্ষ বাঁশের খুঁটি পুঁতে, কাটা পেরেক লাগিয়ে এবং দড়ি দিয়ে প্রোফাইল দাঁড় করাতে হবে। (নকশা অঙ্কনের মধ্যে অতিরিক্ত উচ্চতা ধরা না হয়ে থাকলে খাল/পুকুর/বিল নকশার চওড়ার উচ্চতার সাথে ১০% অতিরিক্ত উচ্চতা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে)।

৫. কাজ শুরুর পূর্বে প্রস্তাবিত খাল/পুকুর/বিলের তলা হতে সকল আগাছা পরিস্কার করে ৩০ মিমি গভীরতা পর্যন্ত আঁচড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা কর্ষণ করে নিতে হবে।

৬. খাল/পুকুর/বিল পুনর্খননের ক্ষেত্রে, পুরাতন খাল/পুকুর/বিলের তলদেশ থেকে সব ধরণের আগাছা পরিস্কার করতে হবে।

৭. খাল/পুকুর/বিলের স্থায়িত্ব নিশ্চিতকল্পে আশে-পাশের অবকাঠমো হতে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রেখে বা সেটব্যাক দূরত্বে খনন/পুনর্খনন করতে হবে। নকশা অঙ্কনের স্পেশিফিকেশন অথবা উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক নির্দ্ধারিত মাপ অনুযায়ী হতে হবে।

৮. যথাযথ দৃঢ়ীকরণ নিশ্চিতকল্পে, খাল/পুকুর/বিলের পাড় ও ঢালে মাটি ১৫০ মিমি স্তরে এবং সব জায়গায় সমান উচ্চতায় ছড়িয়ে ফেলতে হবে। মাটির ঢেলা অবশ্যই ভেঙ্গে ৫০ মিমি আকারে আনতে হবে। প্রথম ১৫০ মিমি মাটির স্তরের উপরের সকল অংশে দুরমুজের সাহায্যে দৃঢ়ীকরণের পর দৃঢ়ীভবন পরীক্ষা করতে হবে। দৃঢ়ীভবনের মাত্রা কমপক্ষে ৮৫% হলে তা সঠিক মাত্রার দৃঢ়ীভবন বলে গণ্য হবে। সঠিক মাত্রায় দৃঢ়ীভবন হলে প্রথম স্তরের উপর দ্বিতীয় ১৫০ মিমি পুরু মাটির স্তর ফেলতে হবে।

৯. এভাবে প্রতি স্তরে মাটি ফেলা এবং দৃঢ়ীকরণ সম্পন্ন করার পর খাল/পুকুর/বিলের পাড় এবং ঢাল ভালভাবে সমান করতে হবে। পাড়ে পানি জমা এবং বৃষ্টির পানি দিয়ে মাটি ক্ষয় রোধকল্পে পাড়ের চওড়ার কেন্দ্র রেখা থেকে উভয় পার্শ্বে ৪% ঢাল রেখে নির্মান কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

১০. পাড়ের পার্শ্ব ঢাল অবশ্যই ঘাসের চাপড়া দিয়ে কোনো ফাঁক না রেখে আবৃত করে দিতে হবে। ১৫০ মিমি লম্বা চেড়া বাঁশের খুটির সাহায্যে প্রতিটি ঘাসের চাপড়াকে অবশ্যই বাঁধের ওপরের অংশে গেথে দিতে হবে।

১১. নতুন ঘাস না জন্মানো পর্যন্ত ঘাসের চাপড়ায় অবশ্যই পানি দিতে হবে।

মাটির সড়ক বা বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন

(গ্রামীণ/পানিসম্পদ অবকাঠামো)

ছোট-বড় গর্ত, উঁচু-নীচু জায়গা, বৃষ্টিতে ভেঙ্গে যাওয়া অংশ, যানবাহনের চাকার আঘাতে সৃষ্ট গর্ত ইত্যাদি মেরামত করা মাটির সড়ক বা বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের অন্তর্গত। এগুলো মেরামত করার পদ্ধতিগত বিবরণ নীচে দেওয়া হলো:

ক) গর্ত, ছোট নিচু জায়গা, বৃষ্টিতে ভাংগা ও গাড়ির চাকার আঘাতে সৃষ্ট গর্ত মেরামত:

১. নিচু জায়গা, সৃষ্ট গর্ত, ভাঙ্গা অংশ হতে আলগা মাটি এবং পানি অপসারণ করে নিতে হবে;

২. গর্ত, নিচু জায়গা, ভাঙ্গা অংশের আকার-আকৃতির ওপর নির্ভর করে যে সমস্ত এলাকা মেরামত করা হবে সে সমস্ত এলাকার নীচের অংশ আলগা বা ঢিলা করতে হবে এবং তা সুষম আকারে কাটতে হবে। ধুয়ে যাওয়া পার্শ্বঢালের ক্ষেত্রে বেঞ্চিং করতে হবে;

৩. সড়ক/বাঁধের আশ-পাশ হতে উপযোগী মাটি (জৈব পদার্থ মিশ্রিত মাটি ও কর্দমাক্ত মাটি ছাড়া) সংগ্রহ করতে হবে (বিদ্যমান খাদ থেকে মাটি সংগ্রহ করা শ্রেয়);

৪. প্রয়োজনীয় অংশে মাটি ভরাট করার পর মাটির ঢিলাগুলোকে অন্তত ২০ মিমি ব্যাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরায় ভাঙ্গতে হবে। মাটি বেশি ভিজা হলে কাজের উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত তা শুকাতে হবে, আবার যদি বেশি শুকনা হয় তাহলে পরিমাণমত পানি দিয়ে ভিজাতে হবে।

৫. মাটির ঢিলা ভাঙ্গার পর এবং মাটি সর্বোচ্চ আর্দ্রতাসম্পন্ন হলে মাটি ভরাট করার স্থানসমূহে স্তরে স্তরে (প্রতি স্তর অনধিক ১৫০ মিমি) মাটি স্থাপন করতে হবে।

৬. প্রত্যেক স্তরে দুরমুজ দিয়ে ভালভাবে দৃঢ়ীভবন করতে হবে। দুরমুজের সংযোগ এলাকা যেন ২ বর্গ ডেসি মিটারের বেশি না হয়। দুরমুজের ওজন হবে ৫/৬ কেজি, হাতলের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ১.৫ মিটার। প্রত্যেকটি স্পটে অন্তত ১০ বার করে দুরমুজ দিয়ে আঘাত করতে হবে। প্রত্যেকটি ড্রপের উচ্চতা কমপক্ষে ০.৫ মিটার হবে এবং স্তরে স্তরে কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

৭. ওপরের স্তরটি এমনভাবে সম্পূর্ণ করতে হবে যেন পৃষ্ঠদেশ পার্শ্ববর্তী ডিজাইন প্রোফাইলের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। গর্ত কিছুটা অতিরিক্তভাবে ভরাট করতে হবে যাতে যানবাহন চলাচলের কারণে অথবা বৃষ্টির পানিতে ভিজে অতিরিক্ত মাটি বসে যায় এবং সড়কের ওপরের স্তর সমান হয়।

৮. সড়ক/বাঁধের পার্শ্বঢাল বা সড়ক/বাঁধের কাঁধের অংশ মাটি ভরাট করার পর পুনরায় ঘাস লাগাতে হবে।

খ) ক্যাম্বার পুনর্স্থাপন

১. ক্যাম্বার বিহীন অংশ চিহ্নিত করে মেরামতব্য এলাকা চিহ্নিত করে নিতে হবে;

২. নিচু জায়গায় জমে থাকা সমস্ত পানি অপসারণ করতে হবে এবং আঁচড়ানো/আলগা করার পূর্বে আর্দ্রতাসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মাটি শুকাতে হবে;

৩. যে স্থান মেরামত করতে হবে সে স্থানের তলার মাটি আঁচড়ানো/আলগা করতে হবে;

৪. সড়ক/বাঁধের পাশ হতে উপযোগী মাটি সংগ্রহ করতে হবে (কাদামাটি, বালি ও জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি এমন মাটি ব্যবহার করা যাবে না);

৫. স্তরে স্তরে মাটি দিয়ে নিচু জায়গা ভরাট করতে হবে (স্তরে পুরুত্ব ১৫০ মিমি) এবং নিশ্চিত হতে হবে যেন মাটির ঢিলার সাইজ ২০ মিমি এর বেশি না হয়;

৬. ওপরের স্তরের যে স্থান ভরাট ও ড্রেস করতে হবে সেটা এমনভাবে করতে হবে যেন ক্যাম্বারটি আড়াআড়িভাবে হয়;

৭. প্রয়োজনীয় ক্যাম্বার অর্জিত হয়েছে কি না তা পরীক্ষার জন্য কাজ আরম্ভের সময় এবং কাজের অগ্রগতি তদারকী করার সময় একটা ক্যাম্বার বোর্ড ব্যবহার করতে হবে।

গ) পার্শ্বঢাল রক্ষণাবেক্ষণ

১. যেখানে পার্শ্ব-ঢালের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদিত হবে সে স্থান চিহ্নিত করতে হবে;

২. খুঁটি ব্যবহার করে ডিজাইন মোতাবেক পাশ্বর্-ঢাল সুনির্দিষ্ট করতে হবে। ডিজাইন পার্শ্ব-ঢালের তথ্যাদি উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট পাওয়া যাবে।

৩. এলাকা থেকে ঝোপ-ঝাড়, ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করতে হবে, তবে গাছ কাটা যাবে না। যত্নসহকারে ঘাস সরাতে হবে যাতে আবার ঐ ঘাস লাগানো যায়।

৪. যে অংশ মেরামত করা হবে তা ছোট ছোট ধাপে কাটতে হবে। এটাকে বেঞ্চিং বলে। ধাপের উচ্চতা অন্তত ৩০ সেমি এবং প্রস্থ ৫০ সেমি হবে এবং যান্ত্রিক উপায়ে দৃঢ়ীভবনের ক্ষেত্রে এর প্রস্থ ১০০ সেমি হবে। ভরাট অংশ এবং বিদ্যমান অংশের মধ্যে বন্ধনের জন্য ধাপগুলি ভিতরের দিকে কিছুটা হেলানো থাকবে। সড়কের সোল্ডার থেকে ধাপ আরম্ভ করতে হবে এবং তারপর ঢাল রেখে নিচে গিয়ে শেষ করতে হবে।

৫. ধাপ কাটার সময় যে মাটি সরানো হবে তা পুনরায় ভরাট কাজে ব্যবহার করা যাবে যদি মাটি উত্তম মানের হয় এবং ছোট ছোট ঢিলাতে ভাঙ্গা হয় (২০ সেমি ব্যাসের নীচে)। পুনর্ভরাট কাজ ঢালের (Toe) তলা হতে আরম্ভ করতে হবে এবং ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠিয়ে শেষ করতে হবে। ১৫ সেমি পুরু স্তরে ভরাট এবং দৃঢ়ীভবন কাজ করতে হবে, যা ইতোমধ্যেই উপরোল্লিখিত অংশে বর্ণনা করা হয়েছে। ভরাট কাজের জন্য যদি অতিরিক্ত মাটির প্রয়োজন হয় তবে মান পরীক্ষা করতে হবে এবং ঢিলাসমূহকে প্রয়োজনীয় আকারে ভাঙ্গতে হবে। আহরিত মাটির ক্ষেত্রে ঢালুর তলা থেকে ৫ মিটার পর্যন্ত কাটা যাবে না (মাটি কাটার অন্যান্য কাজের জন্যও এ নির্দেশ পালন করতে হবে)।

৬. মূল ডিজাইনের আকারে সড়কের পার্শ্ব-ঢাল পুনর্স্থাপন করার পর ঘাস লাগাতে হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পার্শ্ব-ঢাল পুনর্নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া না গেলে মাটি রোধক বেড়া এবং দেয়াল তৈরির বিবেচনা করা যেতে পারে।

ঘ) সড়ক/বাঁধের ওপরিতলে জমে থাকা পানি অপসারণ

যদি সড়ক/বাঁধের ওপরিতলে নিচু জায়গায় বা গর্তে পানি জমে থাকে তবে যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত পানি অপসারণ করে ফেলতে হবে এবং সে গর্ত/নিচু জায়গা ভরাট করতে হবে। পানির পরিমাণ অল্প হলে বালতির সাহায্যে অপসারণ করা যেতে পারে। পানির পরিমাণ বেশি হলে সোল্ডার বরাবর একটা ছোট ড্রেন অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় কাটতে হবে যার মধ্য দিয়ে পানি অপসারিত হতে পারে। জমে থাকা পানি পার্শ্ব-ঢাল দিয়া অপসারণের সময় পানির স্রোতে যাতে নালা সৃষ্টি হয়ে না যায় সেজন্য পার্শ্ব-ঢালের পর্যাপ্ত এলাকা জুড়ে পানি ছড়িয়ে দিতে হয়। পানি সরানোর পর প্রয়োজনে ড্রেনসমূহকে আবার ভরে ফেলতে হবে।

এলসিএস ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্থানীয় সরকার ও সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. **ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব :**

- এলসিএস শ্রমিক নির্বাচনে তথ্য সরবরাহ ও যাচাইসহ সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করা;
- নির্বাচিত শ্রমিকদেরকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, পরিবার পরিকল্পনা ও আয়-বর্ধক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান করা;
- নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী ও অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং বিবিধ সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করা;
- উন্নয়নের জন্য সড়ক নির্বাচনে সহযোগিতা প্রদান করা;
- স্থানীয় যাবতীয় সমস্যা সমাধানের নিশ্চয়তা বিধান করা;
- নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এলসিএস শ্রমিক-তালিকা চূড়ান্তকরণ কমিটির সদস্য হিসাবে ভূমিকা রাখা (শুধুমাত্র পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ।

২. **এলসিএস শ্রমিকের দায়িত্ব :**

- নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের জন্য দায়ী থাকা;
- সকল এলসিএস শ্রমিক সমভাবে কাজ করা;
- এলসিএস শ্রমিক দলের নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলা;

৩. **এলসিএস চেয়ারপারসনের দায়িত্ব :**

- এলজিইডির সাথে চুক্তি সম্পাদন করা;
- সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে দায়িত্ব পালন করা;
- কর্মস্থলে কোনো অংশে কি ধরণের কাজ করতে হবে তা চিহ্নিত করা ও সে অনুসারে মিলিতভাবে কাজ সম্পাদন করা;
- এলসিএস শ্রমিকদেরকে সাপ্তাহিক কাজের সময়সূচি সম্পর্কে অবহিত করা;
- কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা সুপারভাইজার, কার্য-সহকারী অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী বা প্রয়োজনে উপজেলা প্রকৌশলী বা উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাকে অবহিত করা;
- দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সু-সম্পর্ক বজায় রাখা এবং উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা সমাধানের পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- তদারককারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা।

৪. **এলসিএস সেক্রেটারির দায়িত্বঃ**

- এলজিইডির সাথে চুক্তি সম্পাদন করা;
- সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে দায়িত্ব পালন করা;
- প্রতি পাক্ষিকে এলসিএস শ্রমিক কর্তৃক সম্পাদিতব্য কাজের ধরণ ও পরিমাণ উপজেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকতার নিকট হতে বুঝে নেয়া ও সে অনুযায়ী কাজ পরিচালনা করা;
- প্রতি এলসিএস শ্রমিকের হাজিরা নিশ্চিত করা এবং তা দৈনিক হাজিরা বইয়ে লিপিবদ্ধ করা;
- কোনো এলসিএস শ্রমিকের কাজ কর্মে কোনো গাফিলতি/ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশ্লিষ্ট এলসিএস শ্রমিক/শ্রমিকদের অবগত করা এবং প্রয়োজনে তাকে/তাদেরকে সতর্ক করা;
- কোনো এলসিএস শ্রমিকের কর্ম সম্পাদনের পরিমাণ কাঙ্খিত পরিমাণের না হলে, সেই এলসিএস শ্রমিকের সকল সদস্যের বা কোনো সদস্যের কারণে হলে তার বেতন/বিল কর্তনের সুপারিশ করা।
- এলসিএস শ্রমিকদের কাজের সমন্বয় সাধন করা;
- এলসিএস শ্রমিক সদস্যদের বেতন বণ্টন/বিল প্রদান, ব্যাংক সঞ্চয় ইত্যাদি তদারকী করা;
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে পরিচালনাধীন সকল এলসিএস শ্রমিকের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করা;
- বাস্তবায়ন কাজে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা দ্রুত সমাধান করা এবং প্রয়োজনে উপজেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নজরে আনা।

৫. **কমিউনিটি অর্গানাইজারের দায়িত্ব :**

- এলসিএস শ্রমিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং নির্বাচিত সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- এলসিএস কর্তৃক বাস্তবায়িত যাবতীয় কর্মকান্ডের অগ্রগতি মাসিক মনিটরিং সারবস্তু আকারে **(সংযুক্তি-৮)** উপজেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করা;
- এলসিএস শ্রমিক প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন শ্রমিক নিয়োগ করা এবং নতুন শ্রমিকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- এলসিএস শ্রমিকদের সাপ্তাহিক পারিশ্রমিক বণ্টনের দিনে উপস্থিত থেকে প্রত্যেকের পাওনা পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং বণ্টন শেষে পারিশ্রমিক বণ্টন ফরম্যাটে স্বাক্ষর করা;
- যেখানে প্রযোজ্য এলসিএস শ্রমিকদের প্রত্যেক সদস্যের নামে সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাব খোলাতে সহায়তা করা ও শ্রমিকদের নির্ধারিত হারে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা;
- এলসিএস কার্যক্রম পরিচালনায় উপজেলা প্রকৌশলীর প্রদত্ত নির্দেশাবলী যথারীতি পালন করা।

৬. **কার্যসহকারীর দায়িত্বঃ**

- উপজেলা প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী/উপসহকারী প্রকৌশলী/সার্ভেয়ারের নির্দেশ মোতাবেক এলসিএস নির্দেশিকার আলোকে কার্যাদি সম্পাদন করা;
- এলসিএস সদস্যদের কাজ দতারকীর জন্য নির্দেশিকা অনুসরণ করা;

- এলসিএস সদস্যদের কাজের মান যাচাই ও কাজ সম্পাদনের তথ্যাদিসহ হাজিরা, মনিটরিং ইত্যাদি সংক্রান্ত নিরর্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করতে কমিউনিটি অর্গানাইজারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা;
- এলসিএস সদস্যদের কাজ পরিদর্শনের সময় হাজিরা, মনিটরিং ইত্যাদি পরীক্ষা করা এবং নির্দিষ্ট কাজের মান ও অগ্রগতি অবহিত করা;
- কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা থাকলে তা সমাধানের জন্য উপজেলা প্রকৌশলীকে সহায়তা করা;
- এলসিএসকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;
- স্কিম সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নে এলসিএসকে প্রশিক্ষণ প্রদানে উপজেলা প্রকৌশলীকে সহযোগিতা করা;
- মাসিক/পাক্ষিক ভিত্তিতে প্রতিটি কার্যক্রম মনিটরিং করা;
- এলসিএস সদস্যরা ঠিকমত বিল পাচ্ছে কি-না সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবহিত করা;
- মাসিক মনিটরিং ফরম পূরণে সহায়তা করা;
- সর্বোপরি, উপজেলা প্রকৌশলীর নির্দেশ মত দায়িত্ব পালন করা।

৭. **উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সার্ভেয়ারের দায়িত্বঃ**

- উপজেলা প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক এলসিএস নির্দেশিকার আলোকে কার্যাদি সম্পাদন করা;
- এলসিএস সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা থাকলে তা সমাধানে উপজেলা প্রকৌশলীকে সহায়তা করা;
- এলসিএসকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;
- স্কিম সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নে এলসিএসকে প্রশিক্ষণ প্রদানে উপজেলা প্রকৌশলীকে সহযোগিতা করা;
- প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার প্রতিটি কার্যক্রম মনিটরিং করা;
- এলসিএস সদস্যরা ঠিকমত বিল পাচ্ছে কি-না সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবহিত করা;
- মাসিক মনিটরিং ফরম পূরণ করা;
- সর্বোপরি, উপজেলা প্রকৌশলীর নির্দেশ মত দায়িত্ব পালন করা।

৮. **উপজেলা সহকারী প্রকৌশলীর দায়িত্ব :**

- এলসিএস স্কিম নির্বাচন, দল গঠন, প্রাক্কলন তৈরি, পরিমাপ গ্রহণ, চুক্তি সম্পাদন ও স্কিম বাস্তবায়নে নেতৃত্ব প্রদান করা;
- এলসিএস সদস্যদের সহযোগিতা প্রদান ও কাজের সরঞ্জাম (যন্ত্রপাতি, রেজিষ্টার ইত্যাদি) সরবরাহ করা;
- এলসিএস সংক্রান্ত কোনো সমস্যা থাকলে তা সমাধানে সহযোগিতা প্রদান করা;
- এলসিএসকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা ও নির্দেশনা প্রদান করা;

- এলসিএস সদস্যদের সব রকমের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করা;
- অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ অন্যান্য মাসিক মনিটরিং প্রতিবেদন এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণে সহায়তা করা;
- এলসিএস কর্তৃক সম্পাদিত কাজের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- যথাসময়ে এলসিএসসমূহের বিল/মজুরী প্রাপ্তিতে যথাযথভাবে তদারকী ও উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৯. **উপজেলা প্রকৌশলীর দায়িত্ব :**

- এলসিএস স্কিম নির্বাচন, দল গঠন, প্রাক্কলন তৈরি, পরিমাপ গ্রহণ, চুক্তি সম্পাদন ও স্কিম বাস্তবায়নে নেতৃত্ব প্রদান করা;
- এলসিএস সদস্যদের সহযোগীতা প্রদান ও কাজের সরঞ্জাম (যন্ত্রপাতি, রেজিষ্টার ইত্যাদি) সরবরাহ করা;
- উপজেলা পরিষদের মাসিক পর্যালোচনা সভায় এলসিএস কর্মকাণ্ড আলোচনা করা;
- এলসিএস সংক্রান্ত কোনো সমস্যা থাকলে তা সমাধানে সহযোগিতা প্রদান করা;
- এলসিএসকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা ও নির্দেশনা প্রদান করা;
- এলসিএস সদস্যদের সব রকমের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ অন্যান্য মাসিক মনিটরিং প্রতিবেদন এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করা;
- এলসিএস কর্তৃক সম্পাদিত কাজের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- যথাসময়ে এলসিএসসমূহের বিল/মজুরী প্রদান/প্রাপ্তিতে যথাযথভাবে তদারকী ও উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১০. **প্রকল্প/কর্মসূচির মাঠ কর্মকর্তা/ফ্যাসিলিটেটরের দায়িত্বঃ**

- এলসিএস স্কিম নির্বাচন ও দল গঠনে সহায়তা প্রদান করা;
- এলসিএস শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা;
- এলসিএস স্কিম ও দল গঠনের ব্যাপারে পাবসস/বিউজি/এনআরএমসি এর সহায়তায় ব্যাপক প্রচারণা চালানো (শুধুমাত্র পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে);
- বাস্তবায়ন কজের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করা;
- কাজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- এলসিএস শ্রমিকদের মজুরী বণ্টনের সময় উপস্থিত থাকা এবং যথাযথভাবে শ্রমিকদের পাওনা বুঝিয়ে দিতে সহায়তা করা;
- এলসিএস সংক্রান্ত কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে তা সমাধানে সহযোগিতা করা।

১১. **প্রকল্প/কর্মসূচির সোসিও-ইকোনমিস্ট/ সোসিওলজিস্ট এর দায়িত্বঃ**

- এলসিএস স্কিম নির্বাচন ও দল গঠনে সহায়তা প্রদান করা;
- এলসিএস শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা;

- এলসিএস স্কিম ও দল গঠনের ব্যাপারে পাবসস/বিউজি/এনআরএমসি এর সহায়তায় ব্যাপক প্রচারণা চালানো (শুধুমাত্র পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে);
- বাস্তবায়ন কজের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করা;
- এলসিএস সদস্য নিয়োগের সময় সকলের আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহ এবং তা সময় সময়ে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা;
- এলসিএস শ্রমিকদের মজুরী বন্টনের সময় উপস্থিত থাকা এবং যথাযথভাবে শ্রমিকদের পাওনা বুঝিয়ে দিতে সহায়তা করা;
- এলসিএস সংক্রান্ত কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে তা সমাধানে সহযোগিতা করা।

১২. পাবসস/বিইউজি/এনআরএমসি এর দায়িত্ব (শুধুমাত্র পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য):

- এলসিএস স্কিম ও দল গঠনে এলজিইডির মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রকল্প কর্মীকে প্রচারণা কার্যে সক্রিয় সহায়তা প্রদান;
- এলসিএস স্কিম নির্বাচন, দল গঠন, এলসিএস এর প্রাথমিক তালিকা প্রণয়নে এলজিইডির মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও ফ্যাসিলিটেটরকে সহায়তা প্রদান। সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত এলসিএস প্রাথমিক তালিকা রেজুলেশনের মাধ্যমে উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ ও চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- এলসিএসকে অগ্রীম অর্থ প্রদানে জামিনদার থাকা;
- নির্দেশিকা অনুযায়ী এলসিএস কার্য বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

১৩. নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব :

- এলসিএস এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা;
- এলসিএস কার্যক্রমের অনুমোদন ও কার্যাদেশ প্রদান করা;
- এলসিএস শ্রমিকদের বিল/মজুরীর অর্থ ছাড় করা;
- এলসিএস শ্রমিকদের বিল/মজুরী যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ নিশ্চিত করা;
- জেলায় এলসিএস দ্বারা সম্পাদিত সকল ধরণের কাজ তত্ত্বাবধান ও উপজেলা প্রকৌশলীর সঙ্গে সার্বিক সমন্বয় রক্ষা করা;
- এলসিএস কর্তৃক বাস্তবায়িত কাজে যে কোনো সমস্যা নিরসনে উপজেলা প্রকৌশলীকে সাহায্য করা;
- জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভায় এলসিএস এর কার্যক্রম ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং কোনো সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা নিরসনের পদক্ষেপ নেওয়া।

এলসিএস সদস্যদের বিল পরিশোধ এবং পারিশ্রমিক বিতরণ পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন

(পানি সম্পদ অবকাঠামো)

এলসিএস বিল পরিশোধ ও পারিশ্রমিক বিতরণের ব্যবস্থাপনায় জেলা সোসিও-ইকোনমিষ্ট/সোসিওলজিস্ট, সহকারী প্রকৌশলী, উপসহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী, কমিউনিটি অর্গানাইজার, এনজিও ফ্যাসিলিটেটর এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস/পরামর্শক দলের সদস্যদের সক্রিয় দিক নির্দেশনা দিতে হবে। এ নির্দেশনার কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিল পরিশোধ ও পারিশ্রমিক বিতরণ কার্যাবলী নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন করতে হবে।

ক) বিল পরিশোধ ও পারিশ্রমিক বিতরণ ব্যবস্থা গ্রহণ

১। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বই ও কার্ড সঠিকভাবে সম্পাদন ও চালু করতে হবে:

- **জরীপ বই:** এতে এলসিএস উপদলের সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট বরোপিটের সংখ্যা এবং পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক সম্পাদিত কাজের পরিমাপ থাকবে। এসব তথ্য জরীপ বইতে এলসিএস চেয়ারপারসন বা সেক্রেটারি নিয়মিতভাবে লিখে রাখবেন। সংশ্লিষ্ট এলসিএস উপ-দল নিজ নিজ সম্পাদিত কাজের ওপর জরীপ বই সংরক্ষণ করবেন।
- **ক্যাশ বইসহ হাজিরা বই:** এতে এলসিএস শ্রমিকদের দৈনিক হাজিরা ও প্রাপ্ত অগ্রিম পরিশোধের হিসাব থাকবে ।

২। প্রত্যেক এলসিএসকে দুটি বিষয়ের ওপর উৎসাহ ও নির্দেশনা দিতে হবে। **প্রথমতঃ** অগ্রিম বা দৈনিক মজুরী হিসেবে পাওনা গ্রহণের সময় পাক্ষিক ভিত্তিতে হবে। **দ্বিতীয়তঃ** এলজিইডি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতি কিস্তি থেকে কি পরিমাণ অর্থ এলসিএস হিসাব হতে উত্তোলন করবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এলসিএসকে সমুদয় অর্থ এক সাথে উত্তোলন না করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতি পূর্ণদিবস কাজের জন্য খোরাকি ভাতা দলগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দৈনিক মজুরী হিসেবে প্রদান করতে হবে। অনুত্তোলিত বা অবশিষ্ট অর্থ যা এলসিএস দলের নামে খোলা হিসাবে জমা থাকবে তা চুক্তি শেষে পরিশোধ করতে হবে। উক্ত অর্থ এলসিএস সদস্যগণ উপার্জনমূলক/আয়বর্ধক কাজ শুরুর জন্য পুঁজি হিসেবে কাজে লাগাতে পারবে। এলসিএসকে তাদের পাওনা অর্থের ৬০% - ৭০% উত্তোলন করে বাকি অর্থ সঞ্চয় করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

৩। সম্পাদিত কাজের প্রকৃত জরীপ ও দৈনিক হাজিরা প্রত্যেক শ্রমিকের অগ্রিম পাওনা পরিশোধের আগে হিসাব করতে হবে।

৪। চূড়ান্ত বিল পরিশোধের সময় এলসিএস উপদলের মোট প্রাপ্য পাওনা নির্ধারিত হবে উপদল কর্তৃক মোট সম্পাদিত কাজের পরিমাণ ও এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত জরীপের ভিত্তিতে। বিশেষ করে যেখানে মাটি ফেলা ও মাটি কাটার জায়গার মধ্যে বেশ দূরত্ব রয়েছে সেখানে প্রি এবং পোষ্ট ওয়ার্কের পরিমাপের সাথে 'উত্তোলন ও বহন' খরচকে যুক্ত করতে হবে । শক্ত ও কর্দমাক্ত মাটিকে অতিরিক্ত খরচ মূল্যের সাথে যুক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলসিএস উপদলের মোট সম্পাদিত কাজের পরিমাণের ভিত্তিতে টাকার পরিমাণ ভাগ করে দিতে হবে।

খ) বিল পরিশোধ ও পারিশ্রমিক বিতরণে নিম্নোক্ত বিষয় পরিবীক্ষণ করতে হবে:

১) এলসিএস ও উপদলসমূহকে দেওয়া দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে কি-না?

২) প্রয়োজনীয় হিসাব ও এলসিএস এর কাজ সম্পাদন যাচাই করে নিশ্চিত করা।

৩) প্রকৃত কাজের জরীপের পরিমাণ এলসিএস নেতা ও সদস্যদের মধ্যে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে কি-না?

৪) দৈনিক পারিশ্রমিক নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে যাতে সমান হয় তা নিশ্চিত করা।

৫) পারিশ্রমিক পরিশোধ ফরম এলসিএস-এর সেক্রেটারি দ্বারা যথাযথভাবে পূরণ নিশ্চিত করা।

৬) চেয়ারপারসন/সেক্রেটারি যাতে কাজ ব্যতিরেকে পারিশ্রমিক না নিতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন। এজন্য হাজিরা বই পর্যবেক্ষণ করা।

৭) দৈনিক পারিশ্রমিক নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে যাতে সমান হয় তা নিশ্চিত করা।

৮) পারিশ্রমিক পরিশোধ ফরম এলসিএস এর সেক্রেটারি দ্বারা যথাযথভাবে পূরণ নিশ্চিত করা।

৯) চেয়ারপারসন/সেক্রেটারি যাতে কাজ ব্যতিরেকে পারিশ্রমিক না নিতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। এজন্য হাজিরা বই পর্যবেক্ষণ করা।

১০) চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারি কর্তৃক অর্থ উত্তোলন এবং পারিশ্রমিক বিতরণ সরেজমিনে পরিবীক্ষণ করা।

১১) এলসিএস সদস্যদের চূড়ান্ত পারিশ্রমিক বিতরণের সময় কর্মদিবসের সব হাজিরা ও প্রাপ্ত পারিশ্রমিকের সমন্বয় নিশ্চিত করা।

১২) এলসিএস সদস্য কর্তৃক এলসিএস নেতাদের যাতে কোনো রকম চাঁদা দেওয়া না হয় তা নিশ্চিত করা।

১৩) পাবসস/বিইউজি/এনআরএমসি বা অন্য কোনো সংস্থা যাতে এলসিএস-এর ওপর প্রভাব বিস্তার বা এলসিএস এর নিকট হতে চাঁদা না নিতে পারে সে বিষয় নিশ্চিত করা।

সংযুক্তি-১৫

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

এলসিএস সদস্য শ্রমিকের

পরিচয় পত্র

দল নং:		**কার্ড নং: ....**
প্রকল্পের /উপ-প্রকল্পের নম্বর এবং নাম	:	....
সদস্য শ্রমিকের নাম	:	....
স্বামী/পিতা/মাতার নাম	:	....
ঠিকানা	:	....

দল নং:		
মোট শ্রম-দিবস সংখ্যা	:	....
অগ্রীম হিসাবে টাকার পরিমাণ	:	....
মোট মজুরীর পরিমাণ	:	....
দলগত কাজের পরিমাণ	:	....

কমিউনিটি অর্গানাইজার: ______________________

এনজিও ফ্যাসিলেটটর: ______________________

সংযুক্তি-১৬

এলসিএস সদস্যের মজুরী পরিশোধ বিবরণী

টাকা গ্রহণের তারিখ	শ্রম-দিবস সংখ্যা	সদস্য শ্রমিক কর্তৃক গৃহীত টাকার পরিমাণ	সদস্য শ্রমিকের স্বাক্ষর / টিপ সহি	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি স্বাক্ষর

Key Documents:

এলজিইডি/এসএসডব্লিউআরডিএসপি	:	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে এলসিএস ব্যবহার নির্দেশিকা, জানুয়ারি, ২০০৪ খ্রি. ।
এলজিইডি	:	এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, জানুয়ারি, ২০০৪ খ্রি. ।
LGEB/IDP, RESP	:	Report of the Working Group on LCS Involvement in IDP Scheme Implementation, December, 1989.
LGED/RDP-4 (IDP)	:	Operational Guidelines and Instructions for Utilization of Investment Fund, December, 1988.
Local Govt. Division	:	Planning and Implementation Guidelines for Road Tree Plantation & Maintenance Programme of the USAID, LGED and CARE implemented BUILD project of the IFSP, December 1999.
Ministry of Environment and Forest	:	Planning and Implementation Methodology for WFP assisted Afforestation Scheme to be implemneted by GOB/NGOs under Rural Development Programme, May 1999.
এলজিইডি	:	সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা নির্দেশিকা, অক্টোবর, ১৯৯৮ খ্রি. ।
LGED/RDP-16	:	Methodology and Operational Guidelines fior labour Intensive Scheme by LCS and Lengthmen System, May 1997
এলজিইডি/পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-১৬	:	এলসিএস প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, ১৯৯৫ খ্রি. ।
এলজিইডি/ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প	:	বৃক্ষরোপণ বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, মে ২০০০ খ্রি. ।
এলজিইডি/ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প	:	এলসিএস প্রশিক্ষণ গাইডলাইন, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ খ্রি. ।
এলজিইডি	:	পল্লি সড়ক ও কালভার্ট, মেরামত কর্মসূচি নির্দেশিকা, জুন ২০০২ খ্রি. ।
এলজিইডি/পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-২১	:	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ স্কিম বাস্তবায়ন নীতিমালা, নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রি. ।
এলজিইডি/পল্লি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট	:	পল্লি সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১০ খ্রি. ।
LGED/Costal Climate Resilient Infrastructure Project (CCRIP)	:	Operational Manual for Construction of Market and Transport Infrastructure by Labour Contracting Society (LCS), December, 2014
এলজিইডি/পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-আরইআরএমডি-২	:	প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১৪ খ্রি. ।
LGED/Haor Infrastructure and Liveihood Improvement Project (HILIP)	:	Operational Manual for Labour Contracting Society (LCS), November, 2014
এলজিইডি/ হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প	:	গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, আগস্ট, ২০১৫ খ্রি. ।
		জলমহাল ও খাল উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, আগস্ট, ২০১৫ খ্রি. ।
LGED/Climate Resilient Rural Infrastructure Project (CRRIP)	:	Construction Management Manual (CMM), May, 2017

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

এলজিইডি সদর দপ্তর, আগারগাঁও
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭